তাওহীদের ডাক

৪৭ তম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ২০২০
Web : www.tawheederdak.com

যিলহজ্জ মাসের ফযীলত
আত্মহত্যা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
সাদা পায়ের চাপায় শ্বাসরুদ্ধ মানবতা
সাক্ষাৎকার : ডা. ইদরীস আলী
মুখস্থশক্তির চর্চা কি অপ্রয়োজনীয়?

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

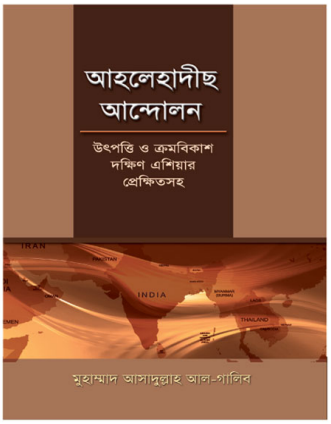

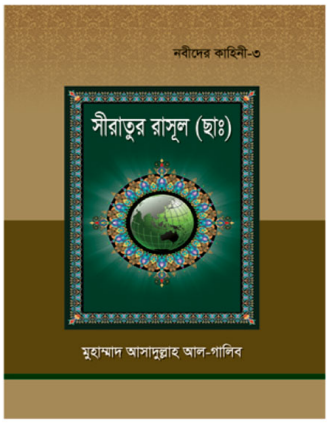

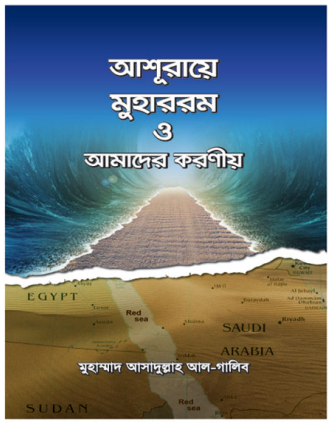

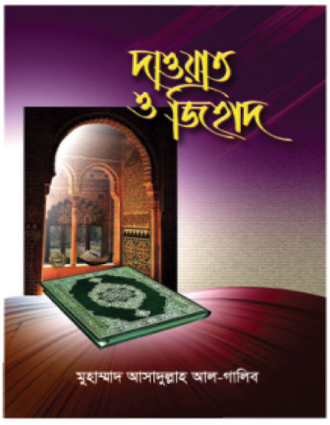

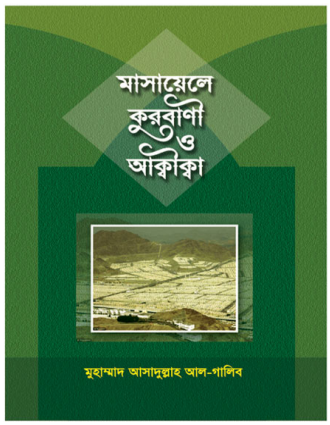

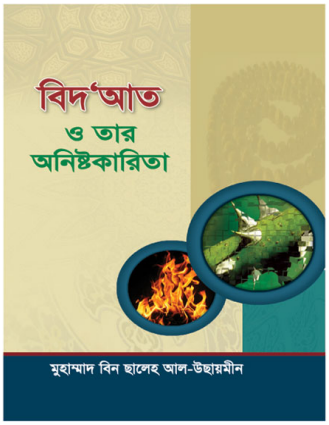

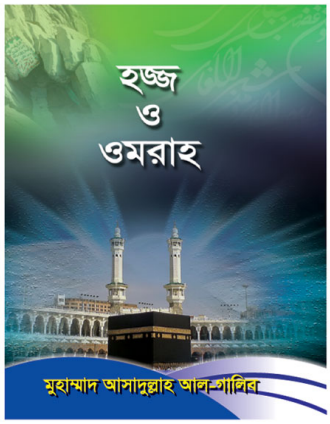

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৪৭ তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০২০

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
➪ আয়া সোফিয়ায় আযানের সূর ২
কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
➪ বিপদাপদ ৩
তাবলীগ
➪ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক : গুরুত্ব ও ফযীলত ৫
আসাদুল্লাহ আল-গালিব
তাবলীগ
➪ হজ্জে তালবিয়া পাঠের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৯
মুহাম্মাদ ফায়ছাল মাহমূদ
তারবিয়াত
➪ মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা (৮ম কিস্তি) ১১
আব্দুর রহীম
তাজদীদে মিল্লাত
➪ আত্মহত্যা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ১৮
আসাদ বিন আব্দুল আযীয
➪ পর্দা নারীর রক্ষাকবচ (শেষ কিস্তি) ২৪
নিযামুদ্দীন
সাক্ষাৎকার
➪ ডা. ইদরীস আলী ৩০
সাময়িক প্রসঙ্গ
➪ সাদা পায়ের চাপায় শ্বাসরুদ্ধ মানবতা ৩৬
আব্দুর রউফ
ধর্ম ও সমাজ
➪ ছূফীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস (২য় কিস্তি) ৩৯
মুখতারুল ইসলাম
শিক্ষাঙ্গন
➪ মুখস্থশক্তির চর্চা কি অপ্রয়োজনীয়? ৪৫
জগলুল আসাদ
সমকালীন মনীষী
➪ হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (রহঃ) ৪৬
মুখতারুল ইসলাম
➪ পরশ পাথর ৫০
জীবনের বাঁকে বাঁকে
➪ আমার বন্ধু ফাহিম ৫১
➪ এক দাওয়াতী সফরের গল্প ৫২
➪ সংগঠন সংবাদ ৫৫
➪ সাধারণ জ্ঞান ৫৬

সম্পাদকীয়

আয়া সোফিয়ায় আযানের সুর..

ইতিহাসের প্রতি সবসময় বিশেষ একটা আকর্ষণহেতু আয়া সোফিয়া নামটির সাথে পরিচয় আশৈশবকাল থেকেই। প্রথম কবে আয়া সোফিয়ার চিত্রপট দেখেছিলাম মনে নেই, তবে যেদিন থেকে দেখেছি, সেদিন থেকে কখনই সেটিকে মসজিদভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। চারকোণে মিনার থাকা সত্ত্বেও যে ওটা মসজিদ নয়; বরং জাদুঘর, সেটা জানা হয়েছে বেশী দিন হয়নি। এই না জানাটা কেবল আমার ইতিহাস অজ্ঞতা, নাকি বাস্তবতার দাবী; তা-ই বোধ হয় এখন পরিষ্কার হওয়ার সময় হ'ল। গৌরবময় ওছমানীয় খেলাফতের প্রাণকেন্দ্রে মসজিদ না থেকে গীর্জা থাকবে, সেটা বোধহয় ইতিহাস মেনে নেয়নি। তাইতো দীর্ঘ ৮৬ বছর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অর্গল ছিন্ন করে ইতিহাস আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। প্রতীক্ষার অন্তহীন প্রহর পেরিয়ে মর্মভেদী আযানের সূর ফের ভেসে এল আয়া সোফিয়ার সুউচ্চ মিনারচূড়া থেকে। সুশীতল হৃদয়ে, অশ্রুসজল নেত্রে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান তাকিয়ে রইল সেই মিনারের পানে। অবাক বিস্ময়ে শতাব্দীর মিনার বেয়ে ইথারে ভাসমান সেই তরঙ্গমালা মুহূর্তেই বুভুক্ষ বিশ্বমুসলিমের হৃদয়জগতকে অদ্ভুত আবেশে আন্দোলিত করে তুলল। আহা, কি মধুর সে অনুভূতি! তাওহীদের এমন বিজয়দৃশ্য দেখার মত আনন্দময় অভিজ্ঞতা মুমিনের যিন্দেগীতে আর কি হতে পারে!

আজ থেকে দেড় হাযার বছর পূর্বে ৫৩৭ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বিশ্ব পরাশক্তি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজা জাস্টিনিয়ান (৪৮২-৫৬৫ খৃ.) কনস্টান্টিনোপল শহরের গোল্ডেন হর্ণে আয়া সোফিয়া (যার অর্থ পবিত্র জ্ঞান) গীর্জা নির্মাণ করেন, যেটি পরবর্তী কয়েক'শ বছর যাবৎ বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থোডক্স গীর্জা ছিল। ১৪৫৩ সালে ওছমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ রোমান সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল জয় করে শহরটির নাম রাখেন ইসলামবুল বা ইসলামের শহর (মোস্তফা কামাল কর্তৃক পরিবর্তিত নাম ইস্তাম্বুল)। সেই সাথে এই সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রতীক আয়া সোফিয়া গীর্জাকে ব্যক্তিগত অর্থায়নে খৃষ্টানদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং স্থাপনাটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ১৪৫৩ সালের ১লা জুন সর্বপ্রথম জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে মসজিদটির উদ্বোধন হয়। সেই থেকে টানা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৭৮ বছর এটি মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। অতঃপর ১৯৩৪ সালে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের তল্পীবাহক মোস্তফা কামাল মসজিদটিকে অন্যায়ভাবে জাদুঘরে পরিণত করেন। অবশেষে বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১০ই জুলাই ২০২০ তুরস্কের সর্বোচ্চ আদালতের রায় মোতাবেক তুর্কী প্রেসিডেন্ট এরদোগান আয়া সোফিয়াকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তরের নির্দেশ দেন। অতঃপর ২৪শে জুলাই জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে দীর্ঘ ৮৬ বছর পর আয়া সোফিয়া মসজিদ হিসাবে তার মর্যাদা ফিরে পায়। ইস্তাম্বুল শহরের অলি-গলিতে লক্ষ লক্ষ মুছল্লীর উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট এরদোগান সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার ১ম রুকূ পাঠ করেন। অতঃপর জুমআ'র খুৎবা প্রদানকালে তুর্কী ধর্মমন্ত্রী ড. আলী এরবাশ দৃঢ়তার সাথে বলেন, আজকের পর তুর্কী জাতির অন্তরে ব্যাথা-বেদনায় রূপ নেয়া আয়া সোফিয়ার প্রতি আক্ষেপ দূর হবে।... আয়া সোফিয়া মহান আল্লাহর দাসত্ব ও তার কাছে নিঃশর্ত আনুগত্যের অন্যতম নিদর্শন।... আয়া সোফিয়া কেবল তুর্কী জাতির সম্পদ নয়; বরং গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র সম্পদ।... আয়া সোফিয়ায় আযানের সুর ধ্বণিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসসহ পৃথিবীর অন্যান্য 'ব্যথিত' মসজিদগুলো ও সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরাত্মা কিছুটা হ'লেও শান্তি পাবে।

আয়া সোফিয়ার মসজিদে রূপান্তরিত হওয়া কোন সাধারণ ঘটনা নয়। সুদীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বছর ইসলামী খেলাফতের গৌরব বহন করার পর তুরস্কের উপর তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নামে যে নির্মমতা ও আগ্রাসনের মাধ্যমে ধর্মহীনতাকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, তা বলতে গেলে তুলনারহিত। এই সেই তুরস্ক যেখানে ইসলামের সর্বশেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিতে এক সময় আরবীতে আযান নিষিদ্ধ ছিল, আরবী বর্ণমালা নিষিদ্ধ ছিল। নিষিদ্ধ ছিল কুরআন শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, দাড়ি রাখা, শিক্ষাঙ্গনে নারীদের হিজাব পরা এমনকি হিজরী ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত। সেই সাথে ইসলামে যা যা নিষিদ্ধ তার সবকিছু জোর করে পশ্চিম থেকে আমদানী করা হয়েছিল, ইসলামের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সমূলে মিটিয়ে ফেলার জন্য। পশ্চিমা অপসংস্কৃতির অবাধ প্রচলন ঘটানো হয়েছিল তুরস্কের লোকালয় ও নগরে। এমনকি আরবীতে আযানের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দায়ে তুরস্কের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আদনান মেন্দারিস তুর্কী সেনাবাহিনীর হাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন ১৯৬০ সালে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এই ভয়াল আগ্রাসী রূপ তুরস্কের সমাজব্যবস্থা থেকে ইসলামকে মিটিয়ে ফেলার যে নিপীড়নমূলক আয়োজন করেছিল, তা ছিল গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্য অবমাননাকর। ফলে একদিকে ইসলামী খেলাফত হারানো, অপরদিকে খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র থেকে ইসলামের সর্বাত্মক উচ্ছেদ কার্যক্রম বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ে এক গভীর বেদনার শেল বিদ্ধ করে রেখেছে বিগত এক শতাব্দীকাল ব্যাপী। আয়া সোফিয়ায় আযানের জান্নাতী সুর সেই শতবর্ষের বেদনার ক্ষতে এক অনাবিল প্রশান্তির প্রলেপ।

সন্দেহ নেই, আয়া সোফিয়ার মসজিদে প্রত্যাবর্তন আধুনিক তুরস্কের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এক নবযুগের পূর্বাভাস। এক ইতিবাচক পরিবর্তনের পটভূমিকা। স্বভাবতই সেক্যুলার পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের দোসররা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনায় মুখর হয়েছে। যে গ্রীসে ১০ হাযার মসজিদ গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছে, তারাও জোর গলায় এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। স্বয়ং পোপ ফ্রান্সিস এতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে বিস্ময়করভাবে অনেক ইসলামপন্থীও এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাদের সমালোচনার বিষয়বস্তু মূলতঃ ধর্মতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক; আর সেই সাথে যোগ হয়েছে পক্ষপাতদুষ্টতা। অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, সমালোচনাগুলো অনেকটাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কিছু সময় থাকে যখন দ্বিমত করার বিষয়গুলো পিছনে রাখতে হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অগ্রাধিকারের তারতম্য ঘটে। কেবল তত্ত্ব কথা দিয়ে পৃথিবী চলে না, মাথায় রাখতে হয় বাস্তব প্রেক্ষাপটও। সেই বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা না থাকলে আমাদের প্রাপ্তিগুলো সব অপ্রাপ্তিতে পরিণত হবে। মধ্যযুগে তাতারদের হাতে মুসলমানদের বাগদাদ হারানোর ইতিহাস কার না জানা আছে?

সুতরাং আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, সমালোচনার নামে আমাদের জটিলতাগুলো যেন কুটিলতায় রূপ না নেয়, অর্জনগুলো যেন শেষাবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। বরং আমরা আশাবাদী যে, আয়া সোফিয়ার আযানের ধ্বনি সুদূরপ্রসারী প্রেরণার বাতিঘর হয়ে একসময় তুরস্কের সমাজব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের পথে নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে ইসলামের সঠিক বার্তা তথা তাওহীদ ও সুন্নাতের আলোকধারা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বিকশিত করবে, আমাদের তরুণ ও যুবসমাজকে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের উপর দৃঢ়চিত্ত হয়ে দণ্ডায়মান থাকার উৎসাহ যোগাবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

বিপদাপদ

আল-কুরআনুল কারীম :

1– وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ– الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ– أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ–

(১) ‘আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব। তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ। আর তারাই হ’ল সুপথপ্রাপ্ত’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৭)*।

2– وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ– وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ–

(২) ‘তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ আসে, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ মার্জনা করে দেন। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই’ *(শূরা ৪২/৩০-৩১)*।

3– مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ–لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ–كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ–

(৩) ‘পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপদ আসে না, যা তা সৃষ্টির পূর্বে আমরা কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখিনি। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। যাতে তোমরা যা হারাও তাতে হা-হুতাশ না করো এবং যা তিনি তোমাদের দেন, তাতে উল্লসিত না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে ভালবাসেন না। জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (অতঃপর আমরা যথাযথ প্রতিফল দেব)’ *(হাদীদ ৫৭/২২-২৩ এবং আম্বিয়া ২১/৩৫)*।

হাদীছে নববী :

4– عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِىَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ.

(৪) মুছ‘আব ইবনু সা‘দ তার পিতা হতে, সা‘দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কারা? তিনি বললেন, নবীগণ! অতঃপর আনুপাতিক হারে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার দ্বীনের পরিমাণ অনুযায়ী পরীক্ষিত হবে। যার দ্বীনের মধ্যে যত দৃঢ়তা থাকবে, তার পরীক্ষা তত কঠিন হবে। আর যদি দুর্বলতা থাকে, তার পরীক্ষা তত হালকা হবে। এভাবে সৎকর্মশীল বান্দার উপর পরীক্ষা হ’তেই থাকবে। অবশেষে এমন অবস্থায় সে মাটিতে চলবে যে, তার আমলনামায় কোন পাপ থাকবে না’।[১]

(৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ‘মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন’।[২]

5- عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى. فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ. فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِى فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِى بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

(৬) আবু মুসা আশ‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘কোন বান্দার কোন সন্তান মারা গেলে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তার ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ তা‘আলা প্রশ্ন করেন, তোমরা তার হৃদয়ের টুকরাকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন,

---

১. *ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩।*
২. *বুখারী হা/৫৬৪১; মুসলিম হা/২৫৭২; মিশকাত হা/ ১৫৩৭।*

তখন আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রতি প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ 'বায়তুল হামদ' বা প্রশংসালয়'।[৩]

(৭) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোন বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তার কোন বান্দার অকল্যাণ সাধন করতে চান তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান হ'তে বিরত থাকেন। তারপর ক্বিয়ামতের দিন তিনি তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদান তত মহান হবে। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে সন্তুষ্টি থাকে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে লোক তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি বিদ্যমান'।[৪]

(৮) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، قِيلَ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ কোন মুসলিমকে শারীরিক বিপদে ফেলা হলে ফেরেশতাদেরকে বলা হয়, এ বান্দা নিয়মিত যে নেক আমল করত, তা-ই তার আমলনামায় লিখতে থাক। এরপর তাকে আল্লাহ আরোগ্য দান করলে গুনাহখাতা ধুয়ে পাকসাফ করে নেন। আর যদি তাকে উঠিয়ে নেন, তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহমত দান করেন'।[৫]

(৯) ছুহায়েব রূমী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ 'মুমিনের ব্যাপারটি বিস্ময়কর। তার সকল কর্মই কল্যাণময়। এটি মুমিন ব্যতীত অন্য কারু জন্য সম্ভব নয়। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তাহলে সে শুকরিয়া আদায় করে, যা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার কোন মন্দ স্পর্শ করে, সে ছবর করে, সেটিও তার জন্য কল্যাণকর'।[৬]

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ ، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ 'মুমিন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হল, শস্যক্ষেতের নরম চারাগাছের মত। যে কোন দিক থেকেই তার দিকে বাতাস আসলে বাতাস তাকে নুইয়ে দেয়। আবার যখন বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয় তখন তা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বালা-মুছীবত মুমিনকে নোয়াতে থাকে। আর ফাসিক হ'ল শক্ত ভূমির উপর শক্তভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো গাছের মত, যাকে আল্লাহ যখন ইচ্ছে করেন ভেঙ্গে দেন'।[৭]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ) বলেন, 'পাপের কারণেই বালা-মুছীবত, বিপদাপদ অবতীর্ণ হয় এবং তা তওবা ছাড়া দূরীভূত হয় না' *(তারীখে দিমাশক্ব ১৮৪-১৮৫ পৃ.)*।

২. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, 'এমন কোন ফক্বীহ নেই যিনি বিপদকে নে'মত এবং প্রাচুর্যকে বিপদ মনে করেননি'।[৮]

৩. ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র প্রতিটি সিদ্ধান্ত মুমিনের জন্য কল্যাণকর। বিপদে ধৈর্যধারণে রয়েছে কল্যাণ এবং সুখের সময় শুকরিয়ায় কল্যাণ। মোদ্দাকথা হ'ল আল্লাহ্র প্রতিটি নে'মতে কল্যাণ রয়েছে এবং প্রতিটি শাস্তি বা বিপদে ইনছাফ রয়েছে' *(মিনহাজুস সুন্নাহ ১/১৩৯ পৃ.)*।

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযী (রহঃ) বলেন, 'প্রতিটি অন্তরে বিষণ্নতা রয়েছে যা মহান আল্লাহ্র একান্ত সান্নিধ্য না পেলে কখনো দূরীভূত হয় না। তন্মধ্যে একটি হ'ল বিপদ যা প্রভুর ইবাদতের আনন্দময়তায় পদদলিত হয় এবং অপরটি হ'ল দরিদ্রতা। কাউকে পুরো দুনিয়া দিয়ে দিলেও দরিদ্রতা দূর হবে না, যদি না সে সততার চর্চা করে। কেননা কেবলমাত্র সততাই দরিদ্রতা দূর করতে পারে'।[৯]

সারবস্তু :

১. বিপদাপদ গুনাহের কাফ্ফারা এবং অন্যায়-অপকর্ম বিদূরিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

২. বিপদাপদের ফলে মহান আল্লাহ্র স্মরণে গভীর অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং মনের মধ্যে নিজের কৃত পাপপঙ্কিলতার জন্য অনুশোচনা ও অনুতাপের দহন জ্বালা অনুভূত হয়।

৩. বিপদকালীন সময়ে দুনিয়ার মোহ হ্রাস পায় এবং বান্দার সাথে সৃষ্টিকর্তার এক অলক্ষ্য বন্ধন সৃষ্টি হয়।

৪. আল্লাহ্র রহমত থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে হয়, যা তাকে প্রভূর ইবাদতে অধিক মনোনিবেশে সহযোগিতা করে।

৫. ঈমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্র অপরিসীম কুদরত ও ক্ষমতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস মনের মধ্যে কাজ করে।

---

৩. তিরমিযী হা/১০২১; ছহীহাহ হা/১৪০৮।
৪. তিরমিযী হা/২৩৯৬; ছহীহাহ হা/১২২০; মিশকাত হা/১৫৬৫।
৫. আহমাদ হা/১২৫০৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৪২২; মিশকাত হা/১৫৬০।
৬. মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।
৭. বুখারী হা/ ৫৬৪৪; মুসলিম হা/৭৪৬৬।
৮. হুল্লিয়াতুল আওলিয়া ১/৫৫ পৃ.।
৯. মাদারেজুস সালেকীন ১/১৬৪ পৃ.।

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক : গুরুত্ব ও ফযীলত

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

উপস্থাপনা :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজীবকে একে অন্যের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে একটি দিনকে অপর দিনের চেয়ে, একটি মাসকে অপর একটি মাসের চেয়ে ফযীলতপূর্ণ করেছেন। যেমন সপ্তাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন জুম'আর দিন। আর রাত্রিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রামাযানের শেষ দশক, যা লায়লাতুল ক্বদর দ্বারা মর্যাদাবান হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০দিন বছরের সকল দিনের চেয়ে ফযীলতপূর্ণ, যা মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিমিত্তে উৎসর্গকৃত কুরবানীর মাধ্যমে।

এই দশকের ছালাতের মর্যাদা বছরের বাকী দিনগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অনুরূপভাবে ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির-আযকার, আল্লাহ্র নিকট ইস্তিগফার, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ়করণ, মানুষের প্রয়োজন পূরণ, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ, প্রতিবেশীর সাথে উত্তমাচরণ, অভাবীকে খাওয়ানোসহ অন্যান্য ফযীলতপূর্ণ আমলগুলো এ দশককে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছায়। নিম্নে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের কিছু ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

যিলহজ্জের প্রথম দশকের ফযীলত :

ইসলাম পঞ্চস্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত'।[১] এই স্তম্ভগুলোর মধ্যে একমাত্র হজ্জই আর্থিক ও দৈহিক শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেকারণ যিলহজ্জের প্রথম দশকের ফরয ইবাদতের মর্যাদা অন্যান্য ফরয ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই দশকের নেকী অনেক বেশী। আর এর নফল ইবাদতসমূহ অন্যান্য দিনের নফল ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ'।[২]

ফযীলতের কারণ :

এই দশক ফযীলত ও আমলের দিক দিয়ে বছরের অন্যান্য দিনগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর এই দশকের দিনগুলো শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হ'ল এর মধ্যে রয়েছে হজ্জ, কুরবানী, আরাফা ও ইয়াওমুত তারবিয়া'।[৩]

হজ্জের মাস :

মহান আল্লাহ বলেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 'হজ্জের মাসগুলি নির্ধারিত' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*। আর এগুলো হ'ল শাওয়াল, যিলক্বদ, যিলহজ্জের প্রথম দশদিন। অধিকাংশ ছাহাবী বিশেষ করে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, তার ছেলে আব্দুল্লাহ, আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবায়ের, আনাস (রাঃ) সহ অধিকাংশ তাবেঈগণ এই মত দিয়েছেন'।[৪]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের শ্রেষ্ঠত্ব :

হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ– ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের নেক আমলের চেয়ে আল্লাহ্র কাছে অধিকতর প্রিয় কোন আমল নেই। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র পথে জিহাদও কি নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে নিজের জান ও মাল নিয়ে (জিহাদে) বেরিয়েছে এবং আর সে কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনি'।[৫]

অর্থাৎ এই দশকে মহিমান্বিত কয়েকটি ইবাদত রয়েছে যা অন্য কোন সময় আদায় করা সম্ভব নয়। যেমন হজ্জ, কুরবানী। এর সাথে সাথে ছালাত আদায়, ছিয়াম (যবেহকৃত পশুর কলিজা বা গোশত দিয়ে ইফতার করা পর্যন্ত) ও ছাদাক্বার মিলন ঘটে'।[৬]

১ম দশকের রাত্রির মর্যাদা :

এই দশকের রাত্রির মর্যাদায় পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এর কসম করে বলেছেন, وَالْفَجْرِ– وَلَيَالٍ عَشْرٍ 'শপথ ফজরের'। 'শপথ দশ রাত্রির' *(ফজর ৮৯/১-২)*। জমহুর মুহাদ্দিছগণের নিকট এই দশ রাত্রি হ'ল যিলহজ্জের প্রথম দশক'।[৭]

১ম দশকের দিনের মর্যাদা :

নিশ্চয়ই এই দশকের দিনগুলো অত্যাধিক মর্যাদাপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেছেন, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي

---

১. *বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৩।*
২. *ফৎহুল বারী ইবনে রজব ৯/১৫ পৃ.।*
৩. *মাজমু' ফাতওয়া ২৫/২৮৭; ইবনুল কাইয়িম, বাদায়েউল ফাও'আয়েদ ৩/১৬২; যাদুল মা'আদ ১/৫৭; ইবনু কাছীর ৫/৪১৬ পৃ.।*
৪. *লাতায়েফুল মা'আরেফ ২৬৯ পৃ.।*
৫. *আবু দাউদ হা/২৪৩৮; আহমাদ হা/১৯৬৮; ছহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা/২৮৬৫।*
৬. *ফৎহুল বারী ইবনে হাজার ২/৪৬০ পৃ.।*
৭. *ইবনু কাছীর ৮/৩৯০; ইবনু রজব, লাতাইফুল মা'আরিফ, পৃ.২৬৮।*

أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ‘যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হ’তে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে’ *(হজ্জ ২২/২৮)*। أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ দ্বারা অধিকাংশ জমহুর উলামাগণ যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনকে বুঝিয়েছেন’।

এই দশকে ইসলামের পূর্ণতা :

এই দশকে আরাফার দিন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা এই দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। কুরআনের ভাষায়- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে‘মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

এই মাসে করণীয় আমলসমূহ :

১. অধিক পরিমাণে তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ ‘আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও আমলের দিকে দিয়ে প্রিয় এই দশদিন ব্যতীত আর কোন দিন নেই। অতঃপর তোমরা অধিক পরিমাণে তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) পেশ কর’।[৮]

তাকবীর ধ্বনি মুমিনের অন্তর উজ্জীবিত করে। শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে। আর এগুলো হ’ল আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয় কালাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয় কালাম চারটি। ‘সুবহানাআল্লাহ’ ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’।[৯]

ইয়ামুত তাশরীকের দিনগুলোতে ইবনু ওমর ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বাজারে গেলে উচ্চস্বরে ঈদের তাকবীর ধ্বনি দিতেন। তাদের সাথে সাথে মানুষরাও তাকবীর ধ্বনি দিত’।[১০]

২. মাসের প্রথম ৯দিন ছিয়াম ছিয়াম :

যিলহজ্জের প্রথম ৯দিন ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। সালাফে ছালেহীনরা এই ছিয়ামকে উত্তম মনে করতেন, যদিও রাসূল (ছাঃ) নিজে এই দিনগুলিতে ছিয়াম পালন করেননি মর্মে বর্ণনা করেছেন আয়েশা (রাঃ)। ছিয়াম পালন করা প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় এক দিনও ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমন্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন’।[১১]

২. আরাফার মাঠে অবস্থান :

আরাফার মাঠ হাজীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই দিনে আল্লাহ তা‘আলা অসংখ্য মানুষকে ক্ষমা করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ ‘মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরাফার দিন জাহান্নাম থেকে যত অধিক সংখ্যক বান্দাকে নাজাত দেন, অন্য কোন দিন এত অধিক বান্দাকে নাজাত দেন না। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ এ দিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন, তারা কী চায়?’[১২]

সুতরাং এই দিনে অধিক পরিমাণে দো‘আ করতে হবে। এই দিনের সর্বোত্তম দো‘আ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ‘আরাফার দিনের দো‘আই উত্তম দো‘আ’।[১৩]

৪. আরাফার দিনে ছিয়াম :

আরাফার মাঠে অবস্থানরত হাজী ছাহেবগণ ব্যতীত বাকীরা এই দিনে ছিয়াম পালন করবে। এই দিনের ছিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ ‘আরাফাত দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী ১ বছর ও পরবর্তী ১ বছরের গুনাহ্র ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে’।[১৪]

৫. হজ্জে আকবার এবং কুরবানী :

মজার ব্যাপার হ’ল, আমরা রামাযানের দিনগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলার সন্তুষ্টির নিমিত্তে না খেয়ে কষ্টের মধ্য দিয়ে ছিয়াম পালন করে থাকি। অথচ কুরবানীর দিনে আমরা খেয়ে থাকি। তারপরও আল্লাহ্র নিকট এই দিনটি অধিক প্রিয়। এই মহান দিন সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

---

৮. আহমাদ হা/৫৪৪৬।
৯. মুসলিম হা/২১৩৭; মিশকাত হা/২২৯৪।
১০. বুখারী হা/৪/১১৩ পৃ.; মাজমূ‘ ফাতওয়া ২৪/২২৫।
১১. বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩।
১২. ইবনু মাজাহ হা/৩০১৪; নাসাঈ হা/৩০০৩; মুসলিম হা/১৩৪৮।
১৩. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; মিশকাত হা/২৫৯৮।
১৪. মুসলিম হা/১১৬২; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৩; মিশকাত হা/২০৪৪।

'নিশ্চয় দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হ'ল, নাহরের (কুরবানীর) দিন। এরপর এর পরবর্তী দিন (কুরবানীর দ্বিতীয় দিন)।[১৫]

কুরবানীর দিনটি একটি ফযীলতপূর্ণ সময়। এজন্য এর নাম হ'ল (يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) বা শ্রেষ্ঠ হজ্জের দিন। হাদীছে এসেছে, ইবন ওমর (ছাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরবানীর দিন জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন দিন? ছাহাবাগণ উত্তর দিলেন এটা ইয়াওমুন নাহার বা কুরবানির দিন। রাসূলে করীম (ছাঃ) বললেন, এটা হ'ল ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার বা শ্রেষ্ঠ হজ্জের দিন'।[১৬]

৬. হাজীদের রসদপত্র সরবরাহ করা অথবা তাদের পরিবারের দেখভাল করা :

হাজীদের রসদপত্র সরবরাহ করা অথবা তাদের সন্তানদের দেখভাল করার অত্যাধিক ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ 'যে ব্যক্তি কোন জিহাদকারী গাযীকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করল অথবা কোন হাজীর রসদপত্র সরবরাহ করল অথবা তাদের পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করল অথবা কোন ছিয়ামপালনকারীকে ইফতার করালো, সে তাদের সমপরিমাণ নেকী পাবে। এতে তাদের নেকীর পরিমাণ কম হবে না'।[১৭]

৭. অন্যায় কাজ ছেড়ে দেওয়া :

কোন ছায়েম যদি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন না করে, তাহ'লে তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপ এ মাসেও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অন্যায় বা খারাপ কাজ করাকে হারাম করেছেন। কুরআনের ভাষায় বলেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ 'নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহ্র বিধানে মাসসমূহের গণনা হ'ল বারোটি। যার মধ্যে চারটি মাস হ'ল 'হারাম' (মহাসম্মানিত)। এটিই হ'ল প্রতিষ্ঠিত বিধান। অতএব এ মাসগুলিতে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না' *(তাওবাহ ৯/৩৬)*।

মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ 'উপরেরগুলি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আদেশ সমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয়ই সেটি হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির প্রকাশ' *(হজ্জ ২২/৩২)*। অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ 'বর্ণিত (হজ্জের) বিধান সমূহ পালন ছাড়াও যে ব্যক্তি আল্লাহকৃত হারাম সমূহকে সম্মান করবে (অর্থাৎ পাপ সমূহ হ'তে বিরত থাকবে), সেটি তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য উত্তম হবে' *(হজ্জ ২২/৩২)*।

৮. হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ :

হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مسحَ الحجرِ الأسودِ، و الركنَ اليمانيِّ، يَحُطَّانِ الخطايا حطًّا 'নিশ্চয় যে রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্পর্শ করবে, তার সমস্ত গোনাহ ঝরে পড়বে'।[১৮] অপর হাদীছে হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ 'আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদকে উঠাবেন এমন অবস্থায় যে, তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে ও একটি যবান থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দিবে, যে ব্যক্তি খালেছ অন্তরে তাকে স্পর্শ করেছে'।[১৯]

৯. ত্বাওয়াফ :

উমায়র (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু উমর (রাঃ) চাপাচাপি করে হলেও হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনী বায়তুল্লাহ্র এই দুই রুকনে যেতেন। আমি একদিন তাঁকে বললাম, আপনি এ দু'টি রুকনে ভীড়ে চাপাচাপি করে হলেও গিয়ে উপস্থিত হন কিন্তু অন্য কোন ছাহাবী তো এমন চাপাচাপি করে সেখানে যেতে দেখি না। তিনি বললেন, যদি অমি এরূপ চাপাচাপি-ধাক্কাধাক্কি করি তাতে দোষ কি? আমি তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, এ দু'টি রুকন স্পর্শ করলে গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায় তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, কেউ যদি যথাযথ ভাবে বায়তুল্লাহ সাতবার ত্বাওয়াফ করে একটি ক্রীতদাস আযাদ সমপরিমাণ ছওয়াব হয়। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, ত্বাওয়াফ করতে গিয়ে এমন কোন কদম সে রাখেনা বা তা উঠায়না যদ্বারা তার একটি গুনাহ মাফ না হয় এবং একটি নেকী লেখা না হয়'।[২০]

---

১৫. আবু দাঊদ হা/১৭৬৫।
১৬. আবু দাঊদ হা/১৯৪৫।
১৭. ইবনু খুযাইমাহ হা/২০৬৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭৮।
১৮. জামেউছ ছগীর হা/২৪৩২; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭২৯।
১৯. তিরমিযী হা/৯৬১; ইবনু মাজাহ হা/২৯৪৪; দারেমী হা/১৮৮১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২৫৭৮।
২০. তিরমিযী হা/৯৫৯; হাকেম হা/১৭৯৯; মিশকাত হা/২৫৮০।

১০. যমযম কূপের পানি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ ‘ভূপৃষ্ঠে সেরা পানি হ’ল যমযমের পানি। এই পানি কোন রোগ থেকে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে পান করলে তোমাকে আল্লাহ আরোগ্য দান করবেন’।[21] অন্য বর্ণনায় এসেছে। ‘এটি বরকত মণ্ডিত’।[22]

১১. হজ্জের ফযীলত :

মাবরূর বা কবুল হজ্জের মর্যাদা অত্যাধিক। যা হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ‘আর জান্নাতই হ’ল হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান’।[23]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি, সে হজ্জ হ’তে ফিরবে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়) যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন’।[24]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ‘তোমরা ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা আদায় করো। কেননা এ দু’টি ধারাবাহিকভাবে আদায় করলে তা দারিদ্র ও গুনাহ দূরীভূত করে, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে’।[25]

১২. ওমরার ফযীলত :

ওমরা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ‘এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত সময়ের (ছগীরা গোনাহ সমূহের) কাফফারা স্বরূপ’।[26]

১৩. তালবিয়াহ পাঠের ফযীলত :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا ‘যখন কোন মুসলিম তালবিয়াহ পাঠ করে, তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়াহ পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত হ’তে ও প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়াহ পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়’।[27]

২১. *দারাকুৎনী, হাকেম, ছহীহ তারগীব হা/১১৬৪।*
২২. আহমাদ, মুসলিম; ছহীহাহ হা/১০৫৬।
২৩. *বুখারী হা/; ১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯।*
২৪. *বুখারী হা/১৫২১; মুসলিম হা/৩৫০; মিশকাত হা/২৫০৭।*
২৫. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৮৭; তিরমিযী হা/৮১০; নাসাঈ হা/২৬৩০।*
২৬. *বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৫; মিশকাত হা/২৫০৮।*
২৭. *তিরমিযী হা/৮২৮; মিশকাত হা/২৫৫০।*

১৪. জামরায় পাথর নিক্ষেপের ফযীলত :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ؛ لا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যখন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা তখন কেউ জানতে পারেনা এর ফযীলত। যা তাকে ক্বিয়ামতের দিন প্রদান করা হবে’।[28] অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, وَأَمَّا رَمْيُكَ الجِمَارَ؛ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمُوبِقَاتِ ‘তোমার জামরায় পাথর নিক্ষেপের দ্বারা প্রত্যেক কংকরের বিনিময়ে একটি করে ধ্বংসাত্মক পাপ ক্ষমা করা হবে’।[29] অন্যত্র বলা হয়েছে, إِذَا رَمَيْتَ الجِمَارَ كَانَ لَكَ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যখন তুমি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে ক্বিয়ামতের দিন তা তোমার জন্য নূর বা জ্যোতি হবে’।[30]

উপসংহার : উম্মতে মুহাম্মাদী হিসাবে আমাদের আয়ুষ্কাল খুবই কম। আল্লাহ প্রদত্ত এ সমস্ত কল্যাণমণ্ডিত আমলসমূহ আমাদের জান্নাতী পথকে সুগম করুক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দিন-আমীন।

[লেখক : এম. এ (শেষ বর্ষ), দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ইবি শাখা]

২৮. *ইবনু হিব্বান হা/১৮৮৭; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১৫৫; আলবানী হাদীছটি হাসান বলেছেন।*
২৯. *বাযযার হা/৬১৭৭; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১১২; আলবানী হাদীছটি হাসান লি গাইরিহী বলেছেন।*
৩০. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১৫৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫১৫; হাদীছটি হাসান ছহীহ।*

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ‘আত-তাহরীক টিভি’ ডিজিটাল প্লাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

হজ্জে তালবিয়া পাঠের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

- মুহাম্মাদ ফায়ছাল মাহমূদ

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে যার হাকীকত ও ফযীলত সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য সম্পাদন করেনি, সে হজ্জ হ'তে ফিরবে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়) যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল'।[১]

হজ্জের কতিপয় রোকন ও সুন্নাত সমূহ রয়েছে। তন্মধ্যে তালবিয়া পাঠ করা অন্যতম সুন্নাত। ইহরাম বাঁধার পর থেকে মসজিদুল হারামে পৌঁছা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধার কারণে নিষিদ্ধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং হালাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করতে হয়। এই তালবিয়াহ পুরুষগণ স্বরবে ও মহিলাগণ নিম্নস্বরে পাঠ করবেন। হজ্জের তালবিয়াহ হ'ল নিম্নরূপ :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ অর্থ: 'আমি হাযির হে আল্লাহ আমি হাযির। আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'।[২]

হজ্জে তালবিয়াহ পাঠের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّى إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا 'কোন মুসলিম যদি তালবিয়াহ পাঠ করে তখন তার সাথে সাথে ডানে-বামে যা কিছু রয়েছে পাথর, গাছ-পালা কিংবা মাটির ঢেলা তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকে। এমনকি এখান থেকে এদিক ও দিকে (পূর্ব ও পশ্চিমের) ভূখন্ডের শেষসীমা পর্যন্ত'।[৩]

উত্তম হজ্জের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে হজ্জের মধ্যে উচ্চস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা হয়। যেমন তা এভাবে হাদীছে এসেছে- عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল কোন প্রকার হজ্জ উত্তম? তিনি বললেন, চিৎকার করা (উচ্চস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা) ও রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী দেওয়া)।[৪]

হজ্জে তালবিয়াহ পঠের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসমূহ :

১. এক আল্লাহ্র আহ্বানে সাড়া দেওয়া :

মুসলিম জাতির কিবলা কাবাঘর বা বায়তুল্লাহ প্রথমে নির্মাণ করেন আল্লাহ্র আদেশপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ। অতঃপর আদম (আঃ)। তারপর হযরত নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের সময় কাবাঘরের প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি পূর্বের মতই ছিল। পরবর্তীকালে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে ইবরাহীম (আঃ) কাবা পুনর্নির্মাণ করেন। বায়তুল্লাহ নির্মাণ সমাপ্ত হলে আল্লাহ মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ)-কে ফরয হজ্জ ঘোষণা দেওয়ার আদেশ দেন এবং তিনি তা বাস্তবায়ন করেন। সেই থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ত্বাওয়াফ চলে আসছে। যা আল্লাহ্র সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার নামান্তর, যেখানে আল্লাহ বলেন, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ- 'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হতে'। 'যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হতে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও' *(হজ্জ ২২/২৭-২৮)*।

ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্র দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীমী আহ্বানের জাওয়াবই বর্তমান হাজীদের লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক (হাযির হে প্রভু আমি হাযির) বলার আসল ভিত্তি। আর সেদিন থেকে এযাবৎ পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তর হতে বনু আদম চলেছে কাবার পথে আলহামদুলিল্লাহ!

২. সকল প্রকার শিরক বিমুখতার ঘোষণা :

জাহান্নামী হওয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর মাধ্যম হ'ল শিরক বা আল্লাহ্র সাথে কারও সমকক্ষ স্থাপন করা। হজ্জে গমন করে বারংবার তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে আদম সন্তান যাবতীয়

---

১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৭।
২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৪১।
৩. তিরমিযী হা/৮২৮; ইবনু মাজাহ হা/২৯২১; মিশকাত হা/২৫২০।
৪. তিরমিযী হা/৮২৭; ইবনু মাজাহ হা/২৯২৪।

শিরক বিমুখতার সেই নযীর স্থাপন করে এবং বলে লাব্বায়িক লা শারীকা লাকা (হাযির হে প্রভূ! তোমার কোন শরীক নেই)।

কারণ সে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

৩. যাবতীয় প্রশংসা এক আল্লাহ্র দিকে নিবেদন করা :

একজন প্রকৃত সর্বাবস্থায় তার মহান রব আল্লাহ্র প্রশংসা করে। হজ্জের ময়দানে তালবিয়াহ পাঠ এবং বারংবার একই বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে সে আল্লাহর প্রশংসায় নিমগ্ন থাকে। এধরনের প্রশংসাকারী মুসলিমদের জন্য চিরকাল থাকার জায়গা জান্নাত। যেমন আল্লাহ বলেন, دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে, 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ' এবং পরস্পরের সম্ভাষণ হবে 'সালাম'। আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হবে 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(ইউনুস ১০/১০)*।

আর প্রশংসার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ বল, সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্রই জন্য' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১১)*।

৪. অগণিত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা :

বান্দার উপর মহান আল্লাহ্র নে'মত অগনিত। এই অজস্র নে'মতসমূহের শুকরিয়া আদায় করা বান্দার পক্ষে সম্ভব না হ'লেও তাকে আরও বেশী বেশী কল্যাণের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকাটাই সমীচীন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেয়। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

আর তাইতো ফরয হজ্জ পালনরত হাজী ছাহেবরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে বলে, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ অর্থ 'নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা ও অনুগ্রহ সবই তোমার'।

৫. পাপ হ'তে মুক্তি :

সৃষ্টিগতভাবেই আদম সন্তান দূর্বল এবং মন্দ কর্মের প্রতি আসক্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ 'নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ। কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*। মানুষ পাপ করবে এটাই বাস্তবতা। কিন্তু সেটার কারণে অনুতপ্ত বান্দাহ উত্তম হিসাবে পরিগণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী; আর ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম তারা যারা ভুল করার পরে তাওবা করে। *(আহমাদ হা/১৩০৪৯; তিরমিযী হা/২৪৯৯)*।

আর তাই বান্দার জীবনে সংঘটিত বেহিসাবী পাপ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন যরূরী। পাপ মোচনের এই সুবর্ণ সুযোগে বান্দাহ বারবার উচ্চার করে, لَبَّيْكَ (হাযির) لَبَّيْكَ (হাযির) اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (হে আল্লাহ হাযির)। অর্থাৎ পরম দয়াময় অতি দয়ালু আল্লাহ্র কাছে বান্দা নিরংকুশভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

অতএব আসুন! আমরা আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে পাপ মোচনের অন্যতম ইবাদত হজ্জ পালনের করার তওফীক দান করেন এবং হজ্জে তালবিয়াহ পাঠের তাৎপর্য অনুধাবনের মাধ্যমে অন্তর ও জ্ঞানের প্রসরতা দান করেন-আমীন!

[লেখক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

আল-'আওন
টেলিমেডিসিন সেবা

চিকিৎসা বিষয়ক যেকোন সমস্যায়
এমবিবিএস ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিন

পুরুষদের জন্য

০১৭১১ ১০২ ৫৪৬ | ০১৭২৩ ৭৭১ ০৯০
০১৭২৫ ৬৪৭ ৪১৩ | ০১৭১০ ৪৪০ ৫৯৭
০১৯২০ ৭০৩ ৮৩৫

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য

০১৭১১ ৮১০ ৮০৭ | ০১৭৬৬ ৯৮২ ৪৫৬
০১৯৫৯ ২১৪ ৪৪৫

প্রতিদিন বিকাল ৪-টা সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত

আল-'আওন
(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)
রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (পূর্ব পার্শ্ব ২য় তলা), নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী-৬২০৩। মোবাইল : ০১৭২৩ ৯৩৮ ৩৯৩, ওয়েবসাইট : http://www.alawon.com

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

-আব্দুর রহীম

(৮ম কিস্তি)

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) দৃষ্টিতে দুনিয়ার মূল্যহীনতা :

যে সকল ছাহাবী এই মূল্যহীন দুনিয়া ও তার সম্পদকে মূল্য দেননি তাদের মধ্যে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) অন্যতম। রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করে নিজের জীবন চালাতেন। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তিনি কখনো দুনিয়াবী চাকচিক্য ও ভোগবিলাসের পথকে বেছে নেননি। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, مَا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسْلاَمًا وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ فَضَلَنَا, كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا, يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. 'তিনি ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের থেকে অগ্রগামী ছিলেন না। কিন্তু তুমি কি জান কেন তিনি আমাদের থেকে মর্যাদাবান ছিলেন? তিনি আমাদের মাঝে সর্বাধিক দুনিয়া বিমুখ ছিলেন'।[১] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, وَاللهِ مَا كَانَ بِأَوَّلِهِمْ إِسْلاَمًا, وَلاَ أَفْضَلِهِمْ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ, وَلَكِنَّهُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا 'আল্লাহ্র কসম! তিনি ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন না, আল্লাহ্র পথে দানের ক্ষেত্রেও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন না। কিন্তু তিনি দুনিয়া বিমুখতার ক্ষেত্রে লোকদের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন'।[২] তাঁর দুনিয়া বিমুখতার শাশ্বত কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল :

খালাফ বিন হাওশাব হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَظَرْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ الدُّنْيَا أَضُرُّ بِالْآخِرَةِ، وَإِذَا أَرَدْتُ الْآخِرَةَ أَضُرُّ بِالدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَأَضِرُّوا بِالْفَانِيَةِ- 'ওমর (রাঃ) বলতেন, আমি দুনিয়ার বিষয়ে ভেবে দেখলাম যে, যখনই দুনিয়ার কোন কিছু চেয়েছি তখনই পরকাল বিনষ্ট করেছি। আর যখনই পরকাল চেয়েছি তখনই দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। যখন বিষয়টি এমনই তখন নশ্বর পৃথিবীতে ক্ষতিগ্রস্থ হও'।[৩]

নিম্নে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হ'ল;

মূল্যহীন দুনিয়ার অমূল্য ধনসম্পদের প্রতি সবার লোভ রয়েছে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর যেমন দুনিয়ার ধনসম্পদের প্রতি কোন লোভ ছিলনা; তেমনি তার হাতে গড়া খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এরও কোন লোভ ছিলনা। বরং তিনি সম্পদকে সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্টের কারণ হিসাবে গণ্য করতেন। কারণ সম্পদ পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। যেমন ওমর (রাঃ)-এর জীবনীতে এসেছে, عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِمَالٍ فَوَضَعَ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ يَتَصَفَّحُهُ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، ثُمَّ هَمَلَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا يُبْكِيكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لِمِنْ مَوَاطِنِ الشُّكْرِ قَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ مَا أَعْطَيَهُ قَوْمٌ يَوْمًا إِلَّا أُلْقِيَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ- মিসওয়ার বিন মাখরামা বলেন, ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর আমলে কিছু সম্পদ আসলে মসজিদে রাখা হ'ল। তিনি সম্পদের প্রতি অনাগ্রহের দৃষ্টিপাত করতে করতে বের হলেন। এরপর তার চোখ অশ্রু ঝরালো। তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় এগুলো তাদের জন্য যাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্যতা রয়েছে। ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! যখন কোন জাতিকে এগুলো দান করা হয়েছে তখনই তাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে'।[৪] অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে,

أُتِيَ بِكُنُوزِ كِسْرَى، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ: أَتَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تُقَسِّمَهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ:لَا وَاللَّهِ، لَا أُوِيهِ إِلَى سَقْفٍ حَتَّى أُمْضِيَهَا، فَوَضَعَهَا فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ، فَبَاتُوا عَلَيْهَا يَحْرُسُونَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، كَشَفَ عَنْهَا فَرَأَى مِنَ الْحَمْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ مَا يَكَادُ يَتَلَأْلَأُ، فَبَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَمَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ، وَيَوْمُ سُرُورٍ، وَيَوْمُ فَرَحٍ، فَقَالَ عُمَرُ:وَيْحَكَ، إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطَهُ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَتْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ-

---

১. *মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২৬৭৫; আখবারে আছবাহান হা/২০৩।*
২. *মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২৬৭৩; আখবারে আছবাহান হা/২০৩।*
৩. *ইমাম আহমাদ, আয-যুহুদ ১/১২৫-১২৬; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৪৯, সনদ ছহীহ তবে ইনকেতা' রয়েছে, মাহযুছ ছাওয়াব..তাহক্বীক আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ; আব্দুস সালাম বিন মুহসিন, দিরাসাতুন নাক্বদিয়াতু ফী মারবিয়াতিল ওয়ারেদাতে ফী শাখছিয়াতে উমর ১/৩৪৩।*
৪. *আবুদাউদ, আয-যুহুদ হা/৬৫; ইমাম আহমাদ, আয-যুহুদ ১/১১৫; ইবনু আবী আছেম হা/২৭৬; ইবনুল মুবারক হা/৭৬৮।*

'কিসরা থেকে ধনভান্ডার আনা হ'লে আব্দুল্লাহ বিন আরক্বাম বলল, এগুলো কি বায়তুল মালে রেখে দিয়ে বন্টন করে দিবেন? ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম না। আমি এগুলোর সুরাহা না করে ছাদের নীচে উঠাব না। এগুলো তিনি মসজিদের বারান্দায় রাখলেন। লোকেরা রাতে পাহারা দিয়ে হেফাযত করল। যখন সকাল করলেন ধনভান্ডারগুলো অবমুক্ত করা হ'ল। তিনি এমন স্বর্ণ ও রৌপ্য দেখলেন যা চক্ষু ধাঁধিয়ে গেল। তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় আজকের দিন আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আনন্দ ও উপভোগের দিন। ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক, যখন কোন জাতিকে এগুলো দান করা হয় তখনই তাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে'।[৫]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ– আসলাম (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর (রাঃ) বলেছেন, 'পরবর্তী যুগের মুসলমানদের বিষয়ে যদি আমরা চিন্তা না করতাম, তবে যেসব এলাকা জয় করা হ'ত, তা আমি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম, যেমন নবী করীম (ছাঃ) খায়বারের সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছিলেন'।[৬] তথা সম্পদের প্রতি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সামান্য লোভ ছিলনা। সেজন্য তিনি নিজের জন্য যেমন সম্পদ জমা রাখাকে পসন্দ করতেন না। তেমনি রাষ্ট্রের জন্য পসন্দ করতেন না। তবে জনগণের কল্যাণের জন্য বায়তুল মালে কিছু সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন।

জীবনধারণ করতে গেলে খেতে হবে। তবে কতটুকু খেতে হবে? রাসূল (ছাঃ) বলতেন, আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্য যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার কোমর সোজা রাখতে পারে (আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে)। এরপরেও যদি খেতে হয়, তবে পেটের তিনভাগের এক ভাগ খাদ্য ও একভাগ পানি দিয়ে ভরবে এবং একভাগ খালি রাখবে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য'।[৭] তিনি সর্বাবস্থায় উন্নত ও দামী খাবার পরিহার করতেন। বিশেষ করে যখন দেশে বা কোন এলাকায় দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তিনি নিজের জন্য উন্নতমানের খাবার গ্রহণকে হারাম করে নিয়েছেন। তিনি কেবল তেল ও রুটি খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। অথচ প্রজাদের মাঝে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন।

যেমন বিভিন্ন আছারে এসেছে, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، قَالَ:لَقِيَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمَعِي لَحْمٌ اشْتَرَيْتُهُ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرَيْتُهُ لِلصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا يَشْتَهِي أَحَدُكُمْ شَيْئًا إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ لَا يَطْوِي أَحَدُكُمْ بَطْنَهُ لِجَارِهِ وَابْنِ عَمِّهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ يُذْهَبُ بِكُمْ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} [الأحقاف: 20] জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। যখন আমার সাথে এক দিরহামের বিনিময়ে কেনা কিছু গোশত ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? আমি বললাম, হে আমীরুল মুমেনীন! নারী ও শিশুদের জন্য ক্রয় করেছি। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের কেউ যখন কোন কিছুর কামনা একবার করে তখন সে তাতে দুই বা তিনবার পতিত হয়। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি তার প্রতিবেশী ও চাচাত ভাইদের জন্য নিজ পেটকে ভাঁজ করবে না? তিনি আরো বললেন, নিম্নের আয়াত তোমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সব সুখ-শান্তি নিঃশেষ করেছ এবং তা পূর্ণভাবে ভোগ করেছ'।[৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, وعن الأحنف بن قيس، قال:خرجنا مع أبي موسى الأشعري وفوداً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان لعمر ثلاث خبزات يأدمهن يوماً بلبن وسمن، ويوماً بلحم، ويوماً بزيت، فجعل القوم يعذرون، فقال عمر:والله إني لأرى تعذيركم وإني لأعلمكم بالعيش، ولو شئت لجعلت كَرَاكِرَ، وأَسْنِمة وصَلاء، وصناب، وصَلائق، ولكني أستبقي حسناتي، إن الله عزوجل ذكر قوماً فقال: أَذْهَبْتُم طَيِّبَاتِكُم فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا واسْتَمْتَعْتُم بِهَا– আহনাফ বিন ক্বায়েস হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর সাথে প্রতিনিধি হিসাবে ওমর (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আর ওমর (রাঃ)-এর জন্য তিনটি রুটি ধার্য ছিল। একদিন তিনি দুধ ও ঘি দিয়ে খেতেন, একদিন গোশত দিয়ে খেতেন এবং একদিন তেল দিয়ে খেতেন। ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের আপত্তিকে খেয়াল করছি। আর আমি অবশ্যই জানি স্বাচ্ছন্দ্যে কীভাবে জীবন-যাপন করা যায়। আমি চাইলেই নেহারী, ঘি, গোশতের রোষ্ট, সরিষা মিশ্রিত তেল ও গোশতের টুকরো

৫. ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ হা/৭৬৮; জামে' মা'মার বিন রাশেদ হা/৬৮৪।

৬. বুখারী হা/২৩৩৪; আবুদাউদ হা/৩০২০।

৭. তিরমিযী হা/২৩৮০; মিশকাত হা/৫১৯২; ছহীহাহ হা/২২৬৫।

৮. আহক্বাফ ২০; মুয়াত্তা মালেক হা/১৭১০, ১৬৭৪।

দিয়ে রুটি খেতে পারি। কিন্তু আমি আমার ছওয়াব অবশিষ্ট রাখার প্রত্যাশা করি। কারণ আল্লাহ তা'আলা একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা তো পার্থিব জীবনে সব সুখ-শান্তি নিঃশেষ করেছ এবং তা পূর্ণভাবে ভোগ করেছ'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) বলেন, وَاللهِ إِنِّي لَوْ شِئْتُ لَكُنْتُ مِنْ أَلْيَنِكُمْ لِبَاسًا، وَأَطْيَبِكُمْ طَعَامًا، وَأَرَقِّكُمْ عَيْشًا، إِنِّي وَاللهِ مَا أَجْهَلُ عَنْ كَرَاكِرَ وَأَسْنِمَةٍ، وَعَنْ صَلَاءٍ وَصِنَابٍ وَصَلَائِقٍ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَيَّرَ قَوْمًا بِأَمْرٍ فَعَلُوهُ 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি চাইলে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত খাবার খেতে পারি এবং উন্নত জীবন যাপন করতে পারি। আমি নেহারী, ঘি, গোশতের রোষ্ট, সরিষা মিশ্রিত তেল ও গোশতের টুকরো দিয়ে রুটি খাওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ নই। কিন্তু আল্লাহকে কুরআনে বলতে শুনেছি যে, তিনি এধরনের কর্মকারী একটি কওমের সমালোচনা করেছেন'।[১০]

অন্যত্র এসেছে, عن محمّد العُمري قال: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أصابه الغُرَثُ، فقال:عندكم شيء؟فقالت امرأته: تحت السّرير، فتناول قناعاً فيه تمر، فأكل ثم شرب الماء، ثم مسح بطنه، ثم قال:ويح لمن أدخله بطنه النار. মুহাম্মাদ আল-উমরী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'ওমর (রাঃ)-একদা বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? তার স্ত্রী বললেন, খাটের নীচে আছে। তিনি সেখান থেকে একটি খেজুরের কাদি টেনে কিছু খেজুর খেলেন। এরপর পানি পান করে পেট স্পর্শ করে বললেন, তার জন্য ধ্বংস যে তার পেটে আগুন প্রবেশ করালো'।[১১]

অন্যত্র এসেছে, عن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ لِعُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: لَوْ لَبِسْتَ ثَوْبًا هُوَ أَلْيَنُ مِنْ ثَوْبِكَ، وَأَكَلْتَ طَعَامًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْ طَعَامِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ اللهُ مِنَ الرِّزْقِ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْخَيْرِ ؟ قَالَ: إِنِّي سَأُخَاصِمُكِ إِلَى نَفْسِكِ، أَمَا تَذْكُرِينَ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى أَبْكَاهَا فَقَالَ لَهَا: إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَكِ: إِنِّي وَاللهِ لَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأُشَارِكَنَّهُمَا بِمِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ لَعَلِّي أُدْرِكُ عَيْشَهُمَا الرَّضِيَّ - মুছ'আব বিন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হাফছা বিনতে ওমর (রাঃ)-কে বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি যদি আপনার জামার চেয়ে মসৃণ জামা পরিধান করতেন এবং কিছুটা উন্নত মানের খাবার গ্রহণ করতেন। আল্লাহ তো রিযিক প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং অসংখ্য কল্যাণ দান করেছেন। তখন তিনি বললেন, আমি শীঘ্রই তোমার সাথে ঝগড়া করব। তোমার কি মনে নেই যে, রাসূল (ছাঃ) কীভাবে জীবন অতিবাহিত করতেন। এভাবে রাসূল (ছাঃ) সাদাসিধে জীবনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এতে হাফছার কান্না চলে আসে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আমার অবস্থানের কারণে বলছো। আল্লাহ্‌র কসম, আমি সক্ষম হলে অবশ্যই তাদের মত কঠিন জীবন যাপনে অংশ নিতাম, যাতে আমি তাদের সাদাসিধে জীবন যাপনের মর্ম অনুধাবন করতে পারি'।[১২]

অন্যত্র এসেছে, عن الحسن: أنَّ ناسًا كلَّموا حفصةَ، فقال لها: لو كلَّمت أباكِ في أن يليِّن من عيشه، فجاءته، فقالت: يا أَبَتاه، ويا أَبَتاه، ويا أميرَ المؤمنين، إنَّ ناسًا من قومكَ كلَّموني في أن أكلِّمكَ في أن تليِّن من عيشك. فقال: يا بنيَّة، غَشَشتِ أباكِ، ونَصَحتِ لقومكِ - হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, লোকেরা হাফছা (রাঃ)-কে অনুরোধ করে বলল, যদি আপনি আপনার আব্বাকে একটু স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে বলতেন। তিনি পিতার নিকট এসে বললেন, হে আমার আব্বা! হে আমীরুল মুমেনীন! আপনার সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ কথা বলতে বলেছে যাতে আমি আপনাকে উন্নত জীবন-যাপনের কথা বলি। তখন তিনি তাকে বললেন, হে কন্যা! তোমার আব্বাকে ঠকাচ্ছো ও গোত্রের লোকদের কল্যাণ কামনা করছ'।[১৩] রাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ার কারণে ওমর (রাঃ) নিজের জন্য ঘি ও দুধকে হারাম করে নিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা ছিল জনগণ না খেয়ে মরবে আর আমি প্রাসাদে বসে থেকে ভাল ভাল খাবার খাব এটা হতে পারেনা। সেজন্য তিনি খুব সাধারণ খাবার খেতেন। ফলে তার পেটে আলসারের সমস্যা হয়ে যায়।

---

৯. *আহক্বাফ ২০; ইবনু সা'দ ৩/২৭৯; ইবনু মুবরাক, আয-যুহুদ হা/৫৭৯; তারীখে দেমাশ্ক ১৩/১০৬; ইবনুল জাওযী, মানাকিবে ওমর ১/১৩৭; হিলইয়াতুল আওলিয়া১/৪৯; মাহযুছ ছাওয়াব ২/৫৬৪, সনদ ছহীহ।*

১০. *আবু নাঈম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৪৯; ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ হা/৫৭৯; ইবনু সা'দ ৩/২৭৯ ; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৬৪।*

১১. *ইবনুল জাওযী, মানাকিবে ওমর ১/১৪২; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৭২, সনদ মুরসাল।*

১২. *বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/১০৬০৫; আহমাদ, আয-যুহুদ ১/১২৫; তারীখে দেমাশক ৪৪/২৯০; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৪৮; কান্ধালভী, হায়াতুছ ছাহাবা ৩/২২০; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৭৩, সনদ ছহীহ।*

১৩. *ইবনুল কাছীর, মুসনাদুল ফারূক হা/৯২৫; ইবনু সা'দ ৩/২৭৮; ইবনুল জাওযী, মানাকিবে ওমর ১/১৪২; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৭৪, সনদ মুরসাল, তবে হাসান বছরীর মুরসাল সনদ গ্রহণযোগ্য।*

সূচীপত্র

যেমন আছারে এসেছে, عن أنس قال:صليت إلى جنب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الرّمادة؛ وكان عام قحط، فتقرقر بطنه، فقال لبطنه: اسكن فوالله ما لك عندنا غير هذا، حتى يحيى الناس، وكان يأكل الزيت- আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, দুর্ভিক্ষের বছর আমি ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর পাশে ছালাত আদায় করলাম। সেই বছরটি ছিল ভীষণ দুর্বিপাক ও কষ্টের। এসময় (গ্যাষ্ট্রিকের কারণে) তার পেট শব্দ করে উঠল। তখন তিনি তার পেটকে বললেন, শান্ত হও, আল্লাহ্‌র কসম, তোমার কি হয়েছে যে, মানুষকে জাগ্রত করে তুলতে হবে? এছাড়া তো আমাদের নিকট কিছুই ছিলনা। তিনি তেল দিয়ে রুটি খেতেন'।[১৪] এই দুর্ভিক্ষের বছরে ওমর (রাঃ) জনগণের বাড়িতে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিয়েছিলেন। অথচ নিজের খাবারের ব্যাপারে মোটেই গুরুত্ব দেননি। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَامَ الرَّمَادَةِ وَكَانَتْ سَنَةً شَدِيدَةً مُلِمَّةً، بَعْدَمَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فِي إِمْدَادِ الْأَعْرَابِ بِالْإِبِلِ وَالْقَمْحِ وَالزَّيْتِ مِنَ الْأَرْيَافِ كُلِّهَا، حَتَّى بَلَحَتِ الْأَرْيَافُ كُلُّهَا مِمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ فَقَامَ عُمَرُ يَدْعُو فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ حِينَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُفْرِجْهَا مَا تَرَكْتُ بِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سَعَةٌ إِلَّا أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ، فَلَمْ يَكُنِ اثْنَانِ يَهْلِكَانِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَا يُقِيمُ وَاحِدًا- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) দুর্ভিক্ষের বছর বলেন, আর সেই বছরটি ছিল ভীষণ দুর্বিপাক ও কষ্টের। ওমর (রাঃ) পল্লী অঞ্চলের বেদুঈনদের উট, খাদ্যশস্য ও তেল প্রভৃতি সাহায্য সামগ্রী পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। এমনকি তিনি গ্রামাঞ্চলের এক খণ্ড জমিও অনাবাদী পড়ে থাকতে দেননি এবং তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হ'ল। ওমর (রাঃ) দো'আ করতে দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আপনি তাদের রিযিক পর্বত চূড়ায় পৌঁছে দিন। আল্লাহ তাঁর এবং মুসলমানদের দো'আ কবুল করলেন। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হ'লে তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আল্লাহ এই বিপর্যয় দূর না করতেন, তবে আমি কোন সচ্ছল মুসলমান পরিবারকেই তাদের সাথে সম-সংখ্যক অভাবী লোককে যোগ না করে ছাড়তাম না। যতটুকু খাদ্যে একজন জীবন ধারণ করতে পারে, তার সাহায্যে দু'জন লোক ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে'।[১৫]

অন্যত্র এসেছে, عن حذيفة رضي الله عنه قال:أقبلت فإذا الناس بين أيديهم القصاع، فدعاني عمر رضي الله عنه فأتيته فدعا بخبز غليظ، وزيت، فقلت له: "أمنعتني أن آكل الخبز واللحم، ودعوتني على هذا قال:إنما دعوتك على طعامي، فأما هذا فطعام المسلمين- হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি ওমর (রাঃ)-এর নিকট আসলাম। দেখলাম লোকেরা থালা সামনে নিয়ে উপবিষ্ট। ওমর (রাঃ) আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি নিকটে আসলে তিনি মোটা রুটি ও তেল নিয়ে ডাকলেন। তখন আমি বললাম, আপনি না আমাকে রুটি ও গোশত খেতে ডেকেছিলেন? অথচ আপনি আমাকে এটা খেতে বলছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে আমার খাবার খেতে দাওয়াত করেছি। আর এটিই হ'ল মুসলমানদের খাবার'।[১৬] অন্য আছারে এসেছে, عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِى رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِى رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِىَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ. قَالَ: إِلاَّ إِصْبَعَيْهِ هَكَذَا. وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا- আবু ওছমান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আযারবাইজানে ছিলাম। এ সময় ওমর (রাঃ) আমাদের (দলনেতার) কাছে চিঠি লিখলেন, হে উতবাহ ইবনু ফারকাদ! এ ধন-সম্পদ তোমার কষ্টার্জিত নয়, তোমার বাবা-মায়েরও কষ্টার্জিত নয়। তাই তুমি যেরূপে নিজ বাড়িতে পেটপুরে ভক্ষণ করো, তেমনিভাবে মুসলিমদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকেও পেটপুরে ভক্ষণ করাও। আর সাবধান, মুশরিকদের বিলাসী বেশভূষা এবং রেশমী কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রেশমী কাপড় পরতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, তবে এ পরিমাণ বৈধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় একসাথে করে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন'।[১৭]

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُتْبَةُ أَذْرَبِيجَانَ بِالْخَبِيصِ فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ حُلْوًا، فَقَالَ : لَوْ صَنَعْتُمْ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ

১৪. *ইবনু সা'দ ৩/৩১৩; তারীখে দেমাশক্ব ১০/৪৪, ৪৪/৩৪৭; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম৩/২৭৩; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৪৮; দেরাসাতুন নাক্বদিয়াহ ২/৬১৪ ; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৬৭, সনদ ছহীহ।*

১৫. *বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৬২, সনদ ছহীহ।*

১৬. *ইমাম আহমাদ, আয-যুহদ ১/১২১; ইবনুল জাওযী, মানাকিবে ওমর ১/১৪৪; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৭৬, সনদ ছহীহ।*

১৭. *মুসলিম হা/২০৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/২২০৩।*

هَذَا، قَالَ : فَجَعَلَ لَهُ سَفَطَيْنِ عَظِيمَيْنِ، ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَى بَعِيرٍ مَعَ رَجُلَيْنِ فَبَعَثَ بِهِمَا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَا عَلَى عُمَرَ، قَالَ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ: هَذَا خَبِيصٌ, فَذَاقَهُ فَإِذَا هُوَ حُلْوٌ، فَقَالَ : أَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يُشْبِعُ مَنْ هَذَا فِي رَحْله ؟ قَالُوا : لاَ قَالَ : فَرُدَّهُمَا ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلاَ مِنْ كَدِّ أَبِيك، وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّكَ أَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِك–

আবু ওছমান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবাহ ইবনু ফারকাদ আযারবাইজানে থাকাকালীন তার নিকট খাবীছ নামক (খেঁজুর ও ঘি দ্বারা মিশ্রিত হালুয়া) খাবার নিয়ে আসা হ'ল। তিনি খেয়ে খুব সুস্বাদু ও মিষ্টি হিসাবে পেলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম তুমি যদি এমন খাবার আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ) জন্য বানাতে! তখন তাঁর জন্য বড় দু'টি পাত্রে খাবীছ বানানো হ'ল এবং দু'জন লোকের দায়িত্বে দু'টি উটের উপর উঠিয়ে ওমর (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ওমর (রাঃ) এর নিকট আসলে পাত্র দু'টি তিনি খুলে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? তারা বলল, খাবীছ। তিনি চেখে দেখে মিষ্টি অনুভব করলেন। তখন দূতকে বললেন, সফরের সকল মুসলমানেরা কি এগুলো খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তাহ'লে ফিরিয়ে দাও। আর পত্রে তিনি লিখলেন, অতঃপর এ ধন-সম্পদ তোমার কষ্টার্জিত নয়, তোমার বাবা-মায়েরও কষ্টার্জিত নয়। তাই তুমি যেরূপে নিজ বাড়িতে পেটপুরে ভক্ষণ কর, তেমনিভাবে মুসলিমদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকেও পেটপুরে ভক্ষণ করাও'।[১৮]

১৮. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৫৮৮; হান্নাদ, আয-যুহুদ হা/৬৯৭; ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবে ওমর (রা) ১/১৪৭; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৮০, সনদ ছহীহ।*

عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ : وَاللهِ مَا نَخَلْت لِعُمَرَ الدَّقِيقَ قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا لَهُ عَاصٍ.

ইয়াসার বিন নুমায়ের বলেন, আমি কখনো ওমর (রাঃ)-এর অবাধ্য না হয়ে তাঁর জন্য চিকন আটার রুটি বানাতে পারেনি'।[১৯]

وعن أنس قال:تقرقر بطن عمر عام الرّمادة، فكان يأكل الزيت، وكان قد حرّم على نفسه السمن، قال:فنقر بطنه بإصبعه، وقال: تقرقر إنه ليس عندنا غيره حتى يحيى الناس–

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুর্ভিক্ষের বছর ওমর (রাঃ)-এর পেটে (গ্যাস্ট্রিকের কারণে) গড়গড় করে ডাকল। কারণ তিনি তেল খেতেন। আর তিনি নিজের জন্য ঘিকে হারাম করে নিয়েছিলেন। তিনি আঙ্গুল দিয়ে পেট চেপে বললেন, তুমি গড়গড় করতে থাক, আর মানুষকে জানাতে থাক, ইহা ব্যতীত আমাদের নিকট অন্য খাবার নেই'।[২০]

পোষাক-পরিচ্ছদ মানব জীবনের অবিচ্ছদ্য অংশ। মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী উন্নতমানের পোষাক পরিধান করবে। এটিই সুন্নাত। কিন্তু প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন বা প্রজারা পোষাক পরতে পাবেনা আর আপনি নিত্য নতুন ও প্রতিদিনের অনুষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র ও নিত্য নতুন পোষাক পরতে পারেন না। এটিই কোন মুসলিম প্রতিবেশী, আত্মীয় বা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রধানের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। ইসলামী বিশ্বের খলীফা ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে অনুকরণ করে নিজে তালি ও জোড়া লাগানো কাপড় পরিধান করতেন। কারণ তিনি একজন রাষ্ট্রপ্রধান। জনগণ মনে করতে পারে যে, ওমর রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ নিয়ে নিত্য নতুন ও উন্নত মানের পোষাক পরিধান করছেন। একদিন একজোড়া পোষাক পরিধান করায় তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ তখনও তিনি জনগণকে একটি করে জামা দিতে পেরেছিলেন। একজোড়া দিতে পারেননি।

যেমন বিভিন্ন আছারে এসেছে, عَنْ أَنَس بْن مَالِك: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ أُرَاهُ أَرْبَعَ رِقَاعٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ– আনাস বিন

১৯. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৫৯৪; ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ হা/৫৮৩; আবুদাউদ, আয-যুহুদ হা/৭৯।*
২০. *ইবনু সা'দ ৩/৩১৩; তারীখে দেমাশক ৪৪/৩৪৭; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম৩/২৭৩; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৪৮; দেরাসাতুন নাক্বদিয়াহ ২/৬১৪ ; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৬৭, সনদ ছহীহ।*

মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে দেখেছি যখন তিনি মুসলিম বিশ্বের আমীর ছিলেন, যে তাঁর দুই কাঁধের মাঝে তালি লাগিয়ে রেখেছেন। আমি দেখেছি চারটি মতান্তরে তিনটি স্থানে তালি লাগানো যা একটির উপর আরেকটি রিপু করা আছে'।[২১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আনাস বিন মালেক বলেন, رَأَيْتُ عَلَى عُمَرَ إِزَارًا فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ رُقْعَةً بَعْضُهَا مِنْ أَدَمٍ. 'আমি ওমর (রাঃ)-কে একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি যাতে ১৪টি তালি লাগানো ছিল, যার মধ্যে কিছু চামড়ার তালি ছিল'।[২২]

অন্যত্র এসেছে, وعن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص فيه أربع رقاع، فقرأ: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا}ثم قال: ما الأبّ؟، ثم قال: إن هذا لهو التكلف، وما عليك أن لا تدري ما الأبّ– আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি একটি জামা পরে ছিলেন যাতে চারটি তালি ছিল। এরপর তিনি পড়লেন, এবং ফল-মূল ও ঘাস-পাতা *(আবাসা ৮০/৩১)*। এরপর তিনি বললেন, ঘাস-পাতা কী? এরপর বললেন, এটা কৃত্রিমতা ছাড়া কিছুই নয়। এটা গ্রহণীয় নয় যে, তুমি ঘাস-পাতা সম্পর্কে জানবেনা'।[২৩]

অন্যত্র এসেছে, وعن أبي عثمان النهدي، قال:رأيت عمر قد رقع إزاره بقطعة من أدم– আবু ওছমান আন-নাহদী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-এর লুঙ্গি দেখেছি যাতে চামড়া দিয়ে জোড়া লাগানো ছিল'।[২৪] তিনি আরো বলেন, رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت، وعليه إزار، عليه اثنتا عشرة رقعة، إحداهن بأدم أحمر– 'আমি ওমর (রাঃ)-কে ইযার পরিহিত অবস্থায় বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করতে দেখেছি যাতে বারোটি তালি লাগানো ছিল। যার একটি ছিল লাল চামড়া দিয়ে'।[২৫]

অন্যত্র এসেছে, عن ابن عمر يقول: والله ما شمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولا خارج بيته ثلاثة أثواب، ولا شمل أبو بكر في بيته ثلاثة أثواب، غير أني كنت أرى كساهم إذا أحرموا كان لكل واحد منهم ميزر مشتمل، لعلها كلها بثمن درع أحدكم، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه، ورأيت أبا بكر تخلل بالعباء، ورأيت عمر يرقع جبته برقاع من أدم، وهو أمير المؤمنين– ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম রাসূল (ছাঃ) বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে কখনো তিনটি কাপড় পরিধান করেননি। আবুবকর (রাঃ)ও বাড়িতে তিনটি কাপড় পরিধান করেননি। তবে আমি তাদের কাপড় দেখেছি যখন তারা ইহরাম বেঁধেছিলেন। তখন প্রত্যেকের স্বতন্ত্র লুঙ্গি ছিল, যেগুলো তোমাদের বর্মের এক অষ্টমাংশ হ'তে পারে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তার জামা তালি দিতে দেখেছি। আর আবুবকর (রাঃ)-কে দেখেছি আবা দিয়ে নিজেকে আবৃত করতে এবং ওমর (রাঃ)-কে তার জুব্বায় চামড়া দিয়ে তালি দিতে। অথচ এসময় তিনি মুসলিম বিশ্বের আমীর ছিলেন'।[২৬]

অন্যত্র এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَأْسُ عُمَرَ فِي حِجْرِي، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ضَعْ رَأْسِي بِالْأَرْضِ قَالَ: فَجَمَعْتُ رِدَائِي فَوَضَعْتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: ضَعْ رَأْسِي بِالْأَرْضِ لَا أُمَّ لَكَ، ثُمَّ قَالَ: وَيْلُ عُمَرَ وَوَيْلُ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ. ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর অন্তিমকালে তার মাথা আমার কোলে ছিল। তিনি বললেন, আমার মাথাটা মাটিতে রাখো। আমার চাদরটি ভাঁজ করে মাটিতে রেখে সেটির উপর তাঁর মাথা রাখলাম। তিনি বললেন, তোমার মায়ের অকল্যাণ হৌক, আমার মাথা মাটিতে রাখো। এরপর তিনি বললেন, ওমরের জন্য ধ্বংস, ওমরের মায়ের জন্য ধ্বংস যদি না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন'।[২৭]

যে সম্পদ ছালাতের জামা'আত পরিত্যাগ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় সে সম্পদকে ওমর (রাঃ) নিজের কাছে রাখেননি। তিনি একদিনের ঘটনার কারণেই ছামগে রক্ষিত সকল সম্পদ দান করে দেন।

যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ بِثَمْغٍ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَقَدَّمَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فَصَلَّى بِهِمْ، وَأَقْبَلَ عُمَرُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ رَاجِعِينَ

২১. *মুয়াত্তা মালেক হা/১৬৭৩, ৩৪০০; ছহীহুত তারগীব হা/২০৮২, ৩২৯৯; আবুদাঊদ, আয যুহুদ; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৩/৩২৭; ইবনুল জাওযী, মানাকিবে ওমর ১/১৩৮।*

২২. *আবুদাউদ, আয-যুহুদ হা/৫৫; বায়হাকী, আল-মাদখাল হা/৪৪৬, ৫৫২; তারীখে দিমাশক্ব ১৩/১০৯; ইবনুল জাওযী ১/১৩৮; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৬৬।*

২৩. *ইবনু সা'দ ৩/৩২৭; ইবনুল জাওযী, মানাকিবে ওমর ১/১৩৮; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৬৫, সনদ ছহীহ।*

২৪. *ইবনু সা'দ ৩/৩২৮; ইবনুল জাওযী, মানাকিবে ওমর ১/১৩৮; মহযুছ ছাওয়াব, সনদ হাসান।*

২৫. *ইবনু সা'দ ৩/৩২৮; ইবনুল জাওযী, মানাকিবে ওমর ১/১৩৮; মহযুছ ছাওয়াব, সনদ ছহীহ।*

২৬. *তারীখে দিমাশক্ব ৪/২০৪; ইবনুল জাওযী, মানাকিবে ওমর ১/১০২, ১৩৩; আমরায়ুন নাফস ১/৫৬; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৬৭।*

২৭. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮২২৯; ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ হা/৪৩৫; আবুদাউদ, আয-যুহুদ হা/৪৬; আবুবকর খাল্লাল, আস-সুন্নাহ ৩৬৩।*

فَسَأَلَهُمْ. . . . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: شَغَلَتْنِي ثَمْغُ شَغَلَتْنِي، لَا تَكُونُ لِي فِي مَالٍ أَبَدًا، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ
সায়েব ইবনু ইয়াযিদ বলেন, একদা ওমর (রাঃ) তার ছামগে রক্ষিত সম্পদ দেখার জন্য বের হলেন। এদিকে আছরের সময় হয়ে গেল। মুসলমানেরা একজন লোককে ইমাম বানিয়ে ছালাত আদায় করে নিল। এরপর ওমর (রাঃ) ছালাত আদায় করার জন্য বের হলেন। লোকেরা প্রত্যবর্তনকালে তাঁর সাথে দেখা হ'লে দুই-তিনবার জিজ্ঞেস করল দেরী হওয়ার কারণ কি? প্রত্যেকবারই তিনি বলছিলেন ছামগের সম্পদ আমাকে ব্যস্ত রেখেছিল। আমার কোন সম্পদের প্রতি কখনো এতো মোহ ছিল না। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, সেটি আল্লাহ্‌র জন্য ছাদাক্বা করে দিলাম'।[২৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, عن قتادة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابطأ على الناس يوم الجمعة ثم خرج فاعتذر اليهم في احتباسه وقال انما حبسني غسل ثوبي هذا كان يغسل و لم يكن لي ثوب غيره- কাতাদা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ওমর (রাঃ) জুম'আয় আসতে দেরী করলেন। তিনি জনসম্মুখে আসার সময় ওযর পেশ করে বলছিলেন, আমার এই জামাটি ধৌত করার কাজে আটকে গেছিলাম। তিনি জামাটি ধৌত করছিলেন। আর এটি ব্যতীত আমার কোন জামা ছিল না'।[২৯]

অন্যত্র এসেছে, وعن العُتْبِيّ: بُعث إلى عمر رضي الله عنه بحلل فقسمها فأصاب كل رجل منا ثوب ثم صعد المنبر وعليه حلة والحلة ثوبان فقال: أيها الناس ألا تستمعون؟ فقال سلمان رضي الله عنه:لا نسمع. فقال عمر:ولِمَ يا أبا عبد الله؟"، قال: إنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حلة"، فقال: "لا تعجل يا أبا عبد الله، ثم نادى عبد الله فلم يجبه أحد، فقال: يا عبد الله بن عمر"، فقال: "لبيك يا أمير المؤمنين"، قال: الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك؟" قال:اللهم نعم. فقال سلمان: الآن فقل نسمع উতবী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার ওমর (রাঃ)-এর নিকট কিছু কাপড় পাঠানো হ'ল। তিনি সেগুলো লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। প্রত্যেকে একটি করে জামা ভাগে পেল। এরপর খলীফা ওমর (রাঃ) খুতবা দিতে মিম্বারে আরোহন করলেন। তখন তার শরীরে দু'টি জামা ছিল। এরপর তিনি বললেন 'হে লোকসকল! তোমরা কি শুনতে পাও?। তখন সালমান ফারেসী (রাঃ) বললেন, না, আমরা শুনব না। খলীফা ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা শুনবে না কেন? সালমান ফারেসী (রাঃ) বললেন, আপনি তো আমাদের মাঝে একটি করে কাপড় বণ্টন করেছেন, অথচ আপনার শরীরে দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া। ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তাড়াহুড়ো না করে এই মজলিসে আমারই পুত্র আব্দুল্লাহ আছে, সে কি বলে তা শোন। তিনি আব্দুল্লাহ বলে ডাক দিলেন। কেউ ডাকে সাড়া দিলনা। তখন তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর! লুঙ্গি হিসাবে যে কাপড়টি আমি পরিধান করেছি তা কি তোমার দেয়া নয়? তিনি 'আল্লাহুম্মা' বলে হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। তখন সালমান ফারেসী বললেন, এখন আপনি বলুন আমরা শুনব'।[৩০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, وعن عبد الله عامر بن ربيعة، قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حاجاً من المدينة إلى مكّة، إلى أن رجعنا، فما ضرب له فسطاطاً، ولا خباء، كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة فيستظل تحته- আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবী'আ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ফিরে আসা পর্যন্ত তার সাথেই ছিলাম। সফরকালীন তিনি কোন তাঁবু বা কোন শামিয়ানা খাটাননি। বরং তিনি গাছের উপরে কাপড় ও জামা রেখে দিয়ে তার ছায়াতলে অবস্থান করতেন'।[৩১]

ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর জীবনীতে এরূপ অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা মুমিন জীবনের জন্য যুগ যুগ ধরে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

ওমর (রাঃ) এই মূল্যহীন দুনিয়াকে যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন সেভাবে আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে। ধর্মীয় নেতা হৌক বা রাজনৈতিক নেতা হৌক প্রত্যেকে ওমর (রাঃ)-এর আদর্শ থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারে। তিনি যেভাবে সম্পদকে অকাতরে জনগণের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছেন তা প্রত্যেক শাসকের জন্য অনুকরণীয়। প্রত্যেক প্রজার মুখে উন্নতমানের খাবার ও দেহে উন্নত পোষাক তুলে দিতে না পারায় তিনি নিজেও এ ধরনের খাবার ও পোষাক পরিহার করেছিলেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

(ক্রমশ)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

২৮. আবুদাউদ, আয-যুহুদ হা/৬৩; উমদাতুল কারী ১২/১৭৩ ; কাস্তলানী, ইরশাদুস সারী; ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওযীহ ১৫/২০৪।

২৯. ইবনু সা'দ ৩/৩১৯; আহমাদ, আয-যুহুদ ১/১৫৪; বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ ১/৩৩১; দিরাসাতুন নাকদিয়াহ ১/২৯১; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৬৬, সনদ ছহীহ।

৩০. ইবনু কুতায়বা, উয়ূনুল আখবার ১/২৩, ৫৫; ইবনুল জাওযী, মানাকিব ১/ ১৪০; ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৫৩৫; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৭৯; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৮০।

৩১. মুসনাদুল ফারূক হা/৩০৫; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৪২৫৪; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৮৯৭৩; ইবনু সা'দ ৩/২৭৯; মহযুছ ছাওয়াব ২/৫৬৯, সনদ ছহীহ।

আত্মহত্যা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

ইসলাম হতাশাবাদের কোন স্থান নেই। জীবনের প্রতি নিরাশ হওয়া এবং নিজের প্রাণকে সংহার করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এরপরও কিছু মুসলিম নিরাশ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নিচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ২০টি কারণের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হ'ল আত্মহত্যা। প্রতি ৪০ সেকেন্ডে বিশ্বের কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ আত্মহত্যা করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বছরে প্রায় আট লাখ মানুষ আত্মহত্যা করে। বিশেষতঃ ১৯ থেকে ২৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা বেশি আত্মহত্যা করে বলে জানা গেছে। যা মানবতার জন্য এ এক অপূরণীয় ক্ষতি।

বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। দক্ষিণ এশিয়ায় দশম। প্রতি বছরই আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে এবং গড়ে প্রতিদিন ৩০ জন করে আত্মহত্যা করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আত্মহত্যার পেছনে অন্যতম কারণগুলো হ'ল মানসিক হতাশা ও বিষণ্ণতা, দাম্পত্যজীবনে কলহ কিংবা যেকোনো সম্পর্কে অনৈক্য, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতা ও পারিপার্শ্বিক অসহযোগিতা'।[১]

'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট' প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে গত চার বছরে প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছে। যাদের বড় অংশের বয়স ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে। পাকিস্তান আমলে ১৯৪৯ হ'তে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে ২৫৫৫ জন আত্মহত্যা করত। এখন করছে বছরে গড়ে ১০ হাযারের বেশী। এছাড়াও যারা দেশের বড় বড় হাসপাতালের যরূরী বিভাগে ভর্তি হয়, তাদের শতকরা ২০ ভাগ আত্মহত্যার চেষ্টাকারী।

১০ই সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' (WHO)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি ২ সেকেণ্ডে একজন আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং প্রতি ৪০ সেকেণ্ডে একজন আত্মহত্যায় সফল হয়। উক্ত সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২০১১ সালে আত্মহত্যায় বিশ্বে ভারতের স্থান ছিল ১৬তম এবং বাংলাদেশের ৩৮তম। ২০১৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১ম ও ১০ম। অর্থাৎ প্রতি বছর এ সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মুসলিম দেশগুলিতে ধর্মীয় কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে কম। আমাদের সরকারী হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের উঠতি যুবশক্তির মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। যা অত্যন্ত ভয়ংকর। যারা দেশের মেরুদণ্ড এবং আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তারাই যদি আত্মহত্যা করে, তাহ'লে দেশের চালিকাশক্তি কারা হবে? এরপরেও এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা বেশী। যেটা আরও ভীতিকর। আর্থিক অনটন ও বেকারত্ব এর জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় কারণ। তবে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। কেননা উন্নত দেশগুলিতে আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী'।[২]

বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৯৫টি। আর ২০১৬ সালে এর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৬০০, ২০১৫ সালে ১০ হাজার ৫০০টি এবং ২০১৪ সালে তা ছিল ১০ হাজার ২০০টি।

বড়দের সাথে শিশু ও কিশোররাও আত্মহত্যা করছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের মতে, শুধু ২০১৭ সালেই ৭৬ জন আত্মহত্যা করে, যা গত ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ছিল ৫৩৪। আরো শঙ্কার বিষয় হ'ল- সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজের এক রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৬৫ লাখ মানুষ আত্মহত্যার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে'।[৩]

আত্মহত্যার কারণ ও প্রকৃতি :

দৈনন্দিন খবরের কাগজ পড়লেই আত্মহত্যার শিরোনাম চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আগেকার দিনের ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, আত্মহত্যার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সাংসারিক কলহ-দ্বন্দ্ব, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঝগড়া, অতিরিক্ত রাগ, কাংক্ষিত কোনো কিছু লাভ করতে না পারা, নিরাশা বা বঞ্চনার শিকার হওয়া, লজ্জা ও মানহানিকর কোনো কিছু ঘটে যাওয়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু প্রকাশ হওয়া, অভাব ও দারিদ্র্যতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক অসুখ-বিসুখে জর্জরিত হওয়ার কারণেও আত্মহত্যা হতে পারে। এছাড়াও আরো যে সব কারণে আমাদের সমাজে জঘন্য এই কাজটি ঘটে, তা হ'ল- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য, যৌতুকের কারণে ঝগড়া বিবাদ, পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও ধমকি-গালি, পরীক্ষায় ব্যর্থতা, প্রেম-বিরহ, মিথ্যা অভিনয়ের ফাঁদে পড়া, ব্যবসায় বারে বারে ব্যর্থ হওয়া, অন্যকে হত্যা করে নিজেকে বিচারের হাত থেকে রক্ষা করা, আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। এছাড়াও ভুল বশতঃ আত্মহত্যাও হয়ে থাকে। এই সময় জ্ঞান-বুদ্ধি-উপলব্ধি-অনুধাবন শক্তি লোপ পায়, নিজেকে অসহায়-ভরসাহীন মনে হয়। আর তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে বসে।

---

১. *দেশ রুপান্তর : ১৯ জানুয়ারী, ২০২০।*

২. *মাসিকআত-তাহরীক; অক্টোবর : ১৮তম বর্ষ; ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩।*

৩. *দৈনিক নয়া দিগন্ত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯।*

আত্মহত্যার পরকালীন শাস্তি :

আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ইসলামী শরী'আত সর্বদাই এই পাপ করার প্রতি নিরুৎসাহিত করে থাকে। কেননা এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেওয়া হবে'।[8]

অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 'তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে একজন লোক আঘাত পেয়েছিল তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। এরপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হ'ল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করল (অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করল)। কাজেই, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম'।[5] নিম্নে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে আত্মহত্যার বেশ কিছু মর্মান্তিক পরিণতির উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল।

ক. পাহাড় থেকে লাফিয়ে, বিষপান করে বা কোন আঘাতের মাধ্যমে আত্মহত্যা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا 'যে লোক পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। চিরকাল সে জাহান্নামের ভিতর ঐভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে লোক লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের ভিতর সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে'।[6]

খ. ফাঁস লাগিয়ে ও বর্শা দ্বারা আত্মহত্যা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الَّذِى يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِى النَّارِ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নাম (অনুরূপভাবে বর্শা বিঁধতে থাকবে'।[7]

গ. যুদ্ধের মাঠে আত্মহত্যা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِى الإِسْلاَمَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِى قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবিদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হ'ল, তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত হ'ল। তখন বলা হ'ল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, সে লোকটি জাহান্নামী। আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, একথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তারা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় থাকাবস্থায় সংবাদ এল যে, লোকটি মরে যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হ'ল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হ'ল, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিলাল (রাঃ)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমান ব্যতীত কেউ বেহেশতে

---

৪. বুখারী হা/৬০৪৭; মুসলিম হা/১১০; মিশকাত হা/৩৪১০।
৫. বুখারী হা/৩৪৬৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৮৫; মিশকাত হা/৩৪৫৫।
৬. বুখারী হা/৫৭৭৮; মুসলিম হা/১০৯; মিশকাত হা/৩৪৫৩।
৭. বুখারী হা/১৩৬৫; মিশকাত হা/৩৪৫৪।

প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা (কখনো কখনো) এই দ্বীনকে মন্দ লোকের দ্বারা সাহায্য করেন'।[৮]

অপর এক হাদীছে এসেছে, সাহল ইবনু সা'দ সা'এদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুশরিকদের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয়পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ সৈন্যদলের কাছে ফিরে এলেন এবং মুশরিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে কোন মুশরিককে দেখলেই তার পশ্চাদ্ধাবন করত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করত। বর্ণনাকারী (সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, আজ আমাদের কেউ অমুকের মত যুদ্ধ করতে পারেনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে তো জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। একজন ছাহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী হব। তারপর তিনি তার সাথে বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে দ্রুত চললে সেও দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হ'ল এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এক সময় তলোয়ারের বাট মাটিতে লাগাল এবং এর তীক্ষ্ণ দিক বুকে চেপে ধরে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কি ব্যাপার? যে লোকটি সম্পর্কে, আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী হবে। তা শুনে ছাহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি লোকটির সম্পর্কে খবর তোমাদের জানাবো। তারপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম এবং সে শীঘ্রই মৃত্যু কামনা করতে থাকল। তারপর তার তলোয়ারের বাট মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণ ধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপরে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, 'মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী হয় এবং অনুরূপভাবে মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীর মত আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী হয়'।[৯]

ঘ. অসুস্থ হওয়ার পরে আত্মহত্যা :

হাদীছে এসেছে, حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِى وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِى بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى هَذَا الْمَسْجِدِ 'শায়বান (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি হাসান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের আগের যুগের এক ব্যক্তির ফোঁড়া হয়েছিল। ফোঁড়ার যন্ত্রনা অসহ্য হওয়ায় সে তার তূণ থেকে একটি তীর বের করল আর তা দিয়ে আঘাত করে ফোঁড়াটি চিরে ফেলল। তখন সেখান হ'তে সজোরে রক্তক্ষরণ শুরু হ'ল, অবশেষে সে মারা গেল। তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তারপর হাসান আপন হাত মসজিদের দিকে প্রসারিত করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, জুন্দুব (ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী) এ মসজিদেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এ হাদীছটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন'।[১০]

ঙ. কারো নির্দেশে আত্মহত্যা :

কারো নির্দেশেও আত্মহত্যা করা হারাম। কেননা হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِى قَالُوا بَلَى قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ- আলী (রাঃ) হ'তে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং আনছারী ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করবে। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করেছি। তাহ'লে কি আমরা (অবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) ক্রোধও অবদমিত হয়ে পড়ে। এ

৮. *আহমাদ হা/৮০৭৬; বুখারী হা/৩০৬২; মুসলিম হা/১১১।*
৯. *বুখারী হা/২৮৯৮; মুসলিম হা/১১২।*
১০. *মুসলিম হা/১১৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৯৮৯।*

ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট বর্ণনা করা হলে, তিনি বললেন, যদি তারা তাতে প্রবেশ করতো, তাহ'লে কোন দিন আর এর থেকে বের হতো না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত কাজেই হয়ে থাকে'।[১১]

চ. অন্যায় বা ধর্ষণ থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা :

কোন ব্যক্তি যদি এটা জানতে পারে যে তাকে দিয়ে অন্যায় কাজ করানো হবে অথবা কোন মহিলা যদি বুঝতে পারে তাকে ধর্ষণ করা হবে; তবুও তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া যাবে না। আর এই অন্যায়ের পাপ তার উপর বর্তাবে না। কেননা সে নিরুপায় হয়ে করতে বাধ্য হয়েছে'।[১২]

ছ. আত্মহত্যাকারীর জানাযায় অংশগ্রহণ করা থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরত থাকা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তির লাশ হাযির করা হ'ল। সে চ্যাপ্টা তীরের আঘাতে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি'।[১৩] অপর এক হাদীছে এসেছে, أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَامْتَدَّتْ بِهِ فَدَبَّ إِلَى قُرْبٍ لَهُ فِي سَيْفِهِ، فَأَخَذَ مِشْقَصًا، فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'নবী (ছাঃ)-এর এক ছাহাবী আহত হ'ল। এটি তাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিচ্ছিল। তখন সে হামাগুড়ি দিয়ে একটি শিংয়ের কাছে গেল যা তার এক তরবারির মধ্যে ছিল। এপর সে এর ফলা নিল এবং আত্মহত্যা করল। একারণে রাসূল (ছাঃ) তার জানাযার ছালাত আদায় করেন নি'।[১৪]

অপর এক হাদীছে এসেছে, 'জাবির ইবন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পরে তার মৃত্যু খবর ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার প্রতিবেশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বলল, সে ব্যক্তি মারা গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কিরূপে এ খবর জানলে? সে বলল, আমি তাকে দেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে মারা যায়নি। রাবী বলেন, তখন সে ব্যক্তি ফিরে যায়। ইত্যবসরে তাঁর জন্য কান্নার রোল শোনা গেলে, সে ব্যক্তি (প্রতিবেশী) আবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বলল, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। তখন নবী (ছাঃ) বলেন, না, সে মারা যায়নি। রাবী বলেন, তখন সে ব্যক্তি ফিরে যায়। তখন তার জন্য আবার কান্নার রোল শোনা গেল এবং সে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তাকে (প্রতিবেশী) বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কাছে গিয়ে এ খবর দিন। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আপনি এর উপর লা'নত করুন! রাবী বলেন, তখন সে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির কাছে হাযির হয়ে দেখতে পেল যে, সে তীরের ফলা দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে। তখন সে নবী (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে খবর দিল যে, সে ব্যক্তি মারা গেছে। তিনি (ছাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিরূপে এ খবর জানলে? সে বলল, আমি দেখে এসেছি যে, সে ব্যক্তি তার নিজের তীরের ফলা দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে। তিনি (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তাকে এরূপই দেখে এসেছ? তখন সে বলল, হ্যাঁ। তিনি (ছাঃ) বললেন, إِذًا لاَ أُصَلِّى عَلَيْهِ তাহ'লে আমি তার জানাযার ছালাত পড়ব না'।[১৫]

জ. আত্মহত্যাকারীর জানাযায় বর্তমানে ইমামগণ :

হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ জাবির ইবন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে নবী করীম (ছাঃ) তার জানাযার ছালাত আদায় করেন নি।

অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু ঈসা (রহঃ) বলেন, এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, আত্মহত্যাকারীসহ যে কোন কিবলামুখী ব্যক্তির (অর্থাৎ মু'মিনের) ছালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। এ হ'ল সুফইয়ান ছাওরী ও ইসহাক (রহঃ)-এর অভিমত। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, ইমাম আত্মহত্যাকারীর জানাযার ছালাত আদায় করবেন না, তবে অন্যরা তা আদায় করবে'।[১৬]

অর্থাৎ সমাজের অনেকে মনে করেন কেউ আত্মহত্যা করলে তার বুঝি জানাযা পড়া যাবে না। কিন্তু আত্মত্যাকারীর জানাযায় রাসূল (ছাঃ)-এর অংশগ্রহণ না করার হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছকে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, মানুষকে সতর্ক করার জন্য যারা আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া হবে না বলে মত দেন। এটি উমর বিন আব্দুল আযীয ও আওযাঈ (রহঃ)-এর মত। তবে হাসান বছরী, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদা, মালেক, আবূ হানীফা, শাফেঈ ও সকল বিজ্ঞ উলামাদের মতামত হ'ল, তার জানাযা পড়া হবে। উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মূলত অন্যদেরকে এ ধরনের মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করার জন্যই আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়ানো থেকে বিরত থেকেছেন। আর ছাহাবীগণ তাঁর স্থলে এমন ব্যক্তির জানাযা পড়েছেন'।[১৭]

---

১১. *তিরমিযী হা/২৪৬৫, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৫৯; মিশকাত হা/৫৩২০।*
১২. *ইসলাম ওয়েব ফৎওয়া নং ৩৩৪৭৪৪ ।*
১৩. *মুসলিম হা/১১৩।*
১৪. *মু'জামুল কাবীর হা/১৯৫৬; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/১১৮৬৭।*
১৫. *আবু দাঊদ হা/৩১৮৫; মুসনাদুল জামে' হা/২১০৩।*
১৬. *তিরমিযী হা/১০৬৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/১৫২ পৃ.।*
১৭. *ইমাম নববী, শারহু মুসলিম ৭/৪৭ পৃ.।*

আত্মহত্যায় বিশেষ ক্ষমা :

মদীনায় একজন হিজরতকারীর আত্মহত্যা :

হাদীছে এসেছে, জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তুফায়ল ইবনু আমর দাওসী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসুল! আপনি কি চান যে, আপনার জন্য একটি মযবুত দূর্গ ও সেনাবাহিনী হোক? রাবী বলেন, দাওসী গোত্রের জাহিলিয়্যাহ যুগের একটি দুর্গ ছিল। (তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেন)। নবী করীম (ছাঃ) তা কবুল করলেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা আনছারদের জন্য এ সৌভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যখন নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তুফায়ল ইবনু আমর এবং তার গোত্রের একজন লোকও তাঁর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। তুফায়ল ইবনু আমর (রাঃ)-এর সাথে আগত লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। রোগযন্ত্রণা বরদাশত করতে না পেরে তীর নিয়ে তার হাতের আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলল। এতে উভয় হাত থেকে রক্ত নির্গত হ'তে থাকে। অবশেষে সে মারা যায়। তুফায়ল ইবনু আমর দাওসী (রাঃ) স্বপ্নে তাকে ভাল অবস্থায় দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি তার উভয় হাত আবৃত দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? সে বলল, আল্লাহ তাঁর নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে হিজরত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফায়ল (রাঃ) তাকে জিজ্ঞাস করলেন, তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমার হাত দু'টি আবৃত দেখছি? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে যে, আমি তা দুরস্ত করব না, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ। তুফায়ল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন, اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ হে আল্লাহ! আপনি তার হাত দু'টিকেও ক্ষমা করে দিন'।[১৮]

আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি কি কাফের :

আত্মহত্যা করা মহাপাপ। তবে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে সে দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না। তার জানাযার ছালাত সাধারণ মুসলিমরা পড়বে এবং মুসলিমদের গোরস্থানে তার দাফন করবে'।[১৯] কেননা রাসূল (ছাঃ) যে ৭টি ধ্বংসাত্মক পাপের কথা বলেছেন তার মধ্যে আত্মহত্যা নেই'।[২০]

আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির ক্ষমা :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮)*।

১৮. আদাবুল মুফরাদ হা/৬১৪; মুসলিলম হা/১১৬; মিশকাত হা/৩৪৫৬।
১৯. নিহায়াতুল মুহতাজ ২/৪৪১।
২০. বুখারী হা/২৭৬৬; মুসিলম হা/৮৯; মিশকাত হা/৫২।

মওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম চতুষ্ঠয় কেউই আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিকে কাফের বলেনি। এটা মহাপাপ তবে শিরক নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবেনা'।[২১]

তবে কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহ'লে সে কাফের ও জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাৎ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৪/৯৩)*।

একটি যরূরী জ্ঞাতব্য : শায়খ আলবানী, উছায়মীন, আব্দুল্লাহ বিন বায, আব্দুল আযীয আলে শায়খ, ছালেহ বিন ফাওযান, আব্দুল আযীয রাজেহী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম আত্মঘাতি বোমা হামলার মাধ্যমে নিহত হওয়াকে আত্মহত্যা বলে গণ্য করেছেন'।[২২]

আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাহ্ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমানও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে'।[২৩]

আত্মহত্যা থেকে বাঁচতে করণীয়

ক. আত্মহত্যার ব্যাপারে প্রভুর নিষেধাজ্ঞাগুলি স্বরণে রাখা :

মানুষ জীবন-মৃত্যু আল্লাহ্র হাতে নির্ধারিত। এই সময়ের কোন পরিবর্তন হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি সময়সীমা রয়েছে। যখন তাদের সেই মেয়াদ এসে যাবে, তখন সেখান থেকে এক মুহূর্ত পিছাবেও না আগাবেও না' *(আ'রাফ ৭/৩৪)*।

এরপরেও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজের জীবন নিজে কেড়ে নেয়া তথা আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-

২১. মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ ৬/২৯১-২৯২।
২২. সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর ক্রমিক নং ২৭৩; উছায়মীন, শারহ রিয়াযুছ ছালেহীন ১/১৬৫-১৬৬; ফাতাওয়া শার'ঈয়াহ লিল হাছীন, পৃঃ ১৬৬-১৬৯।
২৩. বুখারী হা/৪৪; মুসলিম হা/১৯১; মিশকাত হা/৫৫৮১২।

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ‘আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল’। ‘যে কেউ সীমালংঘন ও যুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে শীঘ্রই আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ’ *(নিসা ৪/২৯)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ‘এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সদাচরণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

খ. মৃত্যু কামনা না করা :

কোন ব্যক্তির নিকট যতই কষ্ট পতিত হোক না কেন কখনই আত্মহত্যা তো দূরের কথা মৃত্য কামনাও করা যাবে না। হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِى وَتَوَفَّنِى إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِى তোমাদের কারো কোন বিপদ বা কষ্ট হলে সে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কেউ এরূপ করতে চায়, সে যেন বলে হে আল্লাহ তুমি আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর এবং যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দাও’।[২৪]

গ. তাক্বদীরে বিশ্বাস করা :

তাক্বদীরে বিশ্বাস করা খুবই যরূরী বিষয়। কেননা তাক্বদীরে যা লেখা আছে তা ঘটবেই। এটা মেনে নিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ‘তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না’ *(তাওবাহ ৯/৫১)*।

ঘ. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা :

আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন’ *(তালাক ৬৫/৩)*।

ঙ. কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করা :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ‘নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ তাদের পুরস্কার পাবে অপরিমিত ভাবে’ *(যুমার ৩৯/১০)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ- ‘আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও’। ‘যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব’। ‘তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ। আর তারাই হ’ল সুপথপ্রাপ্ত’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৭)*। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ‘অতঃপর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে’। ‘নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে’ *(ইনশারহ ৯৪/৫-৬)*।

চ. রাগ সংবরণ করা :

রাগ যে কোন মূল্যে সংবরণ করতে হবে। কেননা রাগ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সে-ই আসল বীর, যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে’।[২৫]

ছ. নিরাশ না হওয়া :

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ‘বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

মহান আল্লাহ বলেন, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ‘বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহবানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান’ *(নামল ২৭/৬২)*।

উপসংহার : শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে মানুষের জীবন যুদ্ধে হতাশা ও বিষণ্নতার সুযোগে ওয়াসওয়াসা দিয়ে প্রাণহরণের আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ্র প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভাগ্যে বিশ্বাসী মুমিনের সাথে কখনোই সে পেরে উঠে না। কিন্তু সে বস্তুবাদী দুনিয়াদারদেরকে পুরোপুরি কুপোকাত ও ধরাশায়ী করতে সক্ষম হয়। তখন ব্যর্থ মানুষটি আত্মহত্যা ও আত্মহননের মত জঘন্য পথ বেছে নেয়। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই অপকর্ম থেকে হেফাযত করুন-আমীন!

[লেখক : শিক্ষক, সালমান ফারসী (রাঃ) মাদরাসা, জান্নাতপাড়া, খড়খড়ি (বাইপাস রোড), পবা, রাজশাহী]

২৪. *বুখারী হা/৫৬৭১; মুসলিম হা/২৬৮০; মিশকাত হা/১৬০০।*

২৫. *বুখারী হা/৬১১৪; মুসলিম হা/২৬০৯; মিশকাত হা/ ৫১০৫।*

পর্দা নারীর রক্ষাকবচ

-নিযামুদ্দীন

(শেষ কিস্তি)

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা :

উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাব। যখন মানুষের মধ্যে এ ধরনের স্বভাব পাওয়া যাবে, তখন মানুষের পতন অবশ্যম্ভাবী ও অবধারিত। মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সম্মান ও মান-মর্যাদা দিয়েছে, সে তা থেকে নিচে নেমে আসবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে সে সব নে'মতরাজি দান করেছে, তা থেকে সে নীচে নেমে আসবে। যারা উলঙ্গপনা, ঘরের বাহিরে যাওয়া ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে সৌন্দর্য বা নারীর অধিকার বলে দাবী করে, বাস্তবে তারা মানবতার দুশমন। তারা মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বের করে পশুত্বের প্রতি ধাবিত করছে। তারা যদিও নিজেদের সভ্য বলে দাবী করছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা অসভ্য ও অমানুষ।

মানবতার উন্নতির সম্পর্কই হ'ল, আত্মসম্ভ্রম হেফাযত করা ও তার দৈহিক সৌন্দর্যকে রক্ষা করার সাথে। মানুষ যখন তার আবরণ ফেলে দিয়ে নিজেকে উলঙ্গ করে ফেলে তখন তার অধঃপতন নিশ্চিত হয়। মানবতার উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়। নারীরা যখন পর্দার আড়ালে থাকে তখন তাদের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বোধ অবশিষ্ট থাকে। ফলে তার মধ্যে একটি রূহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তি থাকে যা তাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর নারীরা যখন লাগামছাড়া হয়ে যায়, আবরণ মুক্ত হয়, তখন তার মধ্যে তার প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়, যা তাকে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও অবাধ মেলামেশার প্রতি আকৃষ্ট করে।

সুতরাং একজন মানুষের সামনে দু'টি পথ খোলা থাকে। যখন সে দ্বিতীয়টির উপর সন্তুষ্ট থাকে তখন তাকে অবশ্যই প্রথমটিকে কুরবানী দিতে হবে। আর তখন তার অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কোন কিছু থাকবে না। তখন সে অপরিচিত নারীদের সাথে মেলামেশা সহ যাবতীয় সব ধরনের অপকর্মই করতে থাকবে। আর এ ধরনের মেলামেশার ফলে মানব প্রকৃতি ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। লজ্জাহীনতা বৃদ্ধি পাবে, আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধ আর বাকী থাকবে না। মানুষের মধ্যে অনুভূতি থাকবে না এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধির অপমৃত্যু ঘটবে।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতার ক্ষতি ব্যাপক, যখন কোন ব্যক্তি কুরআন ও হাদীছের প্রমাণাদি ও ইসলামের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করবে, তখন সে দ্বীন ও দুনিয়ার উপর পর্দাহীনতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের ক্ষতি ও প্রভাব কি তা দেখতে পাবে। বিশেষ করে বর্তমানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুপ্রভাব যখন তার সাথে যোগ করা হয়, তখন তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আমরা আরও বেশি উপলব্ধি করতে পারব।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতিসমূহ

নারীরা তাদের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে নিষিদ্ধ সাজসজ্জা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য নিত্য নতুন পন্থা অবলম্বন করে।

এর ফলে তারা একদিকে তাদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করছে, অনুরূপভাবে অনেক পয়সাও এ পথে অপব্যয় করে। পরিণতিতে নারীরা সমাজে নিকৃষ্ট পণ্যে যেমন পরিণত হয়েছে, তেমনি নিজেদের ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করছে। পর্দাহীনতার ক্ষতিগুলো নিম্নরূপ :

এক. সৌন্দর্য প্রদর্শনের ফলে পুরুষদের চরিত্র ধ্বংস হয়। বিশেষ করে যুবসমাজ ও প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী নারীদের কারণে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয় এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল কাজ ও অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়া হয়।

দুই. পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ অহরহ ঘটতে থাকে এই পর্দাহীনতার দ্বারা।

তিন. সামাজিক ব্যাধির সাথে সাথে সমাজে বিভিন্ন ধরনের মহামারি ও রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، 'যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি'।[১]

চার. চোখের ব্যভিচার ব্যাপক হারে সংঘটিত হতে থাকবে এবং চোখের হেফাযত করা যার জন্য যাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কঠিন হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ —'চোখের যেনা হ'ল দেখা, জিহ্বার যেনা হ'ল কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করা এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে'।[২]

পাঁচ. আসমানী মুছীবতসমূহ নাযিল হওয়ার উপযুক্ত হবে। এমন এমন বিপদের সম্মুখীন হ'তে হবে, যা ভূমিকম্প ও

১. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪০০৯।*
২. *বুখারী হা/৬২৪৩; মিশকাত হা/৮৬।*

আণবিক বিস্ফোরণ হতেও মারাত্মক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন করীমে এরশাদ করে বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا–'যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন আমরা সেখানকার সমৃদ্ধিশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দেই। তখন তারা সেখানে পাপাচারে মেতে ওঠে। ফলে তার উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা ওটাকে বিধ্বস্ত করে দেই' *(বনু ইস্রাইল ১৭/১৬)*। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لاَ يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ. 'মানুষ যখন অন্যায়কে দেখে এবং তা পরিবর্তন করে না, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের অচিরেই তাঁর আযাব দ্বারা ঢেকে ফেলবে'।[৩]

অতএব হে প্রিয় মুসলিম মা ও বোন! একটু ভাবুন! রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর প্রতি একটু চিন্তা করে দেখুন, যেখানে তিনি বলেছেন, نَحِّ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ 'মুসলিমদের চলাচলের রাস্তা হ'তে তোমরা কষ্টদায়ক বস্তু সরাও'।[৪]

রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো, যার প্রতি রাসূল (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তা যদি ঈমানের অন্যতম শাখা হয়ে থাকে, তাহ'লে আপনাদের বুঝতে হবে, রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু কাঁটা, পাথর, গোবর ইত্যাদি যা মানুষকে দৈহিক কষ্ট দেয় তা মারাত্মক নাকি যা মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়, জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট করে এবং ঈমানদারদের নৈতিক পতন নিশ্চিত করে তা বেশি মারাত্মক?

মনে রাখবেন একজন যুবকও যদি আপনার কারণে এমন ফিৎনায় পড়ে, যা তাকে আল্লাহ্র স্মরণ ও ভয় হ'তে দূরে রাখল বা সঠিক পথ হ'তে তাকে ফিরিয়ে রাখল, অথচ ইচ্ছা করলে আপনি তাকে নিরাপত্তা দিতে পারতেন, কিন্তু তা আপনি করলেন না, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ভয়াবহ আযাব এবং কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হ'তে হবে।

হে মুসলিম নারী! আপনারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত বন্দেগী ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হউন। মানুষের গোলামী করা ও তাদের আনুগত্য হ'তে বেঁচে থাকুন। কারণ, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হিসাব অনেক কঠিন ও ভয়াবহ। কে কী বলল, তা আপনার বিবেচ্য নয়, মানুষকে খুশী করা ও তাদের পদলেহন করতে গিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করাই আপনার জন্য অধিকতর কল্যাণকর ও নিরাপদ। আর যারা এই পার্থিব জীবনে আপনার এই সৎপথে চলা বা আল্লাহভীরুতা নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাদের কঠিন পরিণতি দেখবার জন্য এইতো খানিকটা সময় ধৈর্য ধরুন। কালই হয়ত দেখবে পাবেন তাদের কুকর্মের পরিণতি। তখন বুঝবেন প্রকৃতই কে দুনিয়ার বুকে ছিলো লাভবান আর কে ক্ষতিগ্রস্ত! বস্তুত তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত! রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ–'যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের থেকে তাকে ফিরিয়ে নেবে এবং আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের নিকট সোপর্দ করবে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক'।[৫]

একজন বান্দার উপর ওয়াজিব হ'ল, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 'অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর' *(মায়েদাহ ৫/৪৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ'আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/৪০)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 'তিনিই একমাত্র ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই মাত্র ক্ষমা করার মালিক' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৫৬)*।

মাখলুকের সন্তুষ্টি অর্জনের কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নির্দেশ দেননি এবং এটি কোন যরুরী বিষয় নয়।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, মানুষের সন্তুষ্টি লাভ এমন একটি পরিণতি যা লাভ করা কখনোই সম্ভব নয়, সুতরাং এর জন্য তোমার কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি এমন কর্ম অবলম্বন কর, যা তোমাকে সংশোধন করবে। আর অন্য সবকিছুকে তুমি ছাড়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুত্তাকীদের জন্য নিশ্চিতভাবেই উপায় বের করে দেবেন এবং তাদের ধারণার বাহিরে রিযিক দান করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ –'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান' *(ত্বালাক্ব ৬৫/২-৩)*।

---

৩. ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; মিশকাত হা/৫১৪২।

৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৭৩; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৬৩৪৪।

৫. তিরমিযী হা/২৪১৪; মিশকাত হা/৫১৩০।

শারঈ পর্দা অবলম্বন বিষয়ে যে সব শর্তাবলী পালন করা যরূরী

এক: নারীদের জন্য তাদের সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা :

সাধারণ নারীদের সমস্ত শরীরই পর্দার অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ফিৎনার আশঙ্কা না থাকে, তখন চেহারা ও কব্জিদ্বয় পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ যদি নারী সুন্দরী না হয়ে থাকে, চেহারা ও হাতে কোন সাজ-সজ্জা গ্রহণ না করে, তখন কব্জিদ্বয় ও মুখ খুলে রাখতে পারে। কিন্তু যদি উল্লেখিত শর্তগুলো না পাওয়া যায়, তখন নারীদের জন্য তাদের চেহারা ও কব্জিদ্বয় খুলে রাখা উচিৎ নয়।

দুই: পর্দা করা যেন সৌন্দর্য প্রকাশার্থে না হয় (যেমনটা বর্তমান হচ্ছে): আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত' *(নূর ২৪/৩১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে নারীরা তাদের সৌন্দর্যকে গোপন করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। কিন্তু পর্দা যদি এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়, যা দেখে পুরুষরা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ফিৎনার সম্মুখীন হয়, তাহলে এ ধরনের পর্দার কোন অর্থই হ'তে পারে না। তা একপ্রকার শরী'আত নিয়ে খেল-তামাশাই বলা চলে।

তিন. পর্দার জন্য মোটা ও ঢিলে-ঢালা কাপড় পরিধান করতে হবে যাতে করে তাদের শরীর ও সৌন্দর্য দেখা বা আন্দাজ করা না যায়: কারণ এ ধরনের কাপড় ছাড়া পর্দা বাস্তবায়ন হবে না। চিকন পাতলা- কাপড় পরিধান করলে, সৌন্দর্য পুরোপুরি গোপন করা যায় না।

এতে এ কথা স্পষ্ট হয়, নারীদের জন্য পাতলা ও মসৃণ কাপড় পরিধান করা মারাত্মক গুনাহ, যা তাদের পর্দা বা সুরক্ষা তো দূরে থাক বরং সৌন্দর্য প্রকাশে সাহায্য করে।

চার. ঢিলাঢালা কাপড় পরিধান করতে হবে, সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করবে না। কারণ, পর্দার উদ্দেশ্য হ'ল, নিজে ফিৎনা থেকে রক্ষা পাওয়া ও অন্যকে রক্ষা করা। কিন্তু যখন কোন নারী সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করবে, তখন তার শরীরের গঠন একজন দর্শকের নিকট স্পষ্ট হবে। পুরুষের চোখে তা একেবারেই স্পষ্ট হবে। ফলে পুরুষরা ফিৎনা-ফ্যাসাদের সম্মুখীন হবে। মনে কুপ্রবৃত্তির সৃষ্টি হবে। যা পর্দা না করার কারণে হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً 'প্রতিটি চক্ষুই ব্যভিচারী। আর যে মহিলা সুগন্ধি দিয়ে পুরুষদের সভায় যায় সে এমন এমন অর্থাৎ ব্যভিচারকারিণী'।[৬]

তিনি আরো বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ– 'যদি কোন নারী খোশবু ব্যবহার করে কোন পুরুষ সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যাতে তারা তার সুগন্ধ উপলব্ধি করতে পারে। তাহলে সে নারী ব্যভিচারী'।[৭]

তবে নিজে পবিত্রতা অর্জন বা দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করা নিষেধ নয় উপরন্তু তা পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জনের এই উদ্দেশ্য তার জন্য ছওয়াবের কাজ হবে। কারণ মুমীনের প্রতিটি ভালো কাজই ইবাদত ছওয়াবের কারণ। আর স্বামীকে খুশী করার জন্যে তার সামনে নিজেকে যত বেশী ইচ্ছা আকর্ষণীয় করবে, এতে কোন বাঁধা নেই। কারণ তোমার এই সৌন্দর্যের সর্বাধিক হকদার তোমার সেই কাছের মানুষটি বা প্রাণপ্রিয় স্বামী। এছাড়া অন্য কেউ নয়।

ছয়. নারীরা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلاَ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ 'যে নারী পুরুষের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং যেসব পুরুষ নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৮]

আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. 'রাসূল (ছাঃ) যে পুরুষ নারীদের বেশভূষা অবলম্বন করে তাদের অভিশাপ করেছেন আবার যে সব পুরুষরা নারীদের বেশভূষা অবলম্বন করে তাদের অভিশাপ করেছেন'।[৯]

রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, ثَلاَثٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُ. وَثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرَ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى. 'তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রতি কোন করুণা করবে না। এক. যে মাতা-পিতার অবাধ্য হয়, দুই-যে নারী পুরুষের আকৃতি অবলম্বন করে, তিন-দাইয়ূছ (এমন ব্যক্তি যার পরিবারের মেয়েরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত অথচ সে তাতে বিন্দুমাত্র বাঁধা দেয় না)। আর তিন ব্যক্তির দিকে ক্বিয়ামতের

৬. *তিরমিযী হা/২৭৮৬; আবু দাউদ হা/৪১৭৩; মিশকাত হা/১০৬৫।*
৭. *আহমাদ হা/২০২৪২; নাসাঈ হা/৫১২৬।*
৮. *আহমাদ হা/৬৮৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৩৩।*
৯. *আবু দাউদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯।*

দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এক. যে মাতা-পিতার অবাধ্য হয়, দুই-মদ্যপ, তিন. খোঁটাদানকারী দাতা'।[১০]

সাত. অমুসলিমদের মত পোশাক পরিধান করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদেরই একজন বলে বিবেচিত হবে বা সে জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ. فَقَالَ:إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهُمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ:بَلْ أَحْرِقْهُمَا –রাসূল (ছাঃ) একবার আমাকে হলুদ রঙের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখেন, তারপর তিনি বললেন, এ ধরনের কাপড় পরিধান করা কাফেরদের অভ্যাস তুমি এ ধরনের কাপড় পরিধান করো না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি বললাম, আমি এ দু'টি ধুয়ে ফেলি? তিনি বললেন, বরং দু'টিকেই পুড়িয়ে ফেল'।[১২]

আট. মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করার মানসিকতা থাকতে পারবে না। প্রিয় নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا. 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যশ লাভের উদ্দেশ্যে পোশাক পরে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্বিয়ামতের দিন তাকে অপমান-অপদস্থের পোশাক পরিধান করাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন'।[১৩]

প্রসিদ্ধ পোশাক হ'ল, যে কাপড় পরিধান দ্বারা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এটি দুই ধরনের হ'তে পারে। এক- অনেক দামী ও মূল্যবান কাপড়, যা অহংকার ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে পরিধান করে থাকে। দুই- নিম্নমানের কাপড় যা এ কারণে পরিধান করা হয়ে থাকে যাতে মানুষ তাকে ইবাদতকারী, বুযুর্গ ও আল্লাহ্র অলি বলে আখ্যায়িত করবে। যেমন- সে এমন এক অসাধারণ কাপড় পরিধান করল, যার রঙ, জোড়া, তালি ও অভিনব সেলাই দেখে মানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সে মানুষের উপর বড়াই ও অহংকার করে।

অতএব হে প্রিয় মুসলিম মা ও বোন! আপনি আপনার সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে সতর্ক থাকুন! সৌন্দর্য আল্লাহ্র বিশেষ নে'মত, সুতরাং এ নে'মতের অপব্যবহার করবেন না।

যখন আপনি উল্লেখিত শর্তগুলি বিষয়ে চিন্তা করবেন, তখন আপনার নিকট একটি বিষয় স্পষ্ট হবে, বর্তমানে অসংখ্য নারী এমন আছে, যারা পর্দার নামে এমন পোশাক পরিধান করে থাকে, বাস্তবে তা পর্দা নয়। তারা অন্যায় করে অথচ অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দেয়। ফলে তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকে পর্দা বলে নাম রাখে আর এই অন্যায়কে ইবাদত বলে চালিয়ে দেয়। আর প্রকৃত মুমিন নারী-পুরুষরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও তার হুকুমের উপর অটল ও অবিচল থাকে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদের তার অনুকরণের উপর অবিচল থাকার তাওফিক দেন। দুনিয়ার কোন মোহ তাদেরকে তাদের আদর্শ থেকে চুল পরিমাণও সরাতে পারে না (তাদের জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ!) পর্দা করা কোন গোঁড়ামি নয়, পর্দা হল এমন একটি মধ্যমপন্থা যা দ্বারা পর্দাশীল মহিলা তার প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়। যারা পর্দার সাথে সাথে আধুনিকতার নামে বেপর্দার পথে হাঁটছে আর যাই হোক না কেন, তারা মুখে যাই বলুক বা দাবী করুক না কেন, বাস্তবে তারা দু'টি বিপরীত বিষয়কে একত্রে ঠিক রাখতে চায় একটি সমসাময়িক পরিবেশ আর অপরটি আল্লাহ্র বিধান ও ইসলামী ঐতিহ্য।

বর্তমান বাজারে পর্দার নামে এমন সব কাপড়-চোপড় পাওয়া যায়, তা নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন ও আকর্ষণ তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যবসায়ীরা তাদের বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ ধরনের পোশাক বাযারে ছাড়ে। যেমন কোন এক কবি বলেন, মনে রাখবে, তুমি যে ধরনের পর্দা ব্যবহার করছ, তাকে শারঈ পর্দা বলা হ'তে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে, যে পর্দা করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। যে ব্যক্তি তোমার এ ধরনের আমলকে ধন্যবাদ দেয়, তোমাকে সত্যিকার উপদেশ না দেয়, তাদের কথা দ্বারা ধোঁকায় পড়া হ'তে তোমাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। সাবধান! তুমি ধোঁকায় পড়ে এ ধরনের কথা বলা থেকে বেঁচে থাক। বরং বলো, আমি সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী নারীদের থেকে উন্নত। কারণ, তুমি যে অবস্থার মধ্যে আছ, তা কোন আদর্শ হ'তে পারে না। আর জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর আছে যেমনিভাবে জান্নাতের বিভিন্ন স্তর আছে। তোমার করণীয় হ'ল, তুমি সে মহিলাদের অনুকরণ করবে যারা প্রকৃত পর্দা অবলম্বন করে এবং পর্দার যাবতীয় শর্তাবলীসহ যথাযথ পর্দা পালন করে। রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ 'তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশী শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে এ বিষয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের। মুসলিমের

---

১০. আহমাদ হা/৬১৮০; নাসাঈ হা/২৫৬২।
১১. আবু দাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭।
১২. মুসলিম হা/২০৭৭; মিশকাত হা/৪৩২৭।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৭; মিশকাত হা/৪৩৪৬।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা তোমাদের চেয়ে কম সমৃদ্ধশালী লোকদের প্রতি (পার্থিব ব্যাপারে) দৃষ্টি দাও এবং তোমাদের চেয়ে অধিক ধনশালী লোকদের দিকে নয়। কেননা আল্লাহ্র নে'মতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা।[১৪] অর্থাৎ তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র নে'মতসমূহকে ছোট মনে করবে না।

ইমাম যুহরী বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এ আয়াতটি মিম্বারে তেলাওয়াত করেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ– 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০)*। 'অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা অটল ও অবিচল থাক, আল্লাহ্র শপথ করে বলছি আল্লাহ্র আনুগত্যের অবিচল থাক। শিয়ালের মত বক্রতা অবলম্বন কর'।[১৫]

হাসান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إذا نظر إليك الشيطان فرآك مُداومًا في طاعة الله فبغاك وبغاك أي طلبك مرة بعد أخرى فرآك مُداومًا مَلَّكَ ورفضك وإذا كنت مرةً هكذا , ومرة هكذا طَمِعَ فيك– 'শয়তান যখন তোমাকে আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্যের উপর অটল ও অবিচল দেখবে, তখন সে তোমাকে আল্লাহ্র আনুগত্য হ'তে বার বার সরানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু তারপরও যখন তোমাকে অবিচল দেখতে পাবে, তখন সে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আর যখন শয়তান তোমাকে দুর্বল দেখতে পাবে এবং তোমার মধ্যে টালমাটাল অবস্থা দেখতে পাবে, তখন সে তোমার প্রতি ঝুঁকবে। তোমাকে গোমরাহ করার জন্য লালায়িত হবে'।[১৬]

সুতরাং আসুন! আমরা আল্লাহ্র ইবাদত ও তাওহীদের উপর অটল-অবিচল থাকি। আর আল্লাহর দরবারে খালেছ তওবা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*।

আপনিও হন তাদের একজন, যারা বলে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। সত্যিকার মুসলিম ব্যক্তি যখনই আল্লাহর কোন নির্দেশ বা হুকুমের সম্মুখীন হয়, তখন সে সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করা বা আমল করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়ন করা বা তদনুযায়ী আমল করতে সে সুখ লাভ করে। সে আল্লাহর আদেশের খেলাপ করা বা বিরোধিতাকে পসন্দ করে না। সে ইসলামের সম্মান, আল্লাহ্র দেয়া শরী'আতের মর্যাদা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের আনুগত্য করাকে পসন্দ করে। এর বিনিময়ে তার উপর কি বর্তাবে বা তাকে কোন অনাকাংখিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'তে হয় কিনা সে বিষয়ে কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ বা কর্ণপাত করে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যারা তার আনুগত্য করা ও তার রাসূলের অনুকরণ করা হ'তে বিরত থাকে তাদের ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ 'কপট বিশ্বাসীরা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি ও তাদের আনুগত্য করি। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা প্রকৃত অর্থে মুমিন নয়' *(নূর ২৪/৪৭-৪৮)*। একটু পরে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ– 'অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ'তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হ'ল সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাকে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১-৫২)*।

ছাফিয়া বিনতে শাইবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমরা কুরাইশী নারীদের আলোচনা ও তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করছিলাম। তখন আয়েশা (রাঃ) আমাদের বললেন, অবশ্যই কুরাইশ বংশের নারীদের মর্যাদা আছে, যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তবে আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আনসছারী নারীদের মত এত বেশী আল্লাহ্র কিতাবের উপর বিশ্বাসী ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়নকারী আর কোন নারীকে আমি কখনো দেখিনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন সূরা নূর নাযিল করল, তখন তাদের পুরুষরা তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের প্রতি যে কুরআন নাযিল করা হল, তা তিলাওয়াত করল। পুরুষ তার স্ত্রীকে, তার মেয়েকে, বোনকে এবং প্রতিটি নিকটাত্মীয়কে শোনাল। তেলাওয়াত শোনামাত্রই সাথে সাথে আনছারী নারীরা তাদের

---

১৪. আহমাদ হা/২৭৩৬৪; বুখারী হা/৬৪৯০; মুসলিম হা/২৯৬৩; মিশকাত হা/৫২৪২।
১৫. তাফসীরে ইবনু কাছীর ৭/১৭৬ পৃঃ।
১৬. আল-ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক ১৪৫ পৃঃ।

নকশী করা কাপড় নিয়ে তাদের দেহকে ডেকে ফেলল। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনর কথার উপর বিশ্বাস করতে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে কোন প্রকার বিলম্ব করল না। তাদের অবস্থা এমন হল, তারা সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে তাদের মাথা ও চেহারা ডেকে রাখল, যেন তাদের মাথার উপর কাক'।[১৭]

মোট কথা, আল্লাহ্র আদেশের সামনে কোন প্রকার গড়িমসি করা ও মতামত ব্যক্ত করার কোন অধিকার নেই। আল্লাহ্র নির্দেশ আসার সাথে সাথে বলতে হবে আমরা শুনলাম এবং মানলাম। এটিই হল, প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমান। হে পর্দাহীন মুসলিম রমণীরা! যদি আপনারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকার করেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে মেনে নেন, আর রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী, মেয়ে এবং ঈমানদার নারীদের আদর্শ হিসাবে মানেন, তাহ'লে আল্লাহ্র দরবারে তওবা করে নিজের অপকর্ম ও পাপাচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

হে আল্লাহ্র বান্দী! আপনারা এ ধরনের কথা বলা হ'তে বিরত থাকুন যে, আমরা অচিরেই তওবা করব, অচিরেই ছালাত আদায় করব, অচিরেই পর্দা করব ইত্যাদি। কারণ, তওবাকে বিলম্ব করা অপরাধ। তার চেয়ে বরং বলুন, যেমনটা মুসা (আঃ) বলেছেন, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى 'আর আমি দ্রুত আপনার নিকটে চলে এলাম হে আমার প্রতিপালক! যাতে আপনি খুশী হন' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৪)*।

অতএব তোমরা এমন কথা বল, যে কথা তোমাদের পূর্বে মুমিন নর-নারীরা বলছিল, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 'আর তারা বলে যে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আমরা আপনার ক্ষমা চাই হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনার নিকটেই আমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পর্দা করা ও আল্লাহ্র আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

[লেখক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

১৭. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/৪৬ পৃঃ।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা** : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

সাক্ষাৎকার : ডা. ইদরীস আলী

*['আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর রাজশাহী যেলার সম্মানিত সভাপতি, সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডা. ইদরীস আলী (৯৩) একাধারে প্রাক্তন থানা শিক্ষা অফিসার, প্রবীণ হোমিও ডাক্তার, বর্ষীয়ান সংগঠক ও একজন বোদ্ধা পাঠক। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ডামাডোলের চাক্ষুষ সাক্ষী, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মর্দে মুজাহিদ এবং সত্যের পথে একজন লড়াকু ব্যক্তিত্ব। শরীর বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়লেও কর্মচঞ্চলতায় ও মনের উদ্যমতায় যৌবন তাঁর অদ্যবধি অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। 'বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বেঁধে রাখা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি, যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন। যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে তাহাই বার্ধক্য'- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে যৌবন এবং বার্ধক্যকে যে ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেছেন ডা. ইদরীস আলী যেন তারই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। কালে কালে আহলেহাদীছ বীরপুরুষদের সাথে অন্তরঙ্গ সখ্যতায় অবিচল আস্থার সাথে তিনি বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচারের বহতা স্রোতে জীবনতরী ভাসিয়েছেন। তাঁর সারাক্ষণ একটাই ধ্যান ও জ্ঞান- 'এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার! কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত'। এমন একজন তাহাজ্জুদগুযার, কর্মচঞ্চল, জনসেবক ও বয়োবৃদ্ধ সংগঠকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক **মুখতারুল ইসলাম**। নিম্নে পাঠকদের করকমলে সাক্ষাৎকারটি পত্রস্থ করা হল]*

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন? এই বয়সে দিনকাল কেমন যাচ্ছে?

ডা. ইদরীস আলী : আল্লাহর অশেষ রহমতে ও তোমাদের দো'আয় আলহামদুলিল্লাহ ভাল আছি। বয়স হয়েছে তো এখন অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছি। মনে রাখতে পারছিনা।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম কত সালে এবং বর্তমানে কত বছরে পর্দাপন করেছেন?

ডা. ইদরীস আলী : আমার পিতামাতার দেয়া তথ্যানুযায়ী আমার জন্মসাল বাংলা ১৩৩৪ সালের ২৬শে মাঘ, ইংরেজী ১৯২৭ সালের দিকে। আর সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৯৩২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। জন্মসাল অনুযায়ী আমার বর্তমান বয়স ৯৩ বছর।

তাওহীদের ডাক : আপনার পরিবার ও জন্মস্থান সম্পর্কে পাঠকদের যদি কিছু বলতেন?

ডা. ইদরীস আলী : আমার পিতার নাম কিসমুতুল্লাহ মুনশী ও মা মুরজান। আমার আব্বা বড় ফ্যামিলির সদস্য ছিলেন। তারা ১০ ভাই, ১ বোন। তিনি কৃষিকাজের পাশাপাশি চাউলের ব্যাবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর আমার পরিবার বলতে আমার দুই ছেলে দুই মেয়ে। বড় ছেলে দুই সন্তান রেখে মারা গেছে। তারা সবাই ঢাকাতে থাকে। সবাই মাস্টার্স শেষ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। আর আমি ছোট ছেলে নিয়ে বাড়িতেই থাকি। আর মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি। বড় জামাইয়ের নাম আব্দুল খালেক, তিনিও থানা শিক্ষা অফিসার ছিলেন। নাটোরের ডিপিইও থাকাকালীন রিটায়ার করেন।

আমার জন্মস্থান রাজশাহী যেলার চারঘাট থানার ইউসুফপুর সিপাইপাড়া গ্রামে। নানার নাম ইউসুফ সিপাহী। তাঁর নামেই গ্রামের নামকরণ করা হয়।

তাওহীদের ডাক : আপনার পিতার পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডা. ইদরীস আলী : আমার আব্বা সমাজ সচেতন, শিক্ষানুরাগী ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবনে একবার পড়াশোনার জন্য জামতৈল, সিরাজগঞ্জ চলে গিয়েছিলেন। সেখানে বেশ কিছুদিন ছিলেন। তবে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা শেষ করেননি। তিনি স্থানীয় আলেমদের নিকট পড়তেন আর বাড়ীতে এসে আম্মাকে পড়াতেন। আমরা আম্মাকে গুলিস্তা, বুস্তা সহ ফার্সী ভাষার বিভিন্ন বই বাড়ীতে পড়তে দেখেছি। আব্বা ৪টি ভাষা জানতেন। তিনি আলেম-ওলামাদের খুবই সম্মান করতেন। মাদরাসা শিক্ষার প্রতি অগাধ অনুরাগ ছিল। আমার মনে পড়ে একবার আমার শ্রদ্ধেয় নানা মামা সুলায়মানকে আরবী পড়াতে রাযী ছিলেন না। কিন্তু বাবা বললেন, তুমি পড়তে যাও, আমি তোমার খরচ দিব। এতে মামা পড়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৩২ সালে দিল্লী থেকে দাওরা ফারেগ হন। তিনি পরবর্তীতে দুয়ারী মাদরাসার মৌলবী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি তদান্তীনকালে দুনিয়াবী ব্যস্ততার পাশাপাশি রাতে দ্বীনদারী ও পরহেযগারীতার তা'লীম নিতেন। আমার জানামতে তিনি জামিরার মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উস্তাদ-শাগরিদের সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। তিনি সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে রাতে উস্তাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ চর্চা করতেন। বিশেষকরে তিনি জামিরা মাদরাসায় রাত্রিকালীন সময়ে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও রফাতুল্লাহ ছাহেবের নিকট নিজ উদ্যোগে পড়তে যেতেন। মাওলানা রফাতুল্লাহ ৬০ বছর হাদীছের কিতাব পড়িয়েছিলেন। তার আরবী গ্রামার ও হাদীছের গ্রন্থ প্রায় মুখস্থই ছিল। আমার বাবা জামিরা জামা'আতের আমীর

মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর হাতে প্রথম বায়'আত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যাকারিয়ার হাতে। সর্বশেষ ইয়াহইয়া ছাহেবের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ঐ অঞ্চলে আমার বাবার মত কেউ পরহেযগার মানুষ ছিলনা। আব্বা খুব জিহাদী ব্যক্তি ছিলেন। আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য গোটা গ্রামের লোক তাঁর বিপক্ষে ছিল।

তাওহীদের ডাক : আপনার পড়াশোনার হাতেখড়ি কিভাবে হয়?

ডা. ইদরীস আলী : প্রথমে বাড়িতেই আব্বা-আম্মার কাছে আমার এবং আমার বড় ভাই আব্দুল গফুরের পড়ালেখার হাতেখড়ি হয়। তারপর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের গ্রামে প্রাইমারী স্কুল থাকলেও পড়াশুনা শুরু হয় বাদুড়িয়া প্রাইমারীতে। সেখানে আব্বার এক বন্ধু ঐ স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর ইউসুফপুর জুনিয়র এগ্রিকালচার হাইস্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করি। এরপর সারদা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় (বর্তমানে সারদা পাইলট স্কুল এণ্ড কলেজ) থেকে এসএসসি পাশ করি। নাইট শিফটে রাজশাহী সিটি কলেজে ১৯৬৮ সালে এইচএসসিও পাশ করি। ১৯৭২ সালে বিএ পাশ করে পড়শোনার ইতি টানি। আমার বড় ভাই আব্দুল গফুর রাজশাহী সরকারী হাই মাদরাসায় পড়েছেন ১৯৪২ সাল। তিনিও পরবর্তীতে জয়পুর প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন।

তাওহীদের ডাক : আমরা শুনেছি আপনি নাকি দাওরায়ে হাদীছও ফারেগ হয়েছিলেন?

ডা. ইদরীস আলী : আমি যখন এসএসসি পাশ করি এবং পাশাপাশি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করি, তখন আমার আব্বার শিক্ষক মাওলানা রফাতুল্লাহ আব্বাকে বললেন, তোমার ছেলেকে স্কুলে যাওয়ার পূর্বে আমার কাছে পড়তে আসতে বলবে। আব্বার নির্দেশে তাঁর কাছে পড়তে যেতাম। আর ১০টার আগে আমার কর্মস্থলে চলে আসতাম। মজার ব্যাপার হ'ল আমি আমার বাবার কাছে বাড়ীতে আরবী, উর্দূ ও ফার্সী পড়া শিখেছিলাম। আর হাইস্কুলে আরবী গ্রামারও পড়েছি। পরবর্তীতে ইন্টার ও ডিগ্রীতে আমার আরবী ছিল। ফলে খুব দ্রুত দাওরায়ে হাদীছের সমস্ত বই পড়ে শেষ করে ফেলি। তবে দাওরা হাদীছের কোন সার্টিফিকেট আমার নেই। আমার বাড়ীতে এখনও মিশকাতসহ বেশ কিছু আরবী বইয়ের মূল কপি রয়েছে।

তাওহীদের ডাক : আপনার পেশাজীবন সম্পর্কে বলুন।

ডা. ইদরীস আলী : এসএসসি পাশ করেই আমি বাদুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করি। এক বছর পিটিআই প্রশিক্ষণ নেই। এরপর ১৯৬২ সালে দেশের স্বনামধন্য স্কুলগুলোকে আইয়ুব সরকার একটা স্কীমের আওতায় পাইলট স্কুল চালু করে। সেই স্কীমের আওতায় শিক্ষক (ইংরেজী) হিসাবে সারদা পাইলট হাইস্কুলে চাকুরীতে যোগ দিই। আমার ইংরেজী ভাষার উপর স্পেশাল ট্রেনিং ছিল বিধায় সেই সুযোগটি আমার হয়েছিল। পরবর্তীতে রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড শেষ করি। এরপর ১৯৬৪ সালে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার (এএসআই) হিসাবে দিনাজপুরে পোস্টিং হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে পুঠিয়া থানা শিক্ষা অফিসার থাকাবস্থায় রিটায়ার করি।

তাওহীদের ডাক : কখন বৈবাহিক জীবন শুরু করেছিলেন?

ডা. ইদরীস আলী : আমার শিক্ষক মাওলানা রফাতুল্লাহ্র (শ্যামপুর) সাথে আমাদের বেশ ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। তাঁর ছোট ভাই হাজী মকছেদ আলী যখন হজ্জে যাবেন তার পূর্বে তাঁর একমাত্র ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। তখন মাওলানা রফাতুল্লাহ ও আমার আব্বা দু'জনে মিলে আমার সাথে বিয়ে ঠিক করেন। এভাবে আমার না দেখাতেই ১৯৫৪ সালে স্ত্রী ছালেহা খাতুনের সাথে আমার বিবাহ সম্পন্ন হয়।

তাওহীদের ডাক : পেশাজীবনের উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতি আছে কি?

ডা. ইদরীস আলী : আমি জীবনে কখনো দুর্নীতি করিনি এবং তা সহ্যও করিনি। যত বাধাই আসুক, সত্যের পথে অটল থেকেছি। হ্যাঁ আমার জীবনের বাস্তব কিছু স্মৃতি আছে।

(১) পুঠিয়া থাকাকালীন একবার শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হবে। প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়। এদিকে চাকরীপ্রার্থীর কাছ থেকে উপযেলা চেয়ারম্যান প্রচুর টাকা ঘুষ নিয়েছে। পরীক্ষার আগের দিন আমাকে ডেকে নিয়ে টিএনও ছাহেবের সাথে আলাপ করিয়ে বললেন যে, এই এই প্রশ্ন করবেন। যদি আমার নিজ থানার টিএনও আর উপযেলা চেয়্যারম্যান আমাকে একটা কথা বলেন, তাহ'লে কি সেটা অমান্য করা সম্ভব? টিএনও-এর দেশের বাড়ী প্রেসিডেন্ট এরশাদ ছাহেবের রংপুরে এবং তিনি আবার মুক্তিযোদ্ধা। এরশাদ ছাহেবের পিরিয়ডের গল্প বলছি। এককথায় খুবই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। পরের দিন দশটায় পরীক্ষা। এবার আমি আর আমার জামাই দু'জনে মিলে তাদের দেওয়া প্রশ্ন সব বাদ দিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরী করলাম। আল্লাহ ভরসা। পরীক্ষার দিন যারা টাকা দিয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিল তারা কিছুই পারলনা। আমিই খাতা দেখলাম আর রেজাল্ট দিলাম। এতে শুধুমাত্র যারা যোগ্য ছিল তারাই চান্স পেল এবং সরকারী চাকরি পেল।

পরের দিন টিএনও ছাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং গোপনে বললেন, চেয়্যারম্যান রাতে ঘুমাতে পারেননি আর ভাতও খাননি। খুব মন খারাপ করে আছেন। আমি তাকে বুঝালাম, যে অফিসার ঘুষ খায় না, সত্যিকারের কাজ করে, এদের সুনামেই আপনার সুনাম। যারা দুর্নীতি করে, তাদের দ্বারা আপনার কোন উপকার হবেনা। পরবর্তীতে টিএনও ছাহেবই উপযেলা চেয়ারম্যানকে ছাফ জানিয়ে দেন যে, যে লোক ঘুষ খায় না তাকে কি আমি সাহায্য করব না? এভাবে আল্লাহ্র রহমতে তিনি আমাদেরকে সমর্থনে থাকেন এবং সত্যের পক্ষাবলম্বন করেন।

পরে তাকে আল্লাহ এমনভাবে হেদায়াত দান করেন যে, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে ঘুষখোর শিক্ষক ও অফিসারের দায়ের করা

অভিযোগপত্র দেখান এবং বলেন, আমি বারবার দেখেছি আপনারা সব সময় সত্যের পথে আছেন, যা আমার নিকট পরীক্ষিত। অতএব আমার জীবন থাকা পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে সাহায্য করব ইনশাআল্লাহ।

(২) নাটোরের লালপুর থানা থেকে পুঠিয়া এরপর চারঘাট থানায় বদলি হয়ে আসলাম। আমি আসার আগে সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি থানাতে ৩০-৩২ জন্য শিক্ষক নেয়ার কথা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট এরশাদের পিএ চারঘাটের মিলিটারী অফিসার আনিছুর রহমান খুব ভাল মানুষ ছিলেন। তার আত্মীয়-স্বজনদের পীড়াপীড়িতে তার অজান্তেই স্থানীয় অফিসারদের মাধ্যমে কিছুটা স্বজনপ্রীতি হয়ে যায়। স্থানীয় অফিসাররা তার সুনামকে পুঁজি করে চাকুরী দেওয়ার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। চাকরী প্রার্থী অনেকেই ভাল করলেও তাদের চাকুরী মিলেনি। দুর্নীতিবাজ অফিসারেরা যারা টাকা দিয়েছে তাদেরকে চাকুরী দিয়েছে। সত্য বলতে কি, টিএনও স্যারই টাকা খেয়ে এগুলো করেছেন। এদের মধ্যে দু'জন মেয়েকে চাকুরী দিয়েছে যাদের বয়স ১৬ বছর। এমনকি এদের একজন মিলিটারী অফিসার আনিছুর রহমানের নিজের বোন। অথচ সরকারী বিধি হ'ল ১৮ বছরের কমে সরকারী চাকুরী করতে পারবে না।

তাদেরকে নিয়েছে; কিন্তু পোস্টিং দেয়নি। কেননা ঐ সময় দায়িত্বরত শিক্ষা অফিসার বদলি হয়ে যান। দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। ঐ অফিসার আমাকে পুঠিয়ায় আমার বাড়িতে গিয়ে আমাকে শিক্ষকদের পোস্টিং দেয়ার কথা বলে। তাদের দুর্নীতির বিষয়টি আগেই আমার কানে এসেছিল। এর পরের দিন টিএনও বদলি অফিসার হিসাবে আমাকে বললেন, এদেরকে পোস্টিং দিয়ে দিন। আমি বললাম, সব পেপারস আমার নিকট সাবমিট করুন। তিনি উল্টো আমাকে পেপার না দিয়ে বললেন, যে তালিকা আছে, তা দেখে দিয়ে দিন। আমি চিন্তা করলাম, আমি এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিব আর আমার কাছে কোন ডকুমেন্টারী কাগজ থাকবে না, এ কেমন কথা? টিএনওর সাথে আমার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। আমি সত্যের উপরই অবিচল থাকলাম। এর পরের দিনেই ইউনিয়ন কাউন্সিলের ভোট। শিক্ষা অফিসার হওয়ার কারণে থানা রিটার্নিং অফিসার হতে হবে। আমি এক স্কুলে ভিজিট করতে গেছি। টিএনও সেখানে তার গাড়ি নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত। তিনি আমাকে সেই দিন রাতে অফিসে নিয়ে গিয়ে বিশেষভাবে বললেন, এখনই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিন। এদিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজশাহীতে কেস হয়ে গেছে। এটা আমার জানা ছিলনা। পরের দিন জানতে পেরেছি। এবার আমি কোমর শক্ত করে বললাম, আপনি পেপারগুলো দেন। আমি জানতাম তারা দুর্নীতি করেছে। তিনি সব পেপার দিলেন। আমি সমস্ত পেপার দেখে যারা অযোগ্য সবাইকে বাদ দিয়ে দিলাম। হকের পথে দৃঢ় থাকলাম। তারা বহু চেষ্টা করেও কোন কূল পেলনা। পরে এই ঘটনার কারণে ঐ টিএনও আমাকে অত্যাধিক সম্মান করতেন। আমি যদি চাকুরী জীবনে ঘুষ খেতাম তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারতাম। কিন্তু আমি সবসময় নিজের প্রাপ্ত বেতনের উপরই সন্তুষ্ট থেকেছি আলহামদুলিল্লাহ। ঐ সময় আমি আর আমার জামাই এই দুইজন শিক্ষা বিভাগে কোন দুর্নীতি করিনি। ফলে সবসময় কোন না কোন ভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পেয়েছি।

তাওহীদের ডাক : আমরা শুনেছি আল্লামা কাফী আল-কুরায়েশী ছাহেবের সাথে আপনার সম্পর্ক ছিল। এ বিষয়ে কিছু বলুন।

ডা. ইদরীস আলী : সম্ভবতঃ ১৯৪৯ সালের দিকে আল্লামা কাফী ছাহেবকে আমার শ্বশুরবাড়ীর এলাকা শ্যামপুরবাসীরা প্রথমে দাওয়াত করে নিয়ে এসেছিল। এরপর জামিরা, চারঘাটসহ বিভিন্ন সভায় তিনি প্রায়শঃই আসতেন। আর তিনি আসলে আমি সাধারণত তাঁর মনোমুগ্ধকর বক্তব্য কখনো ছাড়তাম না। তিনি সুশ্রী ফর্সা টকটকে গড়নের মানুষ ছিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে একটানা বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফার্সী বলে যেতেন। শ্রোতারা চাতক পাখির মত তাঁর বক্তব্যের জাদু বানে পাগলপারা হয়ে যেত। আমার মনে হত তিনি সারাদিন বললেও যেন অতৃপ্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। এভাবে তাঁর সাথে পরিচয়, আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে।

এখনকার মত সেসময় সাংগঠনিক স্তর ছিলনা। তবুও তাঁর মৃত্যু অবধি তাঁর সাথে খুব ভালই সম্পর্ক ছিল। তাঁর সব লেখাই খুবই ভাল লাগত। আমি তাঁর প্রতিটি লেখা খুঁটে খুঁটে পড়তাম। আর তখন থেকেই তাঁর লেখা 'তর্জুমানুল হাদীছ' পত্রিকা নিয়মিত সংরক্ষণ করতাম।

তাওহীদের ডাক : আল্লামা কাফী ছাহেবের মৃত্যুর পর ড. আব্দুল বারী ছাহেবের সাথে আপনার পরিচয় কিভাবে হয়?

ডা. ইদরীস আলী : কাফী সাহেবের মৃত্যুর পর ড. আব্দুল বারী ছাহেবের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল। কেননা তিনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভিসি হওয়ায় রাজশাহীতেই থাকতেন। তারপর তাঁর জামাই ড. এরশাদুল বারী ছাহেবের সাথে রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে একসাথে পড়ার সুবাদে ড. বারী ছাহেবের সাথে আমার খুবই আন্তরিক সম্পর্ক শুরু হয়। ১৯৭১ সালে ড. বারী ছাহেব ভার্সিটিতে থাকাবস্থাতেই দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পাক বাহিনী ইউনিভার্সিটি দখলে নিয়ে নেয়। আমাদের জামিরা এলাকা আহলেহাদীছ অধ্যুষিত হওয়ায় তিনি সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আবার অবস্থা স্থিতিশীল হলে তিনি পুনরায় তার কর্মস্থল রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাওহীদের ডাক : এ্যাডভোকেট আয়েনুদ্দীন তো অত্র এলাকারই অধিবাসী ছিলেন, তাই না?

ডা. ইদরীস আলী : আয়েনুদ্দীন ছিলেন মাওলানা রফাতুল্লাহ ছাহেবের আপন ভাতিজা আর আমার চাচা শ্বশুরের ছেলে। উনি পাকিস্তানী আমলে এমপি ও সেক্রেটারী ছিলেন। উনি ওকালতি পাশ করে সুপ্রিম কোর্টের উকীল হলেন। তিনি জমঈয়তে আহলেহাদীছের সহ-সভাপতি ছিলেন।

তাওহীদের ডাক : আপনি কি কখনো অন্য কোন ইসলামী দলের সাথে জড়িত ছিলেন? আয়েনুদ্দীন ছাহেব কি জমঈয়ত ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দল করতেন?

ডা. ইদরীস আলী : আমি জীবনে বহু রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, পীর-মাশায়েখ বিভিন্ন ঘরানার বহু ইসলামী দল দেখেছি। আনুমানিক ১৯৮০ সালে জামিরা মাদরাসায় একজন শিক্ষক মাওলানা বছীরুদ্দীন এসেছিলেন। তিনি জামিরার ইয়াহইয়া ছাহেবকে তথাকথিত একটি রাজনৈতিক ইসলামী দলে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে যোগদান করান। এমনকি ঐ দলটি ড. বারী ছাহেবেরও পূর্ণ সমর্থন পায়। একদিন ইয়াহইয়া ছাহেব আমাদের সকলকে জামিরাতে ডাকলেন এবং মতবিনিময় করলেন। অতঃপর আমাকে সেই রাজনৈতিক দলটির পুঠিয়া থানা আমীর করা হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার কাজ শুরু করতে বলা হয়। আমি বছর খানেক থাকার পর আর তাদের সাথে থাকতে পারলাম না। কারণ তারা হক কথা বলতে দেয় না। শিরক-বিদআ'ত ও মাযহাবী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে কিছু বলা নিষেধ। শুধু ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতাসীনদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনাই তাদের কাজ। কিছু বললে তারা বলে সব ক্ষমতায় গিয়ে ঠিক করে দেব।

আমাদের আহলেহাদীছ অনেক নেতৃবৃন্দই এই রাজনৈতিক দলটির ধোঁকায় পড়ে আহলেহাদীছ জামা'আতের বড় ক্ষতি করে দিয়েছিল। আল্লামা কাফী ছাহেবের মৃত্যুর পর জমঈয়তে আহলেহাদীছও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাববোধ করেছে। আমি তার জ্বলন্ত সাক্ষী। আমি তদানীন্তনকালে আল্লামা কাফী ছাহেবের 'তর্জুমানুল হাদীছ'-এ প্রকাশিত সূরা ফাতিহার তাফসীর গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনেকবার অনুরোধ করেছি; কিন্তু কে শুনে কার কথা? এই দুর্বলতার কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন।

আর আয়েনুদ্দীন ছাহেব জমঈয়তের পাশাপাশি মুসলিম লীগ করতেন। তবে তিনি সমাজহিতৈষী মানুষ ছিলেন। তিনি আরব-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি এলাকায় অনেক মসজিদ তৈরী করেছিলেন।

তাওহীদের ডাক : 'জামায়াতে ইসলাম পার্টীতে আমার যোগ দেওয়া অসম্ভব' মর্মে কোন বক্তব্য কি আল্লামা কাফী আল-কুরায়েশীর ছিল বলে আপনি জানেন?

ডা. ইদরীস আলী : হ্যাঁ, 'জামায়াতে ইসলাম পার্টীতে যোগ দেওয়া অসম্ভব' মর্মে আল্লামা কাফী সাহেব 'তর্জুমানুল হাদীছ' *(মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ সংখ্যা, ১৪৩-১৪৮ পৃ.)* পত্রিকায় পরিষ্কারভাবে বলে গিয়েছিলেন। পরে সেটি হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ 'একটি পত্রের জওয়াব' শিরোনামে প্রকাশ করে (১৯৯৩ইং)। তাঁর প্রকাশিত এই পত্রিকাটির ১৯৪৯ সালের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে সবগুলো কপি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। ৪টি বাইন্ডিং কপিতে সবগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমি সেগুলো নিয়মিত পড়তাম। তাঁর লেখা আমার ভিতরে খুব প্রভাব ফেলত।

তাওহীদের ডাক : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সাথে আপনার কবে প্রথম পরিচয় হয়?

ডা. ইদরীস আলী : আমি ১৯৯৫ সালে ফারুক ছাহেব (দূর্গাপুর)-এর দাওয়াতে আন্দোলনের সাথে যোগ দেই এবং আমীরে জামা'আতের সাথে পরিচিত হই। আমীরে জামা'আতের কথামত সাংগঠনিকভাবে কর্মকাণ্ড শুরু করলাম। কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম যে, আমি আমার প্রাণের সংগঠন পেয়ে গেছি। অতঃপর আমাকে আমীরে জামা'আত রাজশাহী যেলার সহ-সভাপতি করলেন। তখন আমার সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম আযাদ। অতঃপর মুজীবর রহমান। তাঁরা চলে যাওয়ার পর আমাকে যেলা সভাপতি করা হয়। তারপর থেকে প্রায় ১০ বছর যাবৎ আমি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি।

তাওহীদের ডাক : আল্লামা কাফী ছাহেব ও আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের দাওয়াতী মানহাজ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

ডা. ইদরীস আলী : তাঁদের উভয়ের দাওয়াতী মানহাজ একই। তবে দাওয়াতের পদ্ধতি ভিন্ন। আল্লামা কাফী ছাহেব আসলে প্রথম জীবনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি সময় খুবই কম পেয়েছিলেন। মাত্র ১০ বছরের মত। এর মধ্যে শক্ত সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানোর সুযোগ পাননি। তিনি ৪জন আলেমকে অঞ্চলভেদে ভাগ করে দিয়েছিলেন দাওয়াতী কাজের জন্য, যারা সবসময় সমাজের মধ্যেই থাকতেন এবং জমঈয়তে আহলেহাদীছের দাওয়াত দিতেন। আল্লামা কাফীনছাহেব নিজেও সবসময় দাওয়াতের উপরই থাকতেন। সাথে সাথে তিনি 'তর্জুমানুল হাদীছ' ছাপানোসহ সাংগঠনিক ও দ্বীনী কাজ পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সেই কর্মতৎপরতার ধারাবাহিকতা আর বুঝতে পারিনি।

আর আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বাংলাদেশে আহলেহাদীছ জামাআ'তকে একটি সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসেছেন। কথা, কলম এবং সংগঠন নিয়ে তিনি যেভাবে মাঠে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আমাদের অন্য কোন আলেম-ওলামাদের মধ্যে সেভাবে দেখা যায়নি। এমনকি খোদ আল্লামা কাফী ছাহেবের রেখা যাওয়া আমানত জমঈয়তে আহলেহাদীছ সাংগঠনিকভাবে তেমন মজবুত নয়, বরং ভঙ্গুরপ্রায়। বরং সত্য বলতে কি, আমীরে জামা'আত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ মানহাজের এক ও অদ্বিতীয় নেতৃত্ব, কেউ মুখে স্বীকার করুক বা না করুক। ময়দানে অন্যান্য আহলেহাদীছ সংগঠনগুলি প্রায় নামসর্বস্ব। তাদের মাঝে দাওয়াতী জাযবা এবং সমাজ সংস্কারের আকুতি ও দৃঢ়চিত্ততা তেমন দেখা যায় না। আবার কিছু কিছু আলেম আছেন, যারা সংগঠন করা, না করা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন এবং অযথা নিজেদের মেধা ও শক্তিমত্তাকে ক্ষয় করে চলেছেন।

আবার কেউ ঐক্যের মরীচিকাসম মহাসড়ক বানাতে ব্যস্ত আছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দিন এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের অর্ন্তভুক্ত করে নিন। আমরা যেন তথাকথিত ঐক্যের বাণীর বলি না হয়ে যাই।

তাওহীদের ডাক : একজন সচেতন পাঠক হিসাবে আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের লেখনীর খেদমতকে কিভাবে দেখেন?

ডা. ইদরীস আলী : তাঁর প্রত্যেকটি-দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য ও লেখাই ভাল লাগে। তাঁর লিখিত কিছু পড়তে বসলে কোনদিকে চোখ ফেরাতে পারিনা। তাঁর ভাষা চয়ন এত সাবলীল যে, চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। মাসিক আত-তাহরীক কখন বের হবে, সেদিকে পথ চেয়ে থাকি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইটা আগেও পড়েছি। গত কয়েকদিন আগে আবারও পড়লাম। পড়ে এত ভাল লাগল যে, বইয়ের কিছু কপি আবার আনিয়ে নিলাম। এই বই সবসময় মানুষের মাঝে বিলি করি। আহলেহাদীছদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে এই বইটির বিকল্প নেই। আমি যেখানে যাই বলি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মানের একজন আলেমও আর আসেননি। আমীরে জামা'আতের মত এমন একজন সৎ, দূরদর্শী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বকে নেতা হিসাবে পাওয়া আমাদের জন্য বড় সৌভাগ্যের। শুধু তাই নয় বর্তমান সময়ে তাঁর মত একজন সব্যসাচী লেখক ও আলেমের দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর লেখনী নিয়ে কি আর বলব, সেগুলো নিয়েই বেঁচে আছি।

তাওহীদের ডাক : শিক্ষকতার পাশাপাশি ডাক্তারী পেশা কবে থেকে শুরু করেন?

ডা. ইদরীস আলী : ১৯৪৫-৫১ সালে আমি যখন সারদা স্কুলে লেখাপড়া করি, তখন আব্দুল মুত্তালিব নামে আমাদের একজন ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন যিনি আরবী, উর্দূ ও ফার্সী পড়তেন। উনি আবার সকাল-বিকাল হোমিও প্র্যাক্টিস করতেন। আমি ম্যাট্রিক পাস করার পর যে প্রাইমারীতে পড়েছি, সেখানেই চাকুরী পাই। এর কিছু দিন পর সারদা বাযারে গিয়েছিলাম। তখন আমার সেই ধর্মীয় শিক্ষক তাঁর ডিসপেনসারী থেকে আমার নাম ধরে ডাক দিলেন। স্যারের কাছে গিয়ে সালাম-মুছাফাহা করলাম। তারপর স্যার বললেন, কি করছ? আমি বললাম, আপনি যা করছেন তাই-ই (শিক্ষকতা)। তখন স্যার হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা নামে একটা বই ফ্রি দিয়ে বললেন, যাও বাড়ীতে গিয়ে পড়বে। স্যার মানুষ, বইটা দিলেন যেহেতু কিছু বলতেও পারলাম না। এভাবে আমার ডাক্তারী জীবনের শুরু। বইটা বাড়ীতে নিয়ে এসে পড়ার পর আশ্চর্য হলাম যে, এত চমৎকার বই! এই বই পড়লে আমাকে হোমিও ডাক্তার হতেই হবে। এরপর সেই ১৯৫২ সাল থেকে প্রায় ৬৮ বছর ধরে শিক্ষকতা ও চাকুরীর পাশাপাশি হোমিও ডাক্তারী চলছে।

তাওহীদের ডাক : আপনি কখন বানেশ্বর এলাকায় আসলেন? এখানকার মানুষগুলো কি আগে থেকে আহলেহাদীছ ছিল? আর দাওয়াতী কাজে কখনো কি বাধার শিকার হয়েছেন?

ডা. ইদরীস আলী : আমার চাকুরীকালে ১৯৮০ সালের দিকে আমি বানেশ্বর বাযার এলাকায় চলে আসি। কেননা এখান থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া খুব সহজ ছিল। আর তখনকার সময় চাকুরীজীবীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল এটি। সাথে সাথে এটি অত্র অঞ্চলের মানুষের ব্যবসা-বানিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। উল্লেখ্য যে, এটি আহলেহাদীছ এলাকা এবং জামিরা আহলেহাদীছ সমাজের দ্বারা পরিচালিত হত। তবে বানেশ্বর ব্যবসায়িক এলাকা হওয়ার কারণে বিভিন্ন মতের মানুষ এখানে বসবাস শুরু করে। ফলে মানুষজন আস্তে আস্তে তাদের নীতি-নৈতিকতা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। পরবর্তীতে আমীর জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের মাধ্যমে তাওহীদ ট্রাস্টের দেওয়া এখানে একটি মসজিদ স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই মসজিদকে কেন্দ্র করে অত্র অঞ্চলে দাওয়াতী কার্যক্রম চালু আছে। ফালিল্লাহিল হামদ! আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধাপ্রাপ্ত হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। তবে মাঝে-মধ্যে রাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা ঝামেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সামনা-সামনি আসার সাহস পায়নি।

তাওহীদের ডাক : আমরা শুনেছি আপনি এখনও নাকি প্রচুর পড়াশুনা করেন, আপনার প্রাত্যহিক জীবনের রুটিন যদি বলতেন?

ডা. ইদরীস আলী : হ্যাঁ, আমি পড়াশুনার মধ্য দিয়েই আমার অবসর সময় অতিবাহিত করি। পড়াশুনা ছাড়া আমি থাকতে পারিনা। প্রত্যেকদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা পড়ি। এর মাঝে হোমিও ডাক্তারীর বই পড়ি। তবে সবচেয়ে বেশী পড়ি আমীরে জামা'আত লিখিত বইগুলো। আর আমাদের বংশের একটি বিশেষ গুণ হ'ল সময় সচেতনতা। আমার আব্বা খুবই নিয়ম মাফিক চলতেন। আমরাও সে শিক্ষা পেয়েছি। পড়ালেখা, খাওয়া, ঘুমসহ সবকিছুই রুটিনমাফিক। যেমন রাত ৩টার দিকে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ি, তারপর ফজরের ছালাত পড়ে একটু ঘুমাই। ঘুম থেকে উঠে কমপক্ষে ৫টি হাদীছ অনুবাদসহ পড়ি। এরপর সংগঠনের বই ১০/২০/৩০ পৃষ্ঠা পড়ি। এর মাঝে কোন রোগী আসলে দেখি। অবসর থাকলে বই পড়ি।

তাওহীদের ডাক : আপনি ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে এত সুন্দরভাবে জুম'আর খুৎবা দেন কিভাবে?

ডা. ইদরীস আলী : আমার মনে আছে বৃটিশ আমলে আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন ক্লাস ফাইভে শুক্রবারের ছুটি থাকত না। টিফিনের আগে এক ঘণ্টা ছুটি দিত। তখন পাশের গ্রামে জুম'আ পড়তে যেতাম। আমার আব্বা কিসমতুল্লাহ মুনশীকে এলাকার সবাই চিনত। তারা ভাবত আমিও বোধহয় আরবী জানি। তাই আমি গেলে কেউ আর খুৎবা দিতে উঠত না। আর এভাবে খুৎবা দিতে দিতে ছোটবেলা থেকেই আমার খুৎবা দেয়ার অভ্যাস তৈরী হয়েছিল।

তাওহীদের ডাক : যদি আপনার জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য স্মৃতি তুলে ধরতেন?

ডা. ইদরীস আলী : (১) আমি যখন নাটোর যেলার লালপুর থানার উপযেলা শিক্ষা অফিসার ছিলাম। সেই সময় সরকার থেকে একটি ঘোষণা এসেছিল যে, প্রতিটা থানায় ২টা করে বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণ করা হবে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে তার একটা ক্যাটাগরী দিল যে, এই ক্যাটাগরীতে সিলেক্ট করতে হবে। সেই ক্যাটাগরীতে আমি নয়টি প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরী করলাম। কিন্তু বিষয়টি উপযেলা চেয়ারম্যানের এখতিয়ারে থাকায় তিনি আমার উপস্থিতিতে ক্রমিক নং ১ ও ৯টি নিল। বাকীগুলো বাদ দিয়ে দিল। বিশেষ করে আমাদের আহলেহাদীছ ভাইয়ের স্কুলটি তালিকা (২নং) থেকে বাদ দিল। অথচ নিয়মানুযায়ী ১নং ও ২নং অবশ্যই হওয়ার কথা। অন্যায়ভাবে ক্রমিকের ৯নং প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থের বিনিময়ে পাশ করিয়ে নেয়। আমি উপযেলা চেয়ারম্যান ফযলু সাহেবকে বললাম, বড় অন্যায় হয়ে গেল। তিনি বললেন, কি করবেন? তখন বললাম, আমি এ অন্যায়ের ব্যাপারে কিছু করতে চাই। তিনি গায়ের জোরে বললেন, পারলে করেন! তখন আমি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে চলে গেলাম। তখন দায়িত্বে ছিলেন বাগমারার কাসেম আলী ছাহেব। স্যারকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, বাদ দেন। আমি বললাম, এতবড় অন্যায় হবে আর আমি মেনে নিব? আমি আবার ভেরিফিকেশনে যাব, যদি তারা আবার আপীল করে। আর আপনি শুধু যেলা মিটিংয়ে লালপুর থানার নাম আসলে শুধু বলবেন শিক্ষা অফিসার কি বলে একটু দেখবেন। যেলা মিটিংয়ের দিন লালপুর থানার নাম আসলে তিনি তা-ই করলেন। আমার মন্তব্যের পর তিনি বললেন, এত বড় অন্যায় হয়েছে, কাটো এটা। অমনি কেটে দিয়ে আবার ২নং বসিয়ে দিলেন। আমার অন্তরে লেগেছিল এই জন্য যে, তারা যেটা বাদ দিয়েছিল সেটা আহলেহাদীছ গ্রাম ছিল। আলহামদুলিল্লাহ পরে আমার দেয়া সিরিয়াল অনুযায়ী ঢাকা থেকে বিল পাশ হয়ে আসল। পরে আর কোন সমস্যা হয়নি।

(২) মজার কিছু স্মৃতি আছে যেমন- আমি যখন রাজশাহী সিটি কলেজে প্রাইভেটে পড়ি তখন সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আব্দুল লতীফ ছিল আমার ক্লাসমেট। সে আমার ক্লাসমেট আবার ভাগ্যচক্রে আমার প্রিন্সিপ্যাল। পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকও হয়েছিলেন। আমরা এক সাথে সারদা হাইস্কুলে পড়েছি। আরেকটি বিষয় হ'ল পড়তে পড়তে চাকুরী, সেটি আবার আমার নিজের পড়া প্রতিষ্ঠানেই। এর ফাঁকে মহান আল্লাহ আমাকে দাওরার কিতাবগুলোও পড়ার তাওফীক দিয়েছিলেন।

তাওহীদের ডাক : এবার যুবসমাজের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতেন?

ডা. ইদরীছ আলী : একটি সংগঠনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হ'ল নিবেদিত প্রাণ একদল কর্মী বাহিনী। আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, সংগঠনে আমার একটাই কাজ ভাল কর্মী তৈরী করা। আসলে ভাল কর্মী তৈরী করতে গেলে নিজেকে আগে ভাল হ'তে হয় এবং আদর্শ কর্মী হ'তে হয়। তবেই ভাল কর্মী তৈরী করা যায়। তা না হ'লে তো ভাল কর্মী তৈরী করা যায় না। আমার এখন তেমন মনে থাকে না। কি করে মনে রাখব বুঝতে পারছি না। বিগত দিনে কিছু করতে পেরেছি। কিন্তু ইদানিং আর তেমন কিছু হচ্ছে না। বেশ কয়েক বছর আগে আমীর সাহেব আমাকে গোটা বাংলাদেশের 'শ্রেষ্ঠ যেলা সভাপতি' হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু কেন করলেন, তিনি আমাকে বলেননি। আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি। প্রত্যেক কর্মীকে মনে রাখতে হবে, আহলেহাদীছ আন্দোলন নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী আন্দোলন। ইসলামের নামে যেসব আন্দোলন চলছে তার অধিকাংশই ভুল বা ভেজাল। এগুলো বুঝতে পারাটাই হ'ল আসল কর্মীর কাজ। সাথে সাথে এটা যে নির্ভেজাল তাওহীদের আন্দোলন এটা কাজে প্রমাণ করতে হবে। খালি মুখে বললে তো হবে না। আহলেহাদীছ আন্দোলন জাহান্নাম থেকে বাঁচার আন্দোলন, জান্নাতে যাওয়ার আন্দোলন, মানবতার চিরন্তন মুক্তির আন্দোলন। এই আন্দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ করার মানে হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে আত্মসমর্পণ করা। এভাবেই একজন কর্মী সম্পূর্ণরূপে নিজেকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। আল্লাহ আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিন।

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

ডা. ইদরীস আলী : তাওহীদের ডাক খুবই ভাল একটা পত্রিকা। এতে যুবকদের যথেষ্ট খোরাক আছে। আমি নিজেও এর কপি সংগ্রহ করি। আন্দোলন করতে গেলে আগে যুবসংঘকে বুঝতে হবে। আর তা বুঝতে যুবসংঘে'র মুখপত্র তাওহীদের ডাক নিয়মিত পড়তে হবে। শুধু যুবসংঘ নয়, সংগঠনের সকল স্তরের কর্মীদের নিয়মিত এটা পড়া উচিৎ বলে আমি করি।

তাওহীদের ডাক : জীবন সায়াহ্নে এসে আপনার অনুভূতি কি? জীবনের শেষ ইচ্ছা কি আপনার?

ডা. ইদরীস আলী : আহলেহাদীছ আন্দোলন করতে করতেই যেন কবরে যেতে পারি ইনশাআল্লাহ! সবার কাছে দাবী থাকল আপনারা আমার জন্য আন্তরিকভাবে দো'আ করবেন যেন ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়। যদি দুনিয়া থেকে চলে যাই, সম্ভব হ'লে আমার জানাযায় আসবেন। যদি না আসতে পারেন, তাহলে অন্তত আমার জন্য এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করবেন। এটাই আমার একমাত্র কামনা শুভাকাঙ্খীদের কাছে।

তাওহীদের ডাক : আপনার জীবনের শেষ ইচ্ছা মহান আল্লাহ পূরণ করুন। আমরা সকলে আপনার জন্য সে দো'আই করি, আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন, সুস্থ রাখুন। অসুস্থতার মাঝেও আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ।

ডা. ইদরীছ আলী : তোমাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার আসবে। দো'আ রাখবে।

সাদা পায়ের চাপায় শ্বাসরুদ্ধ মানবতা

-আব্দুর রউফ

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের বাসিন্দা কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন নাগরিক জর্জ ফ্লয়েড (৪৬) মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের একটি রেস্তোরাঁয় চাকরী করতেন। গত ২৫শে মে তিনি রাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরে সিগারেট কিনতে গিয়ে নৃশংসভাবে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে প্রাণ হারান। জাল টাকা দিয়ে সিগারেট কিনেছেন এমন অভিযোগ করে দোকানী হটলাইনে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ তদন্তের অজুহাতে ফ্লয়েডকে গ্রেফতার করে এবং দু'হাত পেছনে রেখে হাতকড়া পরায়। অতঃপর পিচঢালা রাস্তায় ফেলে নারকীয় কায়দায় গলার উপর হাঁটু চেপে রেখে হত্যা করে।

ডেরেক চৌভিন নামক ঐ পুলিশ কর্মকর্তাকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ফ্লয়েড বারংবার বলতে থাকে প্লিজ... প্লিজ... আমি শ্বাস নিতে পারছিনা অফিসার... শুধু আমার গলাটা ছেড়ে দিন... আমাকে পানি দিন... আমি শ্বাস নিতে পারছিনা ...। এক পর্যায়ে নিস্তব্ধ ও নিথর হয়ে যায় সুঠামদেহী ফ্লয়েডের দেহ। পানির পিপাসায় কাতর হয়ে সে মারা যায়। তবুও পাষুণ্ড পুলিশের মনে একটুও দয়া হয়নি। বরং প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মৃত্যুর পরেও হাঁটু গেড়ে বসেছিল ফ্লয়েডের গলার উপর। যেন সে আরাম কেদারায় বসেছে! প্রায় ৯ মিনিটের হত্যার এ ভিডিও সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে পড়লে এটাকে বর্ণবৈষম্য বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও শহরে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ভাংচুর এবং পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে যা বর্ণবাদী ইস্যুতে এ যাবৎ কালের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিবাদ সমাবেশ। বিক্ষুব্ধ জনতা হোয়াইট হাউজের সামনে প্রতিবাদ জানাতে আসলে তাদের শান্ত করার পরিবর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার চিরাচরিত বর্ণবাদী মানসিকতা জাহির করে সেনাবাহিনী নামানোর হুমকি দেয়।[১]

এতে মানুষ আরও রোষানলে ফেটে পড়ে। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ চলতে থাকে। ৯ই জুন টেক্সাসে ফ্লয়েডকে মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয়। বিবিসি বাংলা ওয়াশিংটন পোস্ট সংবাদপত্রের বরাতে লিখেছে, আমেরিকায় পুলিশের গুলিতে ২০১৯ সালে ১০১৪ জন মারা গেছে। যার বেশীর ভাগই কৃষ্ণাঙ্গ। আর 'ম্যাপিং পুলিশ ভায়োলেন্স' নামক বেসরকারী জরিপের দাবী পুলিশের গুলিতে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গদের মৃত্যুর হার তিন গুণ বেশী।[২]

শুধুমাত্র পুলিশের গুলিতে নয়। আফ্রো-আমেরিকানদের সর্বত্র বৈষম্যের শিকার হ'তে হয়। যারা গোটা পৃথিবী হাতের মুঠোয় শাসন করছে অন্য দেশের মানবতাবিরোধীদের বিচার করে গর্বে বুক ফুলিয়ে নিজেদেকে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক বাহক মনে করে; তারা কালো কুকুরদের প্রতি সন্তানসম স্নেহপরায়ণ হ'লেও কালো মানুষদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে না। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক অত্যাচার বহুদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে। কেননা আজ যে সভ্যতা সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বড়াই তারা করছে তা মূলত গড়ে উঠেছে জোঁকের মত কালোদের রক্ত চুষে খেয়ে। যার উৎপত্তি দাস প্রথার মাধ্যমে। যুগ যুগ ধরে ইউরোপিয়ানরা দাসদের অত্যাচার করে দাসপ্রথাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করেছে। ৮০০-৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইউরোপীয় সভ্যতার পিতৃভূমি প্রাচীন গ্রীসে এবং ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমে অমানবিক দাসপ্রথার প্রবর্তন ঘটে। রোমকদের জৈবিক আনন্দ ও ভোগবিলাসের সামগ্রী জোগানোর জন্য দাসদের চতুষ্পদ প্রাণীর মত পরিশ্রম করতে হতো। পেট ভরে দু'মুঠো খাবার তাদের নছীবে হতো না। প্রাণ রক্ষার্থে সামান্য খাদ্য জন্তুর মত সামনে ছুড়ে দেওয়া হতো। দিনে কাজ করানোর সময় পায়ে ও কোমরে লোহার বেড়ি পরানো হতো, যাতে পালাতে না পারে। কারণে-অকারণে বৃষ্টির মত পিঠে পড়ত চাবুকের আঘাত। রোমানদের গৃহে পশুর আলাদা ঘর থাকলে এই দাসদেরকে দশ, বিশ বা পঞ্চাশ জন করে রাখা হতো খুপরী ঘরে। তবুও তাদের বেড়ি থেকে মুক্ত করা হতো না।[৩]

ইতালীয় নাবিক কলম্বাস ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কারের পর সেখানে রেড ইণ্ডিয়ানদের বসবাস লক্ষ্য করেন। অত্যাচারী কলম্বাস ৫০০ জনকে দাস করে ১৪৯৪ সালে স্পেনের রানী ইসাবেলার কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং বিনিময়ে চেয়েছিলেন শূকর! কিন্তু রাণী তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৪৯৫ সালে দাসরা বিদ্রোহ করলে কলম্বাস কঠোর হস্তে দমন করেন। ইউরোপীয়রা আফ্রিকা উপকূল থেকে কালো মানুষদের ধরে শিকলবন্দি করে আমেরিকার ভার্জিনিয়া উপকূলে জাহাজ ভিড়িয়েছিল ১৬১৯ সালের ২৪শে আগস্ট। মারণাস্ত্র ও নৌশক্তির বলে স্প্যানিশ, বৃটিশ ও ওলন্দাজরা ইউরোপে উৎপাদিত মদ, বস্ত্রসহ নতুন উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে আফ্রিকার কালো মানুষদের ধরে এনে কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের চাহিদা পূরণ করত আর পণ্যের মত দাস হিসেবে বিক্রয় করত। এভাবে তারা ধনকুবের হয়েছিল। দাসদের জোর করে জাহাজে তুলে শিকলবন্দি অবস্থায় কঠোর পরিশ্রম করানো হ'লেও খাদ্য

১. ২রা জুন, ২০২০ বিবিসি বাংলা (অনলাইন)।
২. ২৮শে মে, ২০২০ বিবিসি বাংলা (অনলাইন), প্রতিবেদন শিরোনাম : আমেরিকায় পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার খতিয়ান, সর্বশেষ বলি জর্জ ফ্লয়েড।
৩. মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম; অনুবাদ অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা; পৃ. ৬৮।

পানীয় থেকে বঞ্চিত করা হত। অসুস্থ হ'লে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হতো। যাত্রার আগে দাসদের খোলা থেকে বের করে নারী-পুরুষ সবাইকে উলঙ্গ করে দাঁড় করানো হত এবং মাথা মুড়িয়ে লবণ মেশানো পানিতে শরীর ধুইয়ে বসানো হতো খেতে। বুকে সীলমোহর গরম করে ছেঁকা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হতো বিশেষ চিহ্ন। বিক্রয়ের পর মালিক তপ্ত সিলমোহর বসাতো কপালে। একদিকে কঠোর পরিশ্রম, অন্যদিকে নির্যাতনের যাতাকলে পিষে তিলে তিলে শেষ করা হতো আফ্রো দাসদের। ১৮০৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে দাসপ্রথা বিলোপ করা শুরু হয়। ১৮৬০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যা এক তৃতীয়াংশই ছিল ক্রীতদাস। আমেরিকায় দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলন সক্রিয় হ'লে আব্রাহাম লিংকন দাসপ্রথা বিলোপ করবেন বলে দাসদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৮৬০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে দাসপ্রথা বিলোপ করা হয়। কিন্তু দাস প্রথা জিইয়ে রাখা গোষ্ঠীর হাতেই আব্রাহামের মৃত্যু ঘটে'।[৪]

এ প্রথার বিলুপ্তির পরেই আমেরিকানদের ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা এসে পড়ে আফ্রিকানদের রেখে যাওয়া প্রজন্মদের উপর। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বাচ্চাদের একসাথে পড়ার অধিকার ছিল না। একই বাসে বসার অধিকার ছিল না; ভোটাধিকার ছিল না। চাকুরীতে অধিকার ছিল না। এক কথায় সবদিক থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের বঞ্চিত করা হতো। তাইতো আফ্রিকান বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের শ্রমের বিনিময়ে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছি। মাটির গভীর থেকে সোনা, হীরা, কয়লা তুলে এনে আমরা সাদা মানুষদের হাতে সমার্পণ করেছি। কেবলমাত্র সাদা চামড়ার অধিকারী হওয়ার ফলে তারা সমস্ত সম্পদের অধিকারী হয়েছে।[৫]

১৯৫৫ সালে রোসা পার্কস নামক এক মহিলা পাবলিক বাসে সাদা চামড়ার ব্যক্তিকে সীট ছেড়ে না দেওয়ায় গ্রেফতার হন। এর প্রতিবাদে পাবলিক বাস বয়কট করে পায়ে হেঁটে অফিস আদালতে যেতে থাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এ সময় মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৬৩ সালে ২৮শে আগস্ট লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে I have a dream নামক বিখ্যাত সেই ভাষণ প্রদান করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি বলেছিলেন 'যখন আমরা মুক্তিকে ধ্বণিত হ'তে দেখব, যখন প্রতিটি গ্রাম প্রতিটি বসতি প্রতিটি রাজ্য এবং শহরে বাজবে মুক্তির গান; তখন আমরা সেই দিনকে আরো কাছে নিয়ে আসতে পারব, যেদিন কালো মানুষ ও সাদা মানুষ ইহুদী, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক সবাই হাতে হাত ধরে গাইবে সেই নিগ্রা মরমী সংগীত। এত দিনে আমরা মুক্ত হলাম! এত দিনে পেলাম মুক্তি ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ আমরা আজ মুক্ত!'[৬]

অবশেষে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আইন এবং ১৯৬৫ সালে ভোটাধিকার আইন পাশের মাধ্যমে লুথার কিং এর আন্দোলন সফল হয়। কিন্তু তিনি তাঁর স্বপ্নের আমেরিকা দেখে যেতে পারেননি। ১৯৬৮ সালের এপ্রিলে বর্ণবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

আজকের মানবাধিকার, অসম্প্রদায়িকতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ঝাণ্ডাবাহী তথাকথিত আমেরিকা রেড ইণ্ডিয়ানদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে গুলি করে হত্যা করে, দাসদের রক্তে হোলি খেলে, কালো মানুষদের নির্যাতনসহ তাদের নেতাদের রক্ত মেখে স্বগর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! সাদা চামড়ার অভ্যন্তরে অমাবশ্যার রাতের ন্যায় বিদঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের কুৎসিত বর্ণবাদী কালো হাত আজও প্রসারিত রয়েছে। র্জজ ফ্লোয়েড তাদের পরিসংখ্যানে এক নতুন সংযোজন মাত্র। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ নামক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন গৃহীত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. অর্থাৎ আইনের চোখে সবাই সমান এবং শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সমানভাবে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। এই ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার প্রয়োগ না হ'লে বা প্রয়োগে বাঁধা পড়লে প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে আইনের আশ্রয়ে সেই অধিকারকে কার্যকর করার'।[৭]

---

৪. দেখুন; দৈনিক ইনকিলাব, প্রবন্ধ : ক্রীতদাস প্রথা : সভ্যতার অন্ধকার; ১৮ জুন, ২০১৬ পৃ.১১, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রবন্ধ : দাস প্রথার সেকাল একাল; ২২ আগস্ট ২০১৫; দৈনিক ইনকিলাব ২৮ আগস্ট, ২০১৯; প্রবন্ধ : দাসত্ব, বর্ণবাদ এবং হত্যা-লুণ্ঠনের বিশ্বব্যবস্থার ইতিহাস।

৫. বর্ণবাদের কৃষ্ণহাত; জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা হ'তে প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর ১৯৮৩), পৃ. ৪০।

৬. প্রথম আলো; ২৫-০৫-২০১০; প্রবন্ধ আমি এক স্বপ্ন দেখি, ভাষান্তর : ফারুক ওয়াসিফ।

৭. মাসিক আত-তাহরীক; জুন ২০১৩, পৃ. ১৭।

১৯৭৩-৮৩ পর্যন্ত এ দশ বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য প্রতিরোধ সংক্রান্ত দশক ঘোষণা করেছিল। ১৯৭৮ সালে আগস্ট মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ জেনেভায় বর্ণবাদ প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রথম বিশ্ব সম্মেলন করেছিল'।[৮] জেনেভার সম্মেলন ইতিহাস হয়ে থেকে গেছে, জাতিসংঘের আইনের পাতায় বর্ণবৈষম্যরোধক আইন ঝকঝক করছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত অত্যাধুনিক সময়েও মানবতার ধারক আমেরিকাদের বর্ণবাদী সাদা হাতের আক্রমণে কৃষ্ণাঙ্গদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে।

সুধী পাঠক! বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র তরিকা, ইজম বা মতবাদের প্রজনন ক্ষেত্র ইউরোপকে কখনো তাদের দার্শনিক মতবাদ শান্তি, সাম্য সম্প্রীতি ও মানবধিকার দিতে পারেনি। তার একমাত্র কারণ নীতি-নৈতিকতা বর্জন। রোমান সাম্রাজ্য থেকে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত উপরে যে হানাহানি ও বৈষম্যের ধারাবাহিক চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে যে, দুনিয়াবী তন্ত্র-মন্ত্র মানুষকে কখনই চূড়ান্ত সত্য ও সুন্দরের সন্ধান দেয় না। এর বিপরীতে একমাত্র ইসলামই শান্তি-সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবাধিকারের চূড়ান্ত শিক্ষা দেয়। ইসলাম চামড়ার উপরের রংয়ের চেয়ে চামড়ার নিচের লাল রংয়ের মর্ম অনুধাবন করায়। ইসলামে শারীরিক ও মানসিক সকল নির্যাতন হারাম আর কালো বলে নাক শিটকানো তো দূরের কথা, হাসিমুখে মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করাকেও ইবাদত ও ছাদাকাহ গণ্য করা হয়।[৯]

কালো বিলাল (রাঃ) দাস হিসাবে মক্কার কুরইশদের অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। কিন্তু সাম্যের ধর্ম ইসলাম দাস বলে কিংবা কালো বলে তাঁকে তাচ্ছিল্য না করে মানবিক স্নেহ ও সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ পেয়ে তিনি যখন কা'বার ছাদে আযান দিতে উঠেছিলেন তখন বর্ণবাদী আবু সুফিয়ানরা কা'বার মর্যাদা নষ্ট হ'ল বলে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে তিরস্কার করে বলেছিল 'এই কালো কাক আযান দিচ্ছে! আমাদের সৌভাগ্য যে, এমন দৃশ্য দেখার পূর্বেই আমাদের বাবারা মারা গেছেন'।[১০]

বিদায় হজ্জের দিন রাসূল (ছাঃ) দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'কালোর উপরে লালের ও লালের উপর কালোর কোনো প্রাধান্য নেই, তাক্বওয়া ব্যতীত'।[১১] অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদ দেখবেন না। তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর ও আমল সমূহ'।[১২]

'আমি শ্বাস নিতে পারছি না। আমাকে মায়ের কাছে যেতে দাও' ফ্লয়েডের যন্ত্রণাকাতর কথাগুলোই এখন প্রতিবাদের প্রতীকী শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। সারাবিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তীব্র শ্বাসকষ্টে মারা যাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। তার চেয়েও হয়তো বেশী শ্বাসকষ্ট পেয়ে মারা গেছেন জর্জ ফ্লয়েড। বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ পুলিশের ওই হাঁটুর মতো সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুঃশাসন আজ দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষের গলা চেপে ধরেছে। মানুষ শ্বাস নিতে পারছে না। মানুষের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের গলায় চেপে বসা সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ও বর্ণবাদের সে হাঁটু গুড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে সংকীর্ণমনা কথিত সভ্যরা মানবতার শ্বাসরোধ করে হত্যা কওে জাহেলী আরবকেও হার মানিয়েছে। তাই সমাজে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। বিশ্বময় সকলের কণ্ঠে একটাই আওয়াজ উচ্চারিত হৌক, **'সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর'** এতেই রয়েছে মানবতার চূড়ান্ত মুক্তি।

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

---

৮. বর্ণবাদের কৃষ্ণহাত; পৃ. ০৫।
৯. বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯।
১০. আত-তাহরীক জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০; দরসে কুরআন।
১১. আহমাদ হা/২৪২০৪।
১২. মুসলিম হা/৬৭০৭-৮।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

ছূফীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

-মুখতারুল ইসলাম

২. ফরয-নফল ইবাদত পরিত্যাগ করা:

ছূফীগণ ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীছকে মাপকাঠি মনে করে না; বরং নিজের মন মত বিধান রচনা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। রাসূলের পথ ও পদ্ধতির তোয়াক্কা না করেই আল্লাহ্র নৈকট্য, রেযামন্দী কামনার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

ক. ছালাত :

মুসলমান মাত্রই জানেন যে, আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি পেতে হলে সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত এবং নফল ইবাদতসমূহের বিকল্প নেই। কিন্তু ফরয ছালাত কিংবা নফল ইবাদতসমূহের ধারে-কাছে তো নয়ই বরং এর বিরোধী অবস্থানেই তাদেরকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। অধিকাংশ ছূফীরা মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ে যান না। বরং তারা তাদের খানকায় কয়েক সপ্তাহ, মাস এমনকি বছর পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে বের হন না। এমনকি তাদের কারও মতে, আধ্যাত্মিকতার নির্দিষ্ট একটি স্তরে পৌঁছালে জামা'আতে ছালাত বা জুম'আর ছালাতের প্রয়োজন হয় না। অথচ পবিত্র কুরআনে জামা'আতে ছালাত আদায়ের তাকিদ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর'।[১৩] ছালাত সম্পর্কে ছূফীদের অনুসরণীয় কিছু ব্যক্তির আক্বীদা নিম্নরূপ :

১. ফরীদুদ্দীন আত্বার, যুন নূন মিছরী ছালাত সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহ আমার জন্য ছালাতের ফরযিয়াত উঠিয়ে নিয়েছেন'।[১৪]

২. দিমইয়াতী তার উপাদেশাবলীতে উল্লেখ করেন, 'একাকীত্ব হল সৃষ্টিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। কোন ভক্ত মরুভূমি, পাহাড়ে (একাকিত্বের ধ্যানে) গেলে তার জন্য জুম'আ, জামা'আতে ছালাতের দরকার নেই'।[১৫]

৩. তূসী বলেন, 'আবু আব্দুল্লাহ ছাবীহী ত্রিশ বছর ঘর থেকে বের না হয়ে গবেষণা ও ইবাদতে কাটিয়েছেন। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন আলেমরা আশ্চর্য হয়ে যেত'।[১৬]

৪. শা'রানী বলে, ছূফী সায়্যিদ ইবরাহীম ইবন উছায়ফীর মুওয়াযযিনের আযান শুনে তালগোল পাকিয়ে ফেলত। সে আন্দাজে বলতে থাকত, হে কুকুর! হে মুসলমানরা! তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করি যতক্ষণ তোমরা আযান দাও'।[১৭]

৫. তূসী বলে, 'আমরা ছূফীরা প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ে অপসন্দ করি'।[১৮]

৬. শা'রানী বলে, 'ছূফী শায়খরা কখনো জানাযার ছালাতে শরীক হত না'।[১৯]

পর্যালোচনা ও জবাব :

ছূফীগণের আক্বীদা হ'ল জামা'আত, জুম'আ নেই। জানাযার ছালাত, প্রথম কাতার, সমাজের সাথে মিলেমিশে থাকা তাদের আক্বীদার পরিপন্থী। অথচ রাসূল (ছাঃ) জামা'আতে ছালাত পরিত্যাগকারীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। ইসলামে কোন অন্ধ ব্যক্তিরও জামা'আত পরিত্যাগের অনুমতি নেই।[২০]

১. মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ'।[২১]

২. মহান আল্লাহ বলেন, يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর'।[২২]

৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا

---

১৩. *আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ, আয়াত-২/৪৩।*
১৪. *ইহসান ইলাহী যহীর, দিরাসাত ফিত তাছাওউফ, পৃ. ৯৬; গৃহীত : ফরীদুদ্দীন আত্বার, তাযকিরাতুল আওলিয়া, পৃ. ৭৩।*
১৫. *তদেব, পৃ. ৯৪; গৃহীত : দিমইয়াতী, কিফাইয়াতুল আতকা ওয়া মিনহাজুল আছফা, পৃ. ৩৫।*
১৬. *তদেব, পৃ. ৯০।*
১৭. *তদেব, পৃ. ৯৬।*
১৮. *তদেব, পৃ. ৯৭।*
১৯. *তদেব, পৃ. ৯৪।*
২০. *তদেব, পৃ. ৯৭।*
২১. *আল-কুরআন, সূরা জুম'আহ, আয়াত-৬২/৯।*
২২. *আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ, আয়াত-৭/৩১।*

سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ. ‘আল্লাহ্‌র কসম! আমি ইচ্ছা করেছি কিছু লাকড়ি একত্র করার নির্দেশ দিতে এবং তা একত্র করা হবে, অতঃপর আমি ছালাতের আযান দিতে আদেশ করব আর আযান দেওয়া হবে। তৎপর আমি কাউকেও হুকুম দিব লোকের ইমামতি করতে, সে লোকের ইমামতি করবে আর আমি (সে সকল) লোকের বাড়ী বাড়ী যাব। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যারা জামা‘আতে হাযির হয়নি এবং তাদের সহ তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিব। সেই আল্লাহ্‌র কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে, যদি তাদের কেউ একটা গোশ্‌তওয়ালা হাড়ের অথবা দুইটা ভাল খুরের খবর পেত, তাহলে নিশ্চয় এশার ছালাতে হাযির হত’।[২৩]

৪. রাসূল (ছাঃ) সর্বোত্তম কাজের কথা বলতে গিয়ে বলেন, الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ‘যথাসময়ে ছালাত আদায় করা, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, অতঃপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা’।[২৪]

৫. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِى قَائِدٌ يَقُودُنِى إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىَ فِى بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ. فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَجِبْ– ‘এক অন্ধ লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মত কেউ নেই। অতঃপর তাকে বাড়ীতে ছালাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আবেদন জানাল। তিনি তাকে বাড়িতে ছালাতের অনুমতি দিলেন। কিন্তু যে সময় লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হল, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ছালাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাহলে তুমি মসজিদে আসবে’।[২৫]

খ. ছিয়াম :

তারা ছিয়াম সম্পর্কে যেসব আক্বীদা পোষণ করে, তার সাথে ইসলামী শরী‘আতের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তারা মনে করে ছিয়ামের প্রচলিত নিয়ম তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়, কেননা প্রভুর ধ্যানে আত্মমগ্ন থাকেন বলে তারা প্রতিমুহূর্তেই ছিয়াম তথা উপবাসব্রতের মধ্যে থাকেন। যেমন :

১. সাহরূরদী বলেন, ছূফী মাশায়েখরা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত সফর, মুক্বীম সর্বাবস্থায় ছিয়ামের মধ্যে থাকেন’।[২৬]

২. তূসী বলে, আমি আবুল হাসান মাক্কীকে দেখেছি, তিনি সারাক্ষণ ছিয়াম রাখতেন। শুধুমাত্র জুম‘আর দিন রাতে একটু-আধটু রুটি খেতেন।[২৭]

৩. আহমাদ সাত্বীহা সম্পর্কে শা‘রানী বলে, তিনি অন্তরের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতেন এবং সারা বছর ছিয়াম রাখতেন।[২৮]

পর্যালোচনা ও জবাব :

ছূফীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষার বিরোধিতা করে হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করেছে। তারা মূলতঃ ছিয়ামের ব্যাপারে হিন্দুদের কসরত, উপবাস ও খ্রিস্টানদের অতি-প্রাকৃত ঘটনাসমূহ, বরকত, তাজাল্লী, ক্ষুধামিশ্রিত সন্ন্যাসবাদকে আলিঙ্গন করেছে। তারা মনে করে, ক্ষুধা মানুষকে জ্ঞান, হিকমত, এলাহী আলোর প্রতীক বানায়। এভাবে ছূফীরা নিজেদের জীবনবিধান রচনা করেছে ও তারই অনুসারী হয়েছে।[২৯]

অথচ ছিয়ামের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সুস্পষ্টভাবে বলেন, أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ، وَتُصَلِّى وَلاَ تَنَامُ ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا. قَالَ إِنِّى لأَقْوَى لِذَلِكَ. قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَعَلَيْهِ السَّلاَمُ. قَالَ وَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى. قَالَ مَنْ لِى بِهَذِهِ يَا نَبِىَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ لاَ أَدْرِى كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ– ‘আমি কি এ কথা ঠিক শুনিনি যে, তুমি ছিয়াম পালন করতে থাক আর ছাড় না এবং তুমি (রাতভর) ছালাত আদায় করতে থাক আর ঘুমাও না? রাসূল বললেন, তুমি ছিয়াম পালন কর এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়ে দাও। রাতে ছালাত আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার নিজের শরীরের ও তোমার পরিবারের হক তোমার উপর আছে। রাবী বললেন, আমি এর চেয়ে বেশী শক্তি রাখি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহলে তুমি দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম পালন কর। রাবী আবার বললেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) একদিন ছিয়াম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং তিনি শত্রুর মুখোমুখি হলে পলায়ন করতেন না। রাবী আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাকে এ শক্তি কে যোগাবে? বর্ণনাকারী আত্বা (রহঃ) বলেন, আমার মনে নেই কিভাবে তিনি সার্বক্ষণিক ছিয়ামের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছিলেন, তবে (এ কথাটুকু মনে আছে যে,) নবী করীম (ছাঃ) দু’বার একথাটি বলেছিলেন, সার্বক্ষণিক ছিয়াম, কোন ছিয়ামই নয়।[৩০]

---

২৩. বুখারী হা/২৪২০,৬৪৪; মুসলিম হা/১৩৬৮, ২৫২; নাসাঈ হা/৮৫৬; আহমাদ হা/৮৩২৪; বায়হাক্বী হা/৪৭০৯; মিশকাত হা/১০৫৩।

২৪. বুখারী হা/৭৫৩৪, ৪৩৬; মুসলিম হা/৮৫; তিরমিযী হা/১৭০; আবুদাঊদ হা/৪২৬।

২৫. মুসলিম হা/১৩৭২, ২৫৫; মিশকাত হা/১০৫৪।

২৬. দিরাসাত ফিত তাছাওউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; গৃহীত : সাহরূরদী, আওয়ারিফ মা‘আরিফ, পৃ. ৩৩১।

২৭. তদেব, পৃ. ১০০; গৃহীত : তূসী, কিতাবুল লাম‘, পৃ. ২২০।

২৮. তদেব; গৃহীত : ত্বাবাকাতুশ শা‘রানী, ২/১৩৮ পৃ.।

২৯. তদেব, পৃ. ৯৯।

৩০. বুখারী হা/১৯৭৭; মুসলিম হা/২৭৯১, ১১৫৯।

গ. যাকাত :

যাকাত সম্পর্কের তাদের আক্বীদা ঈমান বিধ্বংসী। যাকাতের শরঈ পদ্ধতি তাদের নিকট গুরুত্বহীন। যেমন :

১. ইবন যারূক উল্লেখ করেন, যখন শিবলীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, পাঁচটি উটের যাকাত কয়টি? প্রশ্ন শুনে শিবলী চুপ থাকলেন। ইবন বাশশার একটু বাড়িয়ে বলেছেন, শিবলী তাকে বলেন, শরী'আতে একটি ছাগী দেওয়া ওয়াজীব। আল্লাহ্‌র জন্য অনুরূপভাবে সবকিছুই ওয়াজিব'।[৩১]

২. হুজায়রী বলেন, ব্যবসা বিষয়ক একটি প্রশ্ন শিবলীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যা ছিল যাকাত সংক্রান্ত। তিনি বলেন, যাকাত দেয়া আবশ্যিক হলে, আর মনে কৃপণতা থাকলে, দুইশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিলেই হবে। আর বিশ দিরহামে অর্ধ দিনার। এটা হল তোমার মাযহাব। আর আমার মাযহাবে কোন কিছুর আবশ্যিকতা নেই'।[৩২]

ঘ. হজ্জ

তারা হজ্জ নিয়েও হাসিঠাট্টা করে। আবার কখনো কোন পাথেয় ছাড়াই বের হয় এবং মানুষদের কাছে হাত পাতে।[৩৩] যেমন :

১. আবু ইয়াযীদ বুস্তামী থেকে আত্ত্বার বর্ণনা করেন, সে একবার হজ্জের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার গিয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসেন। তাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সে বলেছিল, রাস্তায় একজন হাবশী গোলামের সাথে দেখা হলে সে আমাকে বলল, আল্লাহ্‌র শহর (বুস্তাম) ছেড়ে কোথায় বের হয়েছেন? ফলে আমি ফিরে এসেছি'।[৩৪]

২. হুজায়রী বুস্তামী সম্পর্কে বলেন, আমি মক্কায় পৌছালাম এবং ঘরটা একাকী দেখতে পেলাম। আমি বললাম, আমার হজ্জ কবুল হবে না। কারণ এ ধরণের পাথর তো আমি অনেক দেখেছি। আমি আবার হজ্জে গেলাম, দেখলাম আল্লাহ্‌র ঘরটি। আমি মনে মনে বললাম, এতে তাওহীদের কোন হাকীকত বাকী নেই। আমি তৃতীয়বার গেলাম, দেখলাম এটা কখনো আল্লাহ্‌র ঘর হতে পারে না। এটা তো শুধুই ঘর'।[৩৫]

৩. তারা বলে, কা'বা ঘরের প্রতিটি পাথর শায়খ ইবরাহীম মাতবূলীকে প্রদক্ষিণ করল। আবার তারা স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেল'।[৩৬]

৪. লোকেরা একদিন শিবলীর হাতে একটি আগুনের মশাল দেখল। তাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি কা'বা ঘরকে পুড়িয়ে ফেলব। যাতে করে মানুষরা (এই ঘর ছেড়ে) তার প্রভুমুখী হয়'।[৩৭]

পর্যালোচনা ও জবাব

হজ্জ নিয়ে তাদের এই নিকৃষ্ট আক্বীদা সম্পর্কে আর কিছু বলার নেই। মক্কা, মদীনা, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ইত্যাদি নিয়ে তারা যেভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, যা সীমার বাহির। ইসলামের পঞ্চম রুকনের অন্যতম রুকনের সাথে এ ধরণের আক্বীদা নিঃসন্দেহে কুফরী।[৩৮]

৩. শরী'আত রহিতকরণ :

ছূফীবাদ স্বেচ্ছাচারিতামূলক কুরুচিপূর্ণ গল্প-কেচ্ছা-কাহিনীতে ভরা এক উপাখ্যানের নাম। নারী, মদ এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর সাথেও এদের কুকীর্তির গল্প রয়েছে। অথচ তারাই নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র ওলী বলে জোর দাবী করে। ইবনু আরাবী নিজেই নিজের কুকীর্তির সাফাই গেয়েছেন। তিনি বলেন, মক্কায় তিনি এক যুবতীর প্রেমে পড়েন। মক্কায় তাওয়াফের সময় মেয়েটিকে দেখে তিনি গযল গাইলেন এবং প্রলুব্ধ করলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, হে খালার মেয়ে! তোমার নাম কি? মেয়েটি বলল, আমার নাম কুররাতুল আইন। অতঃপর ছূফী সম্রাট নিজের মনের সব কথা তাকে খুলে বললেন। অতঃপর মেয়েটির সাথে তার অনেকবার মেলামেশা হয়। বায়তুল্লাহ্‌র নিকট তিনি মেয়েটির প্রেম নিবেদনে কিছু কবিতাও রচনা করেন।[৩৯]

এভাবে তারা শরীআ'তের কোন ধার ধারে না। হালাল-হারামের কোন তোয়াক্কা করে না। বরং নিজেদেরকে আল্লাহর ওলী ভেবে নিজেদেরকে শরীআ'তের বিধি-নিষেধের গণ্ডিমুক্ত রাখে। যেমন :

১. তারা বলে, যখন কেউ মাকামাল ইয়াক্বীন তথা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের জায়গায় চলে যায়, তখন তার আর নিয়মিত আমলের প্রয়োজন হয় না। তার বলে, মহান আল্লাহ বলেছেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ 'আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না নিশ্চিত কথা তোমার নিকট উপস্থিত হয়'।[৪০ ৪১]

২. শা'রানী 'ছাহেবুল কাশফ' নামে খ্যাত সায়্যিদ শরীফ সম্পর্কে বলেন, সে রামাযানে দিনের বেলায় খেত আর বলত, আমি স্বাধীন, আমার প্রভু আমাকে আযাদ করেছেন'।[৪২]

পর্যালোচনা ও জবাব

রাসূল (ছাঃ) সকল মানবতার জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরনীয় ব্যক্তিত্ব। তার আনীত বিধান, হালাল-হারামের প্রতি ঈমান আনায়ন ও অনুসরণ প্রতিটি মুসলমানের আবশ্যিক কর্তব্য।

---

৩১. *দিরাসাত ফিত তাছাওউফ, পৃ. ১০১।*
৩২. *তদেব।*
৩৩. *তদেব, পৃ. ১০২।*
৩৪. *তদেব, পৃ. ১০২।*
৩৫. *তদেব, পৃ. ১০৩।*
৩৬. *তদেব, পৃ. ১০৩।*
৩৭. *তদেব, পৃ. ১০৫।*
৩৮. *তদেব, পৃ. ১০৪।*
৩৯. *তদেব, পৃ. ২৭১; গৃহীত : ইবনু আরাবী, যাখায়েরুল আ'লাক্ব, পৃ. ৭, ৮।*
৪০. *সূরা হিজর ১৫/৯৯।*
৪১. *দিরাসাত ফিত তাছাওউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২; গৃহীত : যুবায়দী, ইতহাফুস সা'আদা, ৮/২৭৮ পৃ.; ড. ইরফান আব্দুল হামীদ, নাশআতুল ফালসাফাহ আছ-ছূফীয়াহ ওয়া তাতাওউরুহা, পৃ. ৭৪।*
৪২. *তদেব, গৃহীত : কালাবাজী, ওয়াত তা'আররুফ, পৃ. ১৬৩।*

আর যদি কোন ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনায়নে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে কাফের ও মুনাফিক। ইমাম ইবন তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, প্রতিটি রাসূলের দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁদের আনীত দ্বীনের আনুগত্য। রাসূলগণের প্রতি ঈমান ইসলামের অন্যতম রুকন। যদি কেউ আল্লাহ প্রেরিত ও জগদ্বাসীর জন্য প্রেরিত পুরুষ রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত হালাল, হারাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করে, তাহলে সে কাফের এবং রাসূলের আনুগত্য ও ইসলামী শরী'আত থেকে বেরিয়ে যাবে। ফলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র ওলী ছূফীগণ বাতিল আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের কারণে মুহাম্মাদী শরী'আত থেকে বহিস্কৃত। তারা যতই তথাকথিত ইবাদত গুযার, যাহেদ বা দুনিয়াত্যাগী হওয়ার দাবীদার হৌক না কেন?[৪৩]

৪. হালাল-হারাম প্রসঙ্গ

ছূফীগণ শরীআ'তের হারামকৃত বিধান হালাল ও হালালকৃত বিধান হারাম গণ্য করে। আল্লাহ তা'আলা মানবতার কল্যাণে খাদ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ সার্বিক বিষয়ে হালাল-হারামের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, তা তারা অমান্য করে। নিজেকে কষ্ট দেয়া, না খেয়ে থাকার মত অসাধ্য সাধনের ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে গিয়ে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা করে না। তারা দুনিয়াবী শিষ্টাচার সংক্রান্ত খাওয়া, পানাহার, পোষাক পরিধান, বিশ্রাম, আয়-ইনকাম, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে রাসূল (ছা.)-এর আদর্শ মানে না।[৪৪] বরং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের বাইরে তারা নিজেদের বানানো ধর্মের অনুসরণ করে। যেমন :

১. তারা বলে, ছূফীরা অতিরিক্ত কথাবার্তা বলে না। ক্ষুধা সহ্য করে ও দুনিয়াত্যাগী হয়।[৪৫]

২. রুন্দী বলেন, ক্ষুধা হ'ল ছূফী বিশ্বাসের অন্যতম রুকন। অন্যান্যগুলো হ'ল চুপ থাকা, একাকীত্ব ও রাত্রি জাগরণ। যে ব্যক্তি এই চারটি গুণ অর্জন করতে পারবে, সে সবগুলোই অর্জন করল এবং আওলীয়াদের স্তরে উন্নীত হল।[৪৬]

৩. খার্রায থেকে শা'রানী বলেন, ক্ষুধা দুনিয়াত্যাগীদের খাবার'।[৪৭]

৪. তারা বলে, আবু উকাল মাগরিবী তার কাজের শুরুতে এক বছর খাওয়া-দাওয়া, পানাহার ও ঘুম থেকে বিরত ছিল'।[৪৮]

৫. আত্ত্বার বলে, চল্লিশ বছর থেকে মনে মধু খাওয়ার তামান্না ছিল, কিন্তু তা পাইনি'।[৪৯]

৬. যখন আবু ইয়াযীদ বুস্তামীকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনাকে তো আয়-উপার্জন করতে দেখি না; আপনার জীবিকা কোত্থেকে আসে? সে বলে, আমার প্রভু আমাকে খাওয়ায় যেভাবে চতুষ্পদ জন্তু কুকুর, শুকরকে তিনি খাওয়ান'।[৫০]

৭. আতা সুলামীর ব্যাপারে বলা হয়, তিনি রাত্রি গভীর হলে গোরস্তানে যেতেন এবং ফজর পর্যন্ত কবরবাসীদের সাথে গোপনালাপ করতেন।[৫১]

৮. হুজায়রী বলে, নূরী ছাহেব তিনদিন তিন রাত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে এবং চিৎকার করেছে একটুও নড়েনি'।[৫২]

৯. তারা বলে, আতা সুলামী চল্লিশ বছর হাসেনি'।[৫৩]

১০. মুতাররাফ ইবন আব্দুল্লাহ শিখখীর সম্পর্কে শা'রানী বলে, সে বলেছে, কাউকে কারামাত যাহির করতে হ'লে খানাপিনা ও মেয়েদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে'।[৫৪]

১২. সিরাজ তূসী একজন ছূফীর কথা বলতে গিয়ে বলে, সে একজন মেয়েকে বিয়ে করে ত্রিশ বছর ঘরসংসার করলেও সেই মেয়েটির কুমারীত্ব অবশিষ্টই ছিল'।[৫৫]

পর্যালোচনা ও জবাব

ছূফীদের দুনিয়া ত্যাগ, নিজেকে কষ্ট দেয়া, রুযী তালাশে অনীহা, রাত্রি জাগরণ, হাসি বর্জন, দুঃখের মধ্যে ডুবে থাকা, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ, বিয়েশাদীতে অনীহাসহ নানা হাস্যকর ও অবাস্তব কর্মকাণ্ড মহাজ্ঞানী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে ঠাট্টা-মশকারা ছাড়াই আর কিছুই নয়।

কোন কাজ যতই সুন্দর, মর্যাদাবান ও নিজের পসন্দের হৌক না কেন, তা যদি আল্লাহ প্রদত্ত ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত না হয়, তবে তা কোন শরী'আতই নয়; বরং তা প্রত্যাখ্যাত। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ্র সাথে শিরক ও তদীয় রাসূল ও কিতাবকে অস্বীকার করার শামিল। কেননা পরিপূর্ণ দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজন অগ্রহণীয় ও বিদ'আত'।[৫৬]

১. মহান আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম'।[৫৭]

---

৪৩. *তদেব, পৃ. ২৬৬; গৃহীত : ইবনু জাওযী, মাজমূ'আতুর রাসায়েল, পৃ. ৪৪-৪৫।*
৪৪. *তদেব, পৃ. ৬৬।*
৪৫. *তদেব, পৃ. ২৩।*
৪৬. *তদেব, পৃ. ২৩।*
৪৭. *তদেব, পৃ. ২৩।*
৪৮. *তদেব, পৃ. ২৩।*
৪৯. *তদেব, পৃ. ৩৮।*
৫০. *তদেব, পৃ. ৪১।*
৫১. *তদেব, পৃ. ৪৬।*
৫২. *তদেব।*
৫৩. *তদেব, পৃ. ৫১।*
৫৪. *আত-তাছাওউফ আল-মানশা ওয়াল মাছাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।*
৫৫. *তদেব ।*
৫৬. *দিরাসাত ফিত তাছাওউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।*
৫৭. *সূরা মায়েদাহ, আয়াত-৫/৩।*

২. মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক'।[৫৮]

৩. মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।[৫৯]

৪. হাদীছে এসেছে, وَعَن مَالك بن أنس مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ. ইমাম মালেক বিন আনাস (রাঃ) মুরসাল সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে গেলাম। তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন তোমরা সে দু'টিকে কঠিনভাবে ধরে থাকবে। সে দু'টি বস্তু হল, আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ'।[৬০]

৫. হাদীছে এসেছে, ইবরায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। অতঃপর আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় ওয়ায করলেন যে, চক্ষুসমূহ অশ্রুসজল হয়ে গেল এবং হৃদয়সমূহ ভীত-বিহবল হয়ে গেল। এমন সময় একজন লোক বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হচ্ছে এটা যেন বিদায়ী উপদেশ। অতএব আপনি আমাদেরকে আরও বেশী উপদেশ দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের আমীরের আদেশ শুনতে ও মান্য করতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি একজন হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা সত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তাকে কঠিনভাবে ধরবে এবং মাড়ির দাঁতসমূহ দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টিসমূহ হতে দূরে থাকবে। কেননা (দ্বীনের ব্যাপারে) যেকোন নতুন সৃষ্টি হ'ল বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত হল পথভ্রষ্টতা'।[৬১]

৬. হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ وَمَنْ أَبِى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে অসম্মত। জিজ্ঞেস করা হল, কে অসম্মত? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে, সে (জান্নাতে যেতে) অসম্মত'।[৬২]

৭. হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, 'একদিন তিনজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের নিকটে এল তাঁর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। অতঃপর যখন রাসূলের ইবাদত সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হল, তখন তারা সেটাকে কম মনে করল এবং বলল, নবী (ছাঃ) থেকে আমরা কত দূরে! তাঁর আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফ। অতঃপর তাদের একজন বলল, 'আমি এখন থেকে সর্বদা সারা রাত ছালাতে রত থাকব'। অন্যজন বলল, 'আমি প্রতিদিন ছিয়ামে কাটাব, কখনো ইফতার করব না'। অন্যজন বলল, 'আমি নারীসঙ্গ থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করব না'। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মধ্যে ইপস্থিত হলেন এবং বললেন তোমরাই কি সেই লোকেরা, যারা এমন এমন কথা বলছিলে? শুনে রাখ, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও সর্বাধিক পরহেযগার। কিন্তু আমি ছিয়াম রাখি আবার ছেড়েও দেই, ছালাত পড়ি, নিদ্রাও যাই, আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়।[৬৩]

৮. হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يَقُوْلُ لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, তোমরা নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ কর না; আল্লাহ তোমাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিবেন না। পূর্বে এরূপ অনেক সম্প্রদায় নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছিল; ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিয়েছিলেন; গির্জা ও পাদ্রীদের ধর্মশালায় যে সমস্ত লোক আছে, এরা তাদের উত্তরসূরী।

৫৮. সূরা হাশর, আয়াত-৫৯/৭।
৫৯. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩/৩১।
৬০. মুওয়াত্তা হা/১৬২৮; মিশকাত হা/১৮৬।
৬১. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫।
৬২. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩।
৬৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫।

তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য 'রাহবানিয়াত'কে আবিষ্কার করেছিল, যা আমি তাদের উপর বিধান করিনি'।[৬৪]

৯. হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. আয়েশাপবলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটাল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৬৫]

১০. মহান আল্লাহ বলেন, يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না। বলে দাও, আল্লাহ্র সাজ-সজ্জা, যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যসমূহ কে হারাম করেছে? বলে দাও, এসব নে'মত তো খালেছভাবে কেবল মুমিনদের জন্যই পার্থিব জীবনে এবং ক্বিয়ামতের দিনে। এভাবে আল্লাহ আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'।[৬৬]

১১. মহান আল্লাহ বলেন, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ- 'আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখেরাতের গৃহ সন্ধান কর। অবশ্য দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য (অপচয়হীন হালাল) অংশ নিতে ভুল না। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ (ছাদাক্বা) কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না (অর্থাৎ প্রতিশোধ নেবেন)'।[৬৭]

১২. মহান আল্লাহ বলেন, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ- وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ-وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ -إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 'তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য শীত নিবারণের উপকরণ ও অন্য কল্যাণ রয়েছে এবং সেখান থেকে তোমরা ভক্ষণ করে থাক। আর যখন সন্ধ্যাকালে ওদেরকে চারণ ভূমি হতে ঘরে নিয়ে আসো এবং সকালে যখন ওদেরকে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ করে থাক। আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে যেখানে তোমরা প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত পৌঁছতে পারবে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই স্নেহশীল ও পরম দয়ালু। তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা সেখান থেকে তাযা মাছ ভক্ষণ করতে পার এবং সেখান থেকে তোমাদের পরিধেয় রত্নালংকার আহরণ করতে পার। তুমি তার বুক চিরে নৌযান চলতে দেখ, যাতে তোমরা সেখান থেকে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর'।[৬৮]

১৩. নিজের হাতের কামাই সর্বোত্তম। রাসূল (ছাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।[৬৯]

১৪. নিজেকে অযথা শরী'আত বহির্ভূত কষ্ট দেয়া অন্যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا. قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. নবী করীম (ছাঃ) এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যেতে দেখে বললেন, তার কি হয়েছে? তারা বললেন, তিনি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহ তা'আলার এর কোন দরকার নেই। অতঃপর তিনি তাকে সওয়ার হয়ে চলার জন্য আদেশ করলেন'।[৭০]

১৫. না হেসে গোমড়া মুখে থাকাকে ছূফীরা পরহেযগারিতার অন্যতম লক্ষণ বলে মনে করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করে বলেন, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাবী বলেন,) আমি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি'।[৭১]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ']

---

৬৪. আবুদাঊদ হা/৪৯০৪; মিশকাত হা/১৮১।
৬৫. বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪০।
৬৬. সূরা আ'রাফ ৭/৩১-৩২।
৬৭. সূরা ক্বাছাছ, আয়াত-২৮/৭৭।
৬৮. সূরা নাহল ১৬/৫,৬,৭,১৪।
৬৯. বুখারী হা/২০৭২,৩২৩; বায়হাক্বী হা/ ১১৪৭১।
৭০. বুখারী হা/১৮৬৫,১২৩।
৭১. তিরমিযী হা/৩৬৪১।

মুখস্থশক্তির চর্চা কি অপ্রয়োজনীয়?

-জগলুল আসাদ

মুখস্থ করাকে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ নেতিবাচক ঠাওরানো হয়। অথচ মুখস্থ রাখা বা মনে রাখা অত্যন্ত দরকারী অভ্যাস। যারা চিন্তা করতে চায়, তাদেরও অনেক কিছু স্মৃতিতে রাখতে হয়। স্মৃতিতে রাখা তথ্য বা বুঝটুকুর কাঁচামাল দিয়ে কোন তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা বা বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার কাজটুকুও করা সম্ভব। যেকোন চিন্তা বা কনসেপ্টকে ভাষার প্রতীকী আশ্রয়ে ধরে রাখা হয়। তাই ভাষা স্মরণে রাখার পাশাপাশি বুঝটুকুও স্মরণে রাখতে হয়। এককালে একটা বিষয় বুঝেছিলেন, এখন ভুলে গেছেন- এমনও হয়, এমনও আছে। 'বোঝা'টাকেও স্মরণে রাখতে হয়। বিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রেও এটা অপ্রযোজ্য নয়!

না বুঝে মুখস্থও ক্ষেত্রবিশেষে উপকারী। যেমন ছোটবেলায় না বুঝেই নামতা মুখস্থ করা হয়। এটা উপকারে দেয়। ঠিকমত নামতা মুখস্থ থাকলে বাচ্চারা বেশ বড়সড় গাণিতিক সমস্যা অল্প সময়েই সমাধান করতে পারে। মুখস্থ জিনিসের উপর পরবর্তীকালে আরও জানা ও বোঝার ভিত তৈরী হয়। হাওয়ার উপওে কোন সৌধ গড়া যায়না। যা বোঝা যায়নি, তাও যদি মুখস্থ থাকে, তবে পওে সেটা বুঝে নেওয়া কঠিন হয় না, মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে একসময় বোঝা হয়ে যায়। মুখস্থ ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত এক বিরাট শক্তি। এর বদৌলতে মনের ভেতরে একটা শব্দ বা ধ্বনির গুঞ্জরণে জেগে ওঠে পাশাপাশি থাকা আরো আরো শব্দরাশি। এক বাক্য টেনে আনে একের পর এক অপরাপর বাক্যসমূহকে, কখনোবা চোখে ভেসে ওঠে লিখিত শব্দরাজি, কখনোবা কানের মধ্যে নীরবে শুনতে পাওয়া যায় মুখস্থ করা বা স্মৃতিতে গেঁথে রাখা কথামালা। মনোযোগী চর্চার মাধ্যমে স্মৃতির প্রাখর্য বাড়ানো সম্ভব।

আমরা আধুনিক মানুষেরা ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছি স্মৃতিশক্তির প্রখরতা। এই লেখ্যসভ্যতায় স্মৃতি ও শ্রুতির সংস্কৃতির আস্বাদন আমরা খুইয়ে ফেলেছি। ঔপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরা একবার লিখেছিলেন, মানুষের জীবন বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মরণের সংগ্রাম। এ যুগে ডকুমেন্টেশনের নানা উপায় থাকায় আমাদের স্মৃতিনির্ভরতা কমে গেছে। আমরা আর নিজের স্মৃতির উপর নির্ভর করিনা। আমরা লিখে রাখি বা ডিজিটালি সংরক্ষণ করি তথ্য ও উপাত্ত। প্রয়োজনীয় কিছু মনে রাখার জন্যে আমরা নির্ভর করি স্ক্রীনশটের উপর, আর কপি-পেস্ট করে সংরক্ষণ করি। ফলে স্মরণে রাখবার চেষ্টাটুকুও তিরোহিত হচ্ছে দিন দিন। অনভ্যস্ততাহেতু কোরআনের কোন আয়াত বা সূরা, কবিতার লাইন, কোন লেখার কোন অনুচ্ছেদ মনে রাখতে গেলে মনে রাখা কষ্টকর হয়ে যায়। আমাদের স্মরণ রাখবার শক্তি অনাদরে ও অযত্নে এবং চর্চার অভাবে মরিচাবৃত। সভ্যতা নির্মাণে কলম বা লেখনীর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু এর জন্যে স্মৃতিচর্চা নিরুৎসাহিত করা যরুরী নয়।

এখনো যারা নিরক্ষর, শুনেছি তাদের অনেকেরই শ'খানেক মোবাইল নম্বার মুখস্থ আছে। যেহেতু অন্য কোথাও তথ্য সংরক্ষণের উপায় তাদের নেই, তাই অগত্যা তারা স্মৃতিতেই তথ্য সংগ্রহে রাখে। এখনো অন্ধব্যক্তিদের স্মরণশক্তি ও স্মৃতি অসামান্য। অন্ধ হাফেয চক্ষুষ্মান যেকোন ব্যক্তির তুলনায় অধিক মুখস্থ করার ক্ষমতাসম্পন্ন । অন্ধত্ব বোধহয় মানুষের অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলোর শক্তি বাড়িয়ে দেয়। আমাদের স্মৃতি ও স্মরণশক্তির সেই 'আদিম উর্বরতা' হারানোর পেছনে হয়তো দায়ী চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের সর্বগ্রাসী ব্যবহার। চারদিকেই দেখার অজস্র উপাচার। সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুর ব্যবহারই অধিক আমাদের। Seeing is believing হ'ল 'আধুনিক' মানুষের জ্ঞানতত্ত্ব। চক্ষুর ব্যবহার কমে এলে হয়তো জেগে উঠবে অপরাপর ইন্দ্রিয়। আমাদের যেসব বাচ্চারা মোবাইলে প্রচুর গেইমস খেলে, অজস্র কার্টুন-টিভি দেখে, তাদের বই পড়ে মনে রাখার শক্তি কমে যায়, তারা মনকে বইয়ে কেন্দ্রীভূত রাখতে প্রায়ই অক্ষম হয়। বাচ্চাদেরকে বইমুখী করতে হবে, বাচ্চাদের সাথে স্মৃতি-শ্রুতির চর্চা দরকার।

আরব্য সংস্কৃতিতে স্মরণ রাখার সংস্কৃতি চালু ছিল খুব। কোন হাদীছ কেউ লিখে রাখলে তার মেধার স্বল্পতা আছে বলে লোকে ভাবতো। মুখস্ত বলতে পারা, মুখস্ত রাখতে পারা সুস্থ ও পূর্ণ সাবালকত্বের লক্ষণ ছিল। তাদের বংশগৌরব প্রদর্শনের জন্য বা পূর্বপুরুষের স্মৃতি ধরে রাখতে মনে রাখতে হতো 'বংশলতিকা' বা ফ্যামিলি ট্রি, জিনিওলজি। আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানসাধক যারা ছিলেন তাঁদের অনেকের কাছে কোন কিছু পড়ার অর্থ সেটিকে মুখস্থ করাও বোঝাতো।

বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারির জন্যে যে এত এত অপ্রয়োজনীয় জিনিস মুখস্থ করতে হয়, এর অন্যতম কারণ এটাও যে, স্মৃতিশক্তি আমরা খুইয়ে ফেলেছি কিনা সেটা পরীক্ষা করা।

মুখস্থ করবার চেষ্টা করলেই সম্ভব। আজকাল চেষ্টার তাড়নাও আমরা বোধ করিনা। খালি জ্ঞান ও বুঝবার ক্ষমতা থাকলেই চলেনা, মুখস্ত রাখবার শক্তি ও চর্চাও দরকার। মনে রাখবার ক্ষমতা একজনকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। 'যদ্যপি আমার গুরু' বইতে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ছিল- কোন কিছু পড়ার পর বই বা এ্যাপ্স বন্ধ করে স্মরণ করবার চেষ্টা করা উচিত। যদি স্মরণ করা যায় বা বাক্যগুলোকে রিপ্রোডিউস করা যায়, তাহ'লে বুঝতে হবে পড়া হয়েছে। আর তা না পারলে, বুঝতে হবে পড়া হয় নাই। পড়ার পর ভাবা উচিত কী পড়লাম। হুবহু স্মরণ করার চেষ্টা করা উচিত কিছু বাক্য বা পদসমষ্টি। আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্যে এই নছীহত খুব দরকারী। তবে এখানে আমি পরীক্ষায় বমি করবার মুখস্থচর্চার কথা বলছি না। চাচ্ছি, বুঝশক্তি ও মুখস্থক্ষমতার যুগ্মতা।

[লেখক : সম্পাদক, ষাণ্মাসিক চিন্তাযান]।

হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (রহঃ)

-মুখতারুল ইসলাম

বিশিষ্ট আহলেহাদীছ আলেম ও লেখক, পাকিস্তানের ফেডারেল শারী'আহ কোর্টের প্রাক্তন ধর্মীয় পরামর্শক এবং সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (৭৫) গত ১১ই জুলাই ২০২০ লাহোরে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন! ১৯৪৫ সালে ভারতের রাজস্থানের জয়পুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর তাঁর পরিবার পাকিস্তানের করাচীতে পাড়ি জমায়। করাচীতে জামেআ রহমানিয়া থেকে লেখাপড়া শেষে সাপ্তাহিক আল-ইতিছামে কর্মজীবন শুরু করেন। সর্বশেষ তিনি লাহোরের দারুস সালাম প্রকাশনীর গবেষণা বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থের লেখক এবং তাফসীর আহসানুল বায়ান তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, যেটি সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে হাজীদেরকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া তাঁর সম্পাদনায় বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রায় সহস্রাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- আযমাতে হাদীছ আওর উসকে তাক্বাযা, আহলে হাদীছ আওর আহলে তাক্বলীদ, খাওয়াতীন সে মুতা'আল্লাক বা'য আহাম মাসায়েল আহাদেছ কী রওশনী মে, নাফায শারী'আত কিওঁ আওর কেইসে? ইজতিহাদ আওর তা'বীর শারী'আত কে ইখতিয়ার কা মাসআলাহ, ইসলামী খুলাফা ওয়া মুলক কে মুতা'আল্লাকা গালাত্ব ফাহমিয়ূঁ কা ইযালাহ, তাহরীকে জিহাদ আওর আহলেহাদীছ ওয়া আহনাফ প্রভৃতি। পীস টিভি উর্দূ, পয়গাম টিভিসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন টিভিতে তিনি নিয়মিত আলোচক ছিলেন। ১২ই জুলাই বাদ যোহর লাহোরের লরেন্স রোডে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। দু'দফা জানাযায় শায়খ মাসঊদ আলম এবং শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী ইমামতি করেন। এতে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীর সিনেটর সাজিদ মীরসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, আলেম-ওলামা এবং সর্বস্তরের হাযার হাযার এসে মানুষ অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সদা হাস্যোজ্বল, ঈমানদীপ্ত চেহারা, চোখেমুখে মেধার ঝিলিক, সাদাশুভ্র মুখভর্তি দাঁড়ি, ভিতরে পাণ্ডিত্যে ভরপুর দিল হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (৭৫) পাকিস্তানের ফেডারেল শারী'আহ কোর্টের প্রাক্তন ধর্মীয় পরামর্শক, লাহোরের দারুস সালাম প্রকাশনীর গবেষণা বিভাগের প্রধান এবং সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তিনি একাধারে সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসির, মুহাক্কিক, মুফতী, ব্যাখ্যাকার, কলম সৈনিক ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের একজন বীর সিপাহসালার ছিলেন। তাঁর কলমের দ্যুতি ছড়িয়ে আছে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায়। বিশেষ করে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'তাফসীরে আহসানুল বায়ান' সকল মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে। দাওয়াতী ময়দানের একজন তাত্ত্বিক লড়াকু সৈনিক ও প্রজ্ঞাবান বাগ্মী হিসাবে নিজের পাণ্ডিত্যের স্বভাবসুলভ জাতকে তিনি ভালভাবেই চিনিয়েছিলেন। এই লেখা প্রকাশিত হবার প্রাক্কালে ১১ই জুলাই ২০২০ তিনি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন! নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিক্রমা উল্লেখ করা হ'ল।

জন্ম ও জন্মস্থান : উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ ভারতবর্ষ বিভক্তির দু'বছর পূর্বে ১৯৪৫ সালে সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের হাতে গড়ে ওঠা ভারতের পিংক সিটি খ্যাত জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়পুর রাজপুতানা রাজ্যটি মূলতঃ হিন্দু রাজপুতানা রাজাদের শাসনাধীন অঞ্চল ছিল। স্বাধীনতার পর রাজপুতানা নামে পরিচিত রাজপুত শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতে যোগ দেয়। পরবর্তীতে ভারত সরকার রাজপুতানাদের শাসন উৎখাত করে রাজস্থানের অন্তর্ভুক্ত করে। জয়পুর হ'ল ভারতের প্রখ্যাত রাজস্থান প্রদেশের রাজধানী এবং সবচাইতে বড় শহর। বর্তমানে জয়পুরই এ রাজ্যের রাজধানী হিসাবে শোভা পাচ্ছে।

এমন এক ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ শহরের বাসিন্দা ছিল হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফের পিতা হাফেয আব্দুশ শাকূর। তিনি বড় ধরনের কোন আলেম ছিলেন না বটে। কিন্তু আলেম-ওলামাদের খুবই সম্মান করতেন এবং ভালবাসতেন। তিনি সর্বদাই আলেম-ওলামাদের সাহচর্য পসন্দ করতেন এবং তাদের বিভিন্ন ওয়ায-নছীহত শোনায় মশগুল থাকতেন। এভাবে তিনি জীবন চলার পথে পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করতেন এবং নিজের ও পরিবারের জন্য ইলমী ফায়দা নিতেন।

'হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ'-এর লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ জয়পুরীর তিনি একান্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁর নিকটেই কুরআন মাজীদের অনুবাদ পড়েছিলেন। তিনি মাওলানাকে এতই ভালবাসতেন যে, তাঁর ছেলের নাম মুহাম্মাদ ইউসুফ রাখেন। পরবর্তীতে ছালাহুদ্দীন বড় হয়ে যখন সত্যের পক্ষে কলম সৈনিক হিসাবে বরিত হলেন, তখন তিনি নিজের নামের কিছুটা পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি মুসলিম বীর সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সাথে নিজে নাম মিলিয়ে মুহাম্মাদের স্থলে ছালাহুদ্দীন যুক্ত করে ছালাহুদ্দীন ইউসুফ রাখেন। কেননা সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর নামও ইউসুফ ছিল।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ও সারা ভারতবর্ষে গোলযোগ-হট্টগোল ও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক রায়ট শুরু হয়ে যায়।

সে সময় অনেক মানুষ হিন্দুস্থান ছেড়ে পাকিস্তানে পাড়ি জমিয়েছিল। সবর্ত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলেও জয়পুরে তখনও তেমন কোন হট্টগোলের ছোঁয়া লাগেনি। জয়পুর সবদিক থেকে খুবই নিরাপদ ও শান্তির শহর হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। ফলে আব্দুশ শাকূর ছাহেব মাতৃভূমি হিন্দুস্থানেই থাকার জন্য মনস্থির করেন। ইত্যবসরে ছালাহুদ্দীন ইউসুফের এক বড় ভাই কাউকে কিছু না জানিয়ে বন্ধুর সাথে পাকিস্থানে পাড়ি জমান। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁর বড় ভাই দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পিতার কানে ছেলের অসুস্থতার খবর পৌঁছলে আব্দুশ শাকূর ছাহেবও সন্তানের ভালোবাসার টানে অবশেষে পাকিস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৯ সালে তিনি পুরো পরিবার নিয়ে পাকিস্থানে স্থানান্তরিত হন। তাঁরা প্রথমে পাকিস্তানের হায়দারাবাদ (সিন্ধু)-এ অবস্থান নেন। পরবতীর্তে করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ছালাহুদ্দীন ইউসুফের পিতারা মোট সাত ভাই। তাঁকে পাকিস্থানে আসতে দেখে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও তাঁর সাথে আসতে থাকেন। তাঁর পরিবারে তিনিই শুধুমাত্র আহলেহাদীছ ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর ছোট ভাই আব্দুল ক্বাইয়ূমও আহলেহাদীছ হয়ে যান এবং পাকিস্থানে বড় ভাইয়ের সাথে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর আরেক ভাই আব্দুল গণিও এক পুত্রকে সাথে করে পাকিস্থানে চলে আসেন। বাকিরা অবশ্য ভারতের জয়পুরেই থেকে যান। পাকিস্তানের শরণার্থী জীবন ছিল নিদারুণ কষ্টের। তাঁরা আস্তেআস্তে কষ্টকর জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে যান। পরবর্তীতে দুর্দিনের বালা দূর হয়ে আসে সুদিনের আলো।

আব্দুশ শাকূর ছাহেব শিক্ষিত কম হ'লেও খুবই পরহেযগার লোক ছিলেন। তিনি সামান্য হাফেয হয়েও তাঁর পরিবারে দ্বীনের তাবলীগ করতেন। বাড়িতে প্রত্যেকদিন কুরআন তেলাওয়াত, অনুবাদ, প্রাত্যহিক জীবনে যরূরী মাসআলা-মাসায়েলসহ ইসলামের বিভিন্ন বুনিয়াদী বিষয়ে আলোচনা রাখতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আহলেহাদীছ আলেম-ওলামাদের সখ্যতা কখনো পরিত্যাগ করেননি।

ভারতে থাকতে মাওলানা আব্দুল জাব্বার গোন্দলভী তাঁর বাড়িতেই সর্বদা তাশরীফ আনতেন। পাকিস্তানের করাচীতে থাকাবস্থায় করাচীর বাসিন্দা মাওলানার ছেলে ক্বারী আব্দুল খালেক রহমানীও তাঁর বাড়িতেই আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন।

শিক্ষা : বাড়িতেই দ্বীনী পরিবেশে পিতার নিকটে উর্দূ কিতাব দিয়ে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। ১০-১১ বছর বয়সে করাচীতে 'আহলেহাদীছ মসজিদ রহমানিয়াতে' প্রাতিষ্ঠানিক মক্তব জীবন শুরু করেন। তাঁর পিতা 'জামেউল উলূম আস-সঊদিয়্যাহ' মাদরাসায় ক্বারী মুহাম্মাদ বাশীরের নিকট কুরআন মাজীদ নাযরানা পড়তে দেন। শিক্ষক তাঁর তীক্ষ্ণ মেধায় আশ্চর্য হয়ে যান। বাশীর ছাহেবের পীড়াপীড়িতে তিনি ছেলেকে হানাফী দেওবন্দী হাফেয ক্বারী মুহাম্মাদ ইশফাকের নিকট হিফয করতে দেন। তিনি এক বছরের মধ্যেই পবিত্র কুরআনুল কারীম হিফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর দ্বীনী ইলম হাছিল করার জন্য উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন। করাচীতে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানেই ছোট্ট পরিসরে চালু হওয়া জামেউল উলূম মাদরাসায় দারসে নিযামীতে ভর্তি হন। তিনি আল্লামা শায়খুল হাদীছ মুহাম্মাদ ইউসুফ কালকাত্তাবীর নিকট দারস নেন। ইত্যবসরে তিনি পাঞ্জাবে চলে গেলে প্রধান শিক্ষক বিজ্ঞ আলেম হাকেম আলী দেহলভীর নিকট পড়াশোনা চালিয়ে যান। হাকেম আলী দেহলভীর নিকট তিনি মানকূলাত ও মা'কূলাতের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরবর্তীতে মাদরাসাটির পরিসর বড় হ'লে সুফায়েদ মসজিদ সোলজার বাযারে স্থানান্তরিত হয়। তখন মাদরাসার নাম পরিবর্তন করে 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' রাখা হয়। সেখানে মুহতামিম আতাউর রহমানের সুযোগ্য পুত্র শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব (দিল্লী)-এর মত দেশবরেণ্য আলেমদের দেখা পান এবং ইলমী ইযাফাহ হাসিল করেন। মুহতামিম ছাহেব তাঁর পিতার দিল্লীর মাদরাসার স্মৃতি রক্ষার্থে 'জামেউল উলূম আস-সঊদিয়্যাহ' মাদরাসাটিকে 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' মাদরাসায় রুপান্তরিত করেন। মাদরাসায় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি তাঁর প্রিয় শিক্ষক হাকেম আলীর দেহলভীর হালাক্বায় বা বিশেষ কোর্সে তিন বছর যাবৎ অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

অতঃপর তিনি শায়খ দাউদ গাযনবীর মাদরাসা 'দারুল উলূম তাক্বিয়াতুল ইসলাম' লাহোর থেকে দারসে নিযামীর পাঠ চুকিয়ে ফেলেন। তিনি পাকিস্থানের তদান্তীনকালের নামীদামী শিক্ষকের নিকট থেকে ইলমী ইযাফাহ অর্জন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী হ'ল মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী, ক্বারী বাশীর আহমাদ তিবতী, ক্বারী ওবাইদুল্লাহ বালতিস্তানী, হাফেয মুহাম্মাদ ইসহাক্ব, হাফেয আব্দুর রশীদ, মাওলানা আব্দুর রশীদ মুজাহিদাবাদী এবং মাওলানা আব্দুল হামীদ প্রমুখ।

স্মরণীয় ঘটনা : হাফেয সন্তানের অল্প সময়ে কুরআন হিফয সম্পন্ন হওয়ায় হাফেয পিতার বুকটা খুশীতে ভরে উঠে। বাবার উৎসাহ-উদ্দীপনায় ছালাহুদ্দীন ইউসুফও প্রাণশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। ফলে বাড়িতে যে আলেমই আসতেন, তাঁকে ইউসুফ আগ্রহভরে কুরআন মাজীদ শুনাতেন। একদিন ক্বারী আব্দুল হক রহমানী মেহমান হিসাবে আপ্যায়িত হ'লে তাঁর কাছে কুরআন শুনতে চাইলেন। হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ তাঁকে সাবলীলভাবে সূরা বাক্বারাহ্র দু'রুকূ শুনিয়ে দিলেন- أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 'তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও, আর নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো? তোমরা কি বুঝো না? *(বাক্বারাহ ২/৪৪)*। তিনি তাঁর মনোমুগ্ধকর পড়া শুনে এতটাই খুশী হলেন যে, উপরোক্ত আয়াতটি শুনে স্নেহচ্ছলে বললেন, তুমি তো আমাকে ভাই ওয়াযই শুনিয়ে দিলে!

তাঁর লেখনী : তিনি 'দারুল উলূম তাক্বিয়াতুল ইসলাম' মাদরাসায় ছাত্র থাকাবস্থায় ক্লাসের পাঠ্যবই ও জ্ঞানগর্ভ বিভিন্ন

সাহিত্য, জার্নাল, সাময়িকী, পেপার-পত্রিকা পড়ার মাধ্যমে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। গুরুত্বপূর্ণ পেপার-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল তাজাল্লী (দেওবন্দী ভাবধারার), চেরাগে রাহ (করাচী), ফারান (করাচী), সায়ারাহ (লাহোর), তর্জুমানুল কুরআন (লাহোর), মীছাক্ব (লাহোর) রাহীক্ব (লাহোর), দৈনিক শিহাব (লাহোর), সাপ্তাহিক আসিয়া (লাহোর) প্রভৃতি। এসব পত্রিকার মধ্যে নিজেকে তিনি ডুবিয়ে রাখতেন।

তিনি ছিলেন বইয়ের পোঁকা, ভাল নতুন কোন বই পেলেই হ'ল। তাঁর আনন্দ আর দেখে কে! তাঁর প্রিয় লেখকের তালিকায় যাদের নাম সর্বাগ্রে তাঁরা হ'লেন-শায়খ মাসঊদ আলম নাদভী, শায়খ আবুল হাসান আলী নাদভী, শায়খ আব্দুস সালাম নাদভী, ক্বাযী সুলায়মান মানছূরপুরী, শায়খ শিবলী নু'মানী, শায়খ সুলায়মান নাদভী, আবুল আ'লা মওদূদী, আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

তিনি ছাত্র বয়সেই লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। তাঁর জীবনের প্রথম প্রবন্ধ ছিল 'জশনে ঈদে মীলাদুন্নবী' এবং দ্বিতীয়টা হ'ল 'জার্নালিজম ইন পাকিস্তান' যা আল-ই'তিছাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আল-ই'তিছাম পত্রিকায় সিরিজ আকারে প্রকাশিত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছিল 'তাজাল্লী' পত্রিকার সম্পাদক শায়খ আমীর ওছমানী ছাহেব কর্তৃক আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদে। তিনি আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের দলীল ভিত্তিক সমুচিত জবাব প্রদান করেন।

অতঃপর আল-ই'তিছাম পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক শায়খ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর বিশেষ দিকনির্দেশনায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে তিনি মাওলানা মওদূদীর লিখিত 'খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত' বইয়ের শারঈ অপব্যাখ্যা অপনোদন করে জাতির সামনে সত্যের দূয়ার উন্মোচন করেন। ২০-২১ বছর বয়সে লিখিত এই বইটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই। শায়খ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পন করেন। ১৯৭০ সালে তাঁর নাতি মুহাম্মাদ সুলায়মান আনছারী এবং ছেলে হাফেয আহমাদ শাকের ছালাহুদ্দীন ইউসুফের সহযোগী হিসাবে পত্রিকার দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে শায়খ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী মৃত্যুবরণ করলে প্রায় চব্বিশ বছর তিনিই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অর্থাৎ প্রবন্ধ, সম্পাদনা, জীবনী ও বইয়ের উপস্থাপনা সবই তাঁর একহাতে সম্পাদিত হত। মোট কথা তিনি চব্বিশটা বছরে হাযার হাযার পৃষ্ঠা লিখেছেন আল-ই'তিছাম পত্রিকায়।

তিনি পত্রিকার দায়িত্ব পালন শেষে শায়খ আব্দুল মালিক মুজাহিদ প্রতিষ্ঠিত খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থা 'দারুস সালাম পাবলিকেশন্স'-এ গবেষণার কাজে যুক্ত হন। তিনি রিয়াদে প্রকাশনা সংস্থার অফিসে চার মাস অবস্থানরত থাকাকালীন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'তাফসীরে আহসানুল বায়ান' লিখতে শুরু করেন। লাহোরে প্রকাশনা সংস্থার শাখা অফিস লোয়ার মল থেকে শায়খ মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর সংকলিত কুরআনের উর্দূ অনুবাদসহ তাফসীরের সাথে সংযুক্ত হয়ে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এই উর্দূ তাফসীরটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় সঊদী সরকার সারসংক্ষেপ করে কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স-এর অধীনে পুনরায় প্রকাশ করে। মুসলিম জাহানের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় দারুস সালাম পাবলিকেশন্স তাফসীরটি ইংরেজী ভার্সনে পাঁচ খন্ডে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ পুরো কুরআনটি শব্দে শব্দে অনুবাদ করে 'আহসানুল কালাম' এবং 'আল-মাআ'নীল কুরআনিল কারীম' হিসাবে দারুস সালাম পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশ করেন। তাঁর লিখিত ও অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহের তালিকা নিম্নরূপ :

১. রিয়াযুছ ছালেহীন : ইমাম নববী (রহঃ)-এর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম হ'ল বিশ্ববিশ্রুত হাদীছের সংকলন গ্রন্থ রিয়াযুছ ছালেহীন। এই গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, যা দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়।

২. খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত কী তারীখী ওয়া শারঈ হাইছিয়াত : এই কিতাবটি মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব লিখিত 'খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত' বইয়ের জবাব। অত্র বই খানা সম্প্রতি ২০১৮ সালে পাঠকের ব্যাপক চাহিদার ফলে নতুন সংস্করণে ৬০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত নতুন প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সুযোগ্য সন্তান ওছমান ইউসুফ মাদানীর উদ্যোগে নতুন আঙ্গিকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

৩. আওরাতুঁ কে ইমতিইয়াযী মাসায়েল ওয়া কাওয়ানীন : এটি নারীদের ব্যাপারে ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েল সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। ইসলামে পুরুষ ও নারীর পারস্পারিক মর্যাদা, নারীদের নেতৃত্ব, তিন তালাক, বহুবিবাহ, সাক্ষ্য গ্রহণ, রক্তপণ, উত্তরাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে বইটিতে আলোচিত হয়েছে। ৩১৭ পৃষ্ঠার বিশাল বইটি দারুস সালাম প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

৪. যাকাত ওয়া ওশর কে আহকাম আওর মাসায়েল ওয়া ফাযায়েল : বইটি যাকাত ও ওশরের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। ১৩৫ পৃষ্ঠার বইটি দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৫. রামাযানুল মুবারক : ফাযায়েল আওর আহকাম ওয়া মাসায়েল : বইটির নামের মধ্যেই এর গাম্ভীর্য লুকিয়ে আছে অর্থাৎ বৃক্ষ তার ফলে পরিচয়। বইটি পরবর্তীতে ইংরেজী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

৬. মাসনূন নিকাহ আওর শাদী-বিয়া কী রুসূমাত : ১১০ পৃষ্ঠার এই বইতে বিয়ে-শাদীর সুন্নাত বনাম বিদ'আত সংক্রান্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. মাফরূর লাড়কিয়ূঁ কা নিকাহ আওর হামারী আদালাতে : ৮৮ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বইটিতে ছেলে-মেয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে বিয়ে-শাদী তথা ওলী ছাড়াই কোর্ট ম্যারেজের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে সে বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। বিশেষকওে এতে বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলামে বেলায়েত বা অভিভাকত্বের স্বীকৃতির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৮. রুসূমাত মুহাররামুল হারাম আওর সানিহায়ে কারবালা : ১১২ পৃষ্ঠার বইটিতে মুহাররাম মাস এবং কারবালার নামে অনৈসলামিক কিচ্ছা-কাহিনীর স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। অতঃপর ১০ই মুহাররামের শিরকী-বিদ'আতী কর্মকাণ্ড এবং কারবালার প্রকৃত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

৯. নামাযে মাসনূন মা'আ আদ'ইয়াহ মা'ছূরাহ : বইটিতে ছালাতে দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আসমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ১৫৯ পৃষ্ঠার বইটিতে শুধুমাত্র দো'আ সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

১০. নামাযে মুহাম্মাদী : বইটি ছোট বাচ্চাদের ছালাত শিখানোর উপযোগী করে লিখা হয়েছে। এটি সুন্নাতী তরীকায় ছালাত আদায়ের এক গুচ্ছ সম্ভার। ৬৪ পৃষ্ঠার বইটি দারুস সালাম পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়।

১১. তানক্বীহুর রুয়াত ফী তাখরীজে আহাদীছিল মিশকাত : এটি মিশকাতের আরবী শারাহ গ্রন্থ, যা 'আহসানুত তাফাসীর'-এর প্রণেতা শায়খ আহমাদ হাসান দেহলভী ৪ খন্ডে শেষ করেন। এর দুই খন্ড দেশভাগের পূর্বেই দিল্লী থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। তৃতীয় খন্ডের তাহক্বীক্বের কাজটি করেছিলেন মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ এবং সর্বশেষ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ এবং ক্বারী নাঈমুল হক নাঈম দু'জনে মিলে চতুর্থ খন্ডের তাহক্বীক্বের কাজ সমাপ্ত করেন।

১২. আহলে হাদীছ আওর আহলে তাক্বলীদ : আহলেহাদীছদের মাসলাক অনুযায়ী বিরোধীদের দলীলভিত্তিক জবাব প্রদান করা হয়েছে।

১৩. নামীমাতুছ ছাবীয়ী ফী তারজামাতিল আরবাঈনা মিন আহাদীছিন নাবী : নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী লিখিত 'তাসহীল ওয়া তানক্বীহ' বই অবলম্বনে লিখিত। বইটিতে বাচ্চাদের উপযোগী ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। ছালাহুদ্দীন ইউসুফ সাহেব পুরাতন উর্দু শব্দাবলীর পরিবর্তে নতুন শব্দাবলী সংযোজন করেন এবং ২৩ পৃষ্ঠার বইটি 'আদ-দাও'আহ ওয়াস সালাফিয়্যাহ' থেকে প্রকাশিত হয়।

১৪. আওরাত কী সারবারাহী কা মাসআলা আওর শুবহাত ওয়া মুগালাত্বাত কা জায়েযাহ : মহিলা নেতৃত্ব সংক্রান্ত বইটি 'আদ-দাও'আহ ওয়াস সালাফিয়্যাহ' থেকে প্রকাশিত হয়।

১৫. ইসলামী খুলাফা ওয়া মুলক কে মুতা'আল্লাকা গালত্ব ফাহমিয়ূঁ কা ইযালাহ : ইসলামী খেলাফত সংক্রান্ত ভ্রান্তি সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

১৬. তাহরীকে জিহাদ আওর আহলেহাদীছ ওয়া আহনাফ : বইটিতে আহলেহাদীছ ও হানাফী আলেমদের জিহাদ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

১৭. তাওহীদ ওয়া শিরক কী হাক্বীক্বাত মা'আ মুগালাত্বাত ওয়া শুবহাত কা ইযালাহম, ১৮. কবর পুরস্তী, ১৯. আহকাম ওয়া মাসায়েলে ঈদুল আযহা, ২০. হিছনুল মুসলিম, ২১. কিয়া খাওয়াতীন কা তরীক্বাহ নামাযে মারদূঁ সে মুখতালিফ হ্যায়, ২২. নাফাযে শারী'আত কিওঁ আওর ক্যায়সে?, ২৩. ইজতিহাদ আওর তা'বীর শারী'আত কে ইখতিয়ার কা মাসআলাহ, ২৪. ঈছালে ছাওয়াব আওর কুরআনী খাওয়ানী, ২৫. হাদ্দে রজম কী শারঈ হাইছিয়াত, ২৬. জানাযা কা আহকাম ওয়া মাসায়েল। ২৭. হুকুকে উম্মাহ ২৮. হুকুকুল ইবাদ ২৯. হুকুকুল ওয়ালেদাইন ৩০. হুকুকুল আওলাদ ৩১. হুকুকুয যাওজাইন ৩২. ওয়াকি'আহ মি'রাজ আওর উস কে মাশাহাদাত ৩৩. খানেপিনে কে আদাব ৩৪. সোনে জাগনে কে আদাব ৩৫. সালাম কে আদাব ওয়া আহকাম ৩৬. খাওয়াতীন সে মুতা'আল্লাক বা'য আহাম মাসায়েল আহাদেছ কী রওশনী মে ৩৭. আইয়াম মাখছূছাহ মে আওরাত কা কুরআন পাড়হনা আওর সোনা ৩৮. মাসআলা তালাক্ব ছালাছাহ আওর উলামায়ে আহনাফ ৩৯. আযমাতে হাদীছ আওর উসকে তাক্বাযা ৪০. ইসলামী লেবাস : আদাব ওয়া আহকাম ৪১. তরজমায়ে কুরআন ৪২. মিনহাতুল বারী তারজামায়ে আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী।

তাঁর বাগ্মিতা : তিনি বক্তব্যেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি দূরদৃষ্টি ও উম্মাহ চেতনাসম্পন্ন বক্তা ছিলেন। বিভিন্ন মসজিদে নিয়মিত জুম'আর খুৎবা দিতেন। তিনি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ছিলেন। লাহোরসহ দেশে-বিদেশের বিভিন্ন মঞ্চসহ আধুনিক মিডিয়া জগতে তাঁর সরব পদচারণা ছিল। বক্তব্যেকে তিনি দ্বীন প্রচারের বড় মাধ্যম হিসাবে মনে করতেন। লেখনীর মত তাঁর বক্তব্যও ছিল শানিত তরবারী। তিনি কুরআন-হাদীছের বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পেশ করতে পারতেন। তার বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য মুমিন হৃদয়ে খুবই প্রভাব ফেলত। তার বক্তব্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠত হুকুকুল্লাহ, হুকুকুল উম্মাহ এবং হুকুকুল ইবাদের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যা থেকে মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন করণীয়গুলো অক্ষরে অক্ষরে বুঝে পেত। জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণই তার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

উপসংহার : হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ সূরা আল-ইসরা নিয়ে বিস্তারিত তাফসীর লিখছিলেন। কিন্তু এটি সমাপ্তির আগেই রোজ শনিবার ১১ই জুলাই ২০২০ পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। জীবদ্দশায় তিনি পিস টিভি উর্দু, পায়গাম টিভি এবং পাকিস্থানের নামীদামী সব টিভি চ্যানেলে তিনি উপস্থিত হতেন। এই আল্লাহ্‌র পথের দাঈ বর্হিবিশ্বেও পাড়ি জমিয়েছেন বিভিন্ন ইসলামী কনফারেন্স, সেমিনার-সেম্পোজিয়ামে। তিনি পাকিস্থানের বিখ্যাত পত্রিকা 'মুহাদ্দিছ' (লাহোর), বোর্ডের অন্যতম একজন সদস্যও ছিলেন। কত বই, কত পত্রিকাই যে তার বরকতী হাতের ছোঁয়ায় সম্পাদিত হয়েছে তার ফিরিস্তি শেষ হবে না। এমন একজন আহলেহাদীছ ইলমী মহীরুহের বিদায় সত্যিই অপূরণীয়। আল্লাহ তাঁর রেখে যাওয়া বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচারের এই মিশনকে আরো বেগবান গতিতে অব্যাহত রাখার তাওফীক দিন-আমীন!

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী পড়ে মুসলিম হয়েছি

যুক্তরাজ্যের অধিবাসী **ইউসুফ ডার্বিশায়ার** ইসলাম গ্রহণের আগে ছিলেন মদ ও মাস্তিতে মগ্ন এক ব্রিটিশ যুবক। অবসরে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী পড়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (ছাঃ)-এর চাচা হামযা (রাঃ)-এর জীবন তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ফলে তার বোনের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মেয়ের নাম রাখেন সাফিয়া।

তিনি বলেন, মুসলিম হওয়ার আগে আমি ছিলাম একজন সাধারণ ব্রিটিশ বালক। আমি রবিবার সন্ধ্যায় মদপানসহ এমন সবধরনের কর্মকাণ্ডেই অভ্যস্ত ছিলাম। এ ধরণের কর্মকাণ্ড যাকে এখন আমি অপকর্ম বলি। এই ধরনের স্বেচ্ছাচারী পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমি বড় হতে থাকি। তবে আমার ভাল গুণ বলতে, অবসরে বা ছুটিতে ভাল ভাল বই পড়ার অভ্যাস আমার ছিল। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি ছুটি কাটাতে গ্রিসে যাচ্ছিলাম। আপনি যখন কোনো এয়ারপোর্টে যাবেন আপনার ব্যাকপ্যাকে পড়ার মত একাধিক বই থাকতে পারে, যা আপনি কোনো সুইমিংপুলের পাশে বসে পড়তে পারেন। যদিও খুব বেশী পড়া হয় না। এমনই একটি ভাল লাগাতে থেকে আমি ভাবলাম, আমার প্রিয় লেখক ডাব্লিউএইচ স্মিথের কোনো বই পড়ার জন্য নিয়ে যাব। কিন্তু তাঁর লেখা মনের মত কোন বই পেলাম না।

আমি ভাবতেই পারিনি যে, কখনো কখনো মানুষ না চাইতেও অনেক ভালো কিছু পেয়ে যায়। বই না পেয়ে ফিরে আসার সময় আমার হাতের নিকটেই একটি বুক শেলফ আমার চোখে পড়ে যায়। টেবিলে বিছানো বইগুলো তোলার সময় একটি বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বার্নাবি রজার্সনের 'দ্য প্রফেট মুহাম্মাদ : আ বায়োগ্রাফি'। লাইব্রেরীতে বইটির প্রথম পৃষ্ঠা পড়ার পরই আমার ভালো লেগে যায়। আমি দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়ি এবং ছুটিতে পড়ার জন্য বইটি কিনে নিই। আমি বইটি পড়লাম। বইটি আমার তৃপ্তি বাড়িয়ে দিল। আমার মনে হ'ল, আমার আরও জানা প্রয়োজন। সুতরাং আমি বইটি পড়ে শেষ করলাম এবং স্থানীয় একটি মসজিদে গেলাম; তাদের সঙ্গে কথা বললাম এবং জানার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। মসজিদের ইমামের সাথে বিভিন্ন বিষয় দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা হওয়ার পরে, তিনি আমার হাবভাব দেখে বললেন, সত্যি বলতে কি ইসলাম বোঝার শ্রেষ্ঠ পথ হলো মুসলিম হওয়া। তখন আমি দ্বিতীয় কোনো চিন্তা না করেই কালেমা শাহাদাত- আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ব উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল) পাঠ করলাম।

হামযা (রাঃ)-এর জন্য ভালোবাসা

আমি একজন নওমুসলিম হিসাবে মহানবী (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের সঙ্গে নিজের মিল খোঁজা স্বাভাবিক। ফলে এ বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করি। কেননা তাঁরাও ছিলেন আমার মত 'ধর্মান্তরিত মুসলিম'। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা হামযা (রাঃ)-এর সঙ্গে আমার মিল রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের আগে ও পরে তাঁর জীবনাচারের সঙ্গে আমি নিজের মিল খুঁজে পাই। যেমন তিনি আনন্দময় সময় কাটাতে পসন্দ করতেন, এমন অনেক কিছুই মনে হয় মিলে যায় তাঁর সাথে। সুতরাং হজ্জের সময় আমি ওহুদ যুদ্ধের প্রান্তরে যেখানে হামজা (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন সেখানে যাই এবং সময় কাটাই। ওহুদের প্রান্তরে আমি যখন হাঁটছিলাম, যেন প্রশান্তির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদছিলাম। কিছুতেই কান্না থামাতে পারছিলাম না। আমি হাঁটতে হাঁটতে সামান্য উঁচু করে দেওয়া কবরস্থানের প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেলাম এবং হামযা (রাঃ)-সহ ওহুদের শহীদদের জন্য দো'আ করলাম। কাঁদতে কাঁদতে বাসে ফিরে এলাম। একজন জানতে চাইলেন কী হয়েছে? আমি বললাম, এখানে এমন একজন ছিলেন যাঁর ভেতর আমি আমার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই। তিনি বললেন, 'মুহাম্মদ (ছাঃ) যখন জানতে পারলেন তাঁর চাচার সঙ্গে কী হয়েছে, তিনি কেঁদে দিলেন এবং অবিরাম ধারায় তাঁর অশ্রু ঝরছিল। আমি বললাম, তিনি হয়তো পরবর্তীদের জন্য কিছু রেখে গেছেন!

আমি এখন ভাবি হায়! আমি এক অজানা পথের পথিক। কিভাবে প্রভু তাঁর দয়ায় আমাকে সিক্ত করলেন; পথ দেখালেন। ক'দিন আগেও আমি যার খোঁজ রাখতাম না; জানতাম না তার ঠিকানা। তার জন্য আমার অজান্তেই চক্ষু অশ্রু বির্সজন করে, অকপটে কেঁদে যায় আমার দু' নয়ন। এ তো রক্তের নয়, এ তো রক্তের চেয়েও বেশী। কি অকৃত্রিম এলাহী ভালবাসা। *(তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট)*

জীবনের বাঁকে বাঁকে

আমার বন্ধু ফাহিম

-আরীফ মাহমুদ, আটলান্টা, জর্জিয়া

ক্রোধান্বিত না হয়ে কিভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির লেনদেন করতে হয় ফাহিম আমাকে শিখিয়েছে। ডারউইন, ইমানুয়েল কান্ট, রিচার্ড ডকিনস, স্যাম হারিস, সেথ এণ্ড্রুস, ডেন বার্কার ইনাদের সহ দেশের অভিজিৎ রায়, আরজ আলী মাতব্বর ছাহেবদের এথিজম আর রেশনালিজম ও যত পড়েছে, উনাদের সম্পর্কে যত জেনেছে মসজিদ থেকে ও ধীরে ধীরে দূরে চলে গেছে। তবে আমাদের সম্পর্ক এজন্য এতটুকু নষ্ট হয়নি। বন্ধুত্বের বাঁধন আলগা হয়নি। ওর জ্ঞান পিপাসাকে বরাবরই শ্রদ্ধার সাথেই দেখেছি। যদিও বা খালাম্মার (ফাহিমের মা) মন ভারী হয়েছে খুব।

ফাহিমের একটা চমৎকার গুণ হলো-ও খুব পড়ে। আমাদের মতন ভাসমান পড়া না। গভীর মনোযোগের সাথে পড়া। ও স্পষ্টবাদী। নিঁখুত যুক্তিতে পারদর্শী। বিবেক তার শানিত। নাস্তিক হলেও কোন ধর্মকে ও কোনোদিন গালমন্দ করেনি। কোন ধার্মিক মানুষকে অশ্রদ্ধা করেনি।

মসজিদের ইমাম বাজার করে আসছেন। ফাহিম ইমামের বাজারের ব্যাগ হাতে নেয়। হাঁটতে হাঁটতে দুজনের গল্প বেশ জমে ওঠে।

আমি শুনি।

ইমাম ছাহেব বলেন-কোনো মানুষ ফেরেশতাও না, আবার শয়তানও না। একজন মানুষকে কোন একটা ঘটনার কারণে একেবারে শয়তান বলাও ঠিক না। আবার একটা ভালো কাজের জন্য কাউকে ফেরেশতা বানানোও ঠিক না। পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে না'। এই কথাটি কেন বলা হয়?

জানিনা-কেন বলা হয়।

ইমাম ছাহেব বলেন- একটা রোগের জন্য রোগীকে ঘৃণা করা ঠিকনা। পাপ হলো রোগ। রোগ দূর করা দরকার। কিন্তু রোগীকে না।

বাহ! কত সুন্দর ব্যাখ্যা।

ইমাম ছাহেবকে দেখি-বেনামাযীর সাথেও দরদ দিয়ে কথা বলতে। হিন্দু ধর্মের মুরুব্বী সামনে পড়লে নিজ থেকেই প্রথমে আদাব বলে সম্বোধন করতে। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে। ছোট শিশুদের আগে থেকেই সালাম দিতে।

ফাহিম বলে- এই জন্যই উনাকে আমি এত শ্রদ্ধা করি। ব্যাগ বহন করে আনন্দ পাই।

বর্ষার কর্দমাক্ত পথে হেঁটে পায়ে মাটি লাগে। ফাহিম বদনা দিয়ে ইমাম ছাহেবের পায়ে পানি ঢালে। ইমাম ছাহেব পা পরিষ্কার করেন।

আমি বলি- জগৎটা আসলেই সুন্দর।

ফাহিম বলে- জগৎ মানে কি?

কি?

যার গতি আছে তাই জগৎ। প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার বছর আগে সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটি এসেছে। জগৎ যে গতিময় এই ধারণা না থাকলে- ওরা জগৎ বলল কেমন করে?

তাইতো, জানলো কেমন করে?

ভূগোল শব্দটিও সংস্কৃত ভাষায় আছে। ভূ মানে পৃথিবী। গোল মানে গোল। অর্থাৎ আধুনিক মানুষ এসব আবিষ্কার করার আগেই আজ থেকে আড়াই-তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন মানুষরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রী ছাড়াই এসব বলে দিয়েছে। প্রায় ৩৬ হাজার বছর আগে মানুষ নিজ হাতে নিঁখুতভাবে আলতামিরার প্রাচীন গুহাচিত্রের বাইসুন এঁকেছে।

আমি বলি- এসব মিরাকল না?

না, এসব কিছু মানুষের নানা সময়ে মানুষের জানার নানা কৌশল।

খালাম্মা পাশে এসে দাঁড়ান। বলেন-মিরাকল অবশ্যই ঘটবে। মায়ের দোয়া কবুল হয়নি- এমন কোন নযীর নেই।

খালাম্মার মিরাকল ঘটা মানে- ফাহিমের আবার মসজিদমুখী হওয়া।

আমি বলি- জ্বি খালাম্মা মিরাকল অবশ্যই ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

বিদ্বান হয়ে নিশ্চুপ থাকলে মানুষের শত্রু বাড়েনা। কিন্তু বিদ্বান হয়ে স্পষ্টবাদী হ'লে মানুষের শত্রু সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বাড়ে। স্থানীয় এক বড় নেতার অনৈতিক কাজে প্রতিবাদ করায় ফাহিমের জীবনে ঘোর অমানিশা নেমে আসে। রাজনৈতিক মিথ্যা মামলা থেকে বাঁচতে ফাহিম ফেরার হয়। খালাম্মার ঘর আঁধার হয়।

এর মাঝে কেটে গেছে অনেক বছর। ফাহিমের আর কোন খোঁজ নেই। কোন আলতামিরার গুহায় লুকিয়েছে কে জানে।

একদিন জানলাম- মরু, পাহাড়, নদী, উত্তাল সমুদ্র, নিশ্ছিদ্র ট্রাক, নৌকার ভিতরের অন্ধকার, ল্যাটিন আমেরিকা, পানামা, মেক্সিকোর দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে ফাহিম আমেরিকা পৌঁছেছে। জীবনের দীর্ঘ উত্থান-পতনে কেটে গেছে অনেক বছর। সবুজপত্র ছাড়া এই দেশে থাকাও মুশকিল। ফাহিম ইউরোপে ফিরে যেতে উদগ্রীব। ঠিক এমনি সময়ে আমেরিকার সরকারের বিশেষ দয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সবুজপত্রটি ফাহিমের হাতে আসে।

মা ফাহিমকে সংসারী হতে বলেন। ফাহিম নাস্তিক হয়ে মাকে কষ্ট দিয়েছে একবার। এখন মায়ের অমতে মেয়ে বিয়ে করে মাকে নতুনভাবে কষ্ট দিতে চায় না। যদিও সে জানে-যেহেতু সে পলিটিকাল এসাইলামে সবুজপত্র পেয়েছে, তার মানে সে কোনোদিনই নিজ দেশে ফিরতে পারবে না। সব ঘটনা শুনার পরও মেয়ে-মেয়ের পরিবার ফাহিমের সাথেই বিয়ে দিতে রাজী হন।

ফাহিমের বিয়ের যাবতীয় কাজ ভিডিও কলে সুসম্পন্ন হয়। নাস্তিক হয়েও সে কালেমা পড়ে কবুল বলে। এখন, দেশ থেকে মেয়ে আসার প্রতীক্ষা।

মা ফাহিমকে বললেন-দেশে আসতে না পারো, কিন্তু পাশের দেশে তো আসতে পারো। আমি পুত্রবধুকে নিয়ে থাইল্যান্ড আসছি। তুমিও আস।

কিছুদিন পর সবকিছু ঠিকঠাক করে এক শুভক্ষণে ব্যাংকক এয়ারপোর্টে ফাহিমের সাথে মা-ভাই, বউ-শ্যালকের দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ হয়। এ এক অন্যরকমের পারিবারিক হানিমুন। মা ছেলেকে এতদিন পর মন ভওে দেখেন। ছেলে মাকে দেখে। গোপনে তার প্রিয়তমা বউকে দেখে।

সেন্ট্রাল ব্যাংককের এক হোটেলে তারা ওঠেন। হানিমুনের দু'সপ্তাহ খুব দ্রুত চলে যায়। ফাহিমের এবার আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের পালা। বাকি সবাই ফিরে যাবে ঢাকা।

কিন্তু এর মাঝে শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী এক নতুন ত্রাস। করোনার দখলে চলে গেছে গোটা দুনিয়া। একের পর এক লকডাউন শুরু হয়েছে। সমস্ত ফ্লাইট বাতিল। হানিমুনের পিরিয়ড যত বাড়ছে, ফাহিমের মানিব্যাগও তত ফাঁকা হয়ে আসছে।

খাওয়া-দাওয়া, হোটেল বিল-বাজার সব মিলিয়ে ফাহিমের এখন ত্রাহিমধুসুদন অবস্থা। দু'সপ্তাহের মাঝেই ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা বেড়ে গিয়ে হয়েছে চার সপ্তাহ।

খালাম্মা অভয় দিয়ে বলেন- আল্লাহর উপর ভরসা রাখ বাবা।

ফাহিম বলে- আগে সঠিক পরিকল্পনা মা। পরে আল্লাহর উপর ভরসা।

পরিকল্পনা হ'ল- সবার হোটেল ব্যয় নির্বাহ করা যেহেতু কঠিন। তাই যেভাবেই পারে কোন বিশেষ ফ্লাইটে সুযোগ পেলেই পরিবারের সবাইকে আগে ঢাকা পাঠাতে হবে। কয়েকদিন পর এক বিশেষ ফ্লাইটে ফাহিম বাদে পরিবারের সবাই ঢাকা ফিরে।

আর ফাহিম ব্যাংককের এক হোটেলে লকডাউনে একা বসে ফাঁকা ওয়ালেট দেখতে থাকে। হোটেল বিল, খাবার খরচ মেটাতে গিয়ে ফাহিম ফতুর। এখন উপায় কি?

মুসলিম হোটেল বয় ইদরীস পরামর্শ দেয়- একটা ভাল ব্যবস্থা আছে। থাকার সমস্যাও মিটবে। আরামও পাবেন। কাল সকালে রেডি হয়ে থাকবেন।

পরদিন সকালে হোটেল বয় ইদরীস ফাহিমকে স্থানীয় দারুল আমান মসজিদের খাদেমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

ফাঁকা বিশাল মসজিদের ভিতর নাস্তিক ফাহিম একা। ভাবছে কীভাবে কি হয়ে গেল। এ কোন রহস্য। আলতামিরার বাইসুন রহস্যের চেয়ে এটা কম কি?

মসজিদের খাদেম ফাহিমকে খাবার দিয়ে যান। জীবন রহস্যের নানা বিষয়ে আলাপ জমে ওঠে। একই মাটি থেকে আঁখ মিঠা সংগ্রহ করে, নিমগাছ তিতা গ্রহণ করে, মরিচ গাছ ঝাল গ্রহণ করে, লেবু গাছ টক গ্রহণ করে- কেমনে হয়? প্লান্ট সায়েন্সের একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী এই সব প্রক্রিয়ার পেছনের কারিগর কে? কে এই মহাপরিকল্পক?

ফাহিম ভাবে। অনেক গভীর চিন্তাও মানুষের মনে রেখাপাত করেনা। কিন্তু জীবনে হয়তো এমন মুহূর্ত আসে সাধারণ কোনো কথাও কারো হৃদয়কে বিগলিত করে দেয়। ফাঁকা মসজিদের ভিতর একা একা বসে ফাহিমের মনে কি হয় কে জানে? যতই সে ভাবে-ততই তার মনে প্রশান্তি জাগে। এমন নির্জনে এমন ধ্যানের সুযোগ ফাহিম আগে আর কখনো পায়নি। ভাবতে ভাবতে মসজিদের ভিতরেই ফাহিম ঘুমিয়ে পড়ে।

ফজরের আযানের আগেই সে ছালাতের জন্য উঠে দাঁড়ায়। সিজদায় পড়ে এমন অশ্রু বিসর্জনের শান্তি যেন সে আগে আর কখনো পায়নি। মসজিদের ভিতর বসেই মাকে ফোন করে ফাহিম। কাঁদে, শিশুর মতো কাঁদে।

খালাম্মা বলেন- বলেছিলাম না। মিরাকল ঘটবে। মিরাকলই ঘটেছে। ঘর ভর্তি ফাহিমের বইগুলো দেখে দেখে চিন্তা করতাম- আমার ছেলে এত পড়ালেখা করল। এত কিছু শিখল। কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর- দু'টো কুরআনের আয়াত পড়ে একটু মায়ের জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবাওে দোআ করবেনা-এটা কেমন করে হয়। কোন মায়ের মন কি এতে শান্তি পায়। পৃথিবীর সব কিছু এক মহাশৃঙ্খলে বাঁধা। আর এই শৃঙ্খল আর শৃঙ্খলা কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই এমনি এমনি হয়না। রাব্বুল আলামীনও কোন মায়ের মোনাজাতের হাতকে কখনোই শুন্যভাবে ফিরিয়ে দেন না।

এক দাওয়াতী সফরের গল্প

-এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ

৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২০। শুক্রবার। বেলা ৯টায় মোবাইলটা হাতে নিয়ে বিগত দিনের কথাবার্তাগুলোর পুনরাবৃত্তি হ'ল। আর দেরী না করে, জলদি খুৎবা দেয়ার নিমিত্তে দো'আ পড়ে বাড়ী হ'তে বের হলাম। রাজশাহী রেলগেটে তানোরগামী বাসে উঠে সীটে চেপে বসে পড়লাম। সফরের দো'আ পড়ে নিলাম। চড়ে বসতেই ভু.. ছুট। ক'দিন আগেই মোবাইল মারফত মোহনপুর পশ্চিম ও তানোর পূর্ব এলাকার আমার প্রাণের সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলেরা তাদের এলাকায় খুৎবা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। জীবনের পড়ন্ত বয়সে একটু নেকী কামাইয়ের ফুসরত বটে। কে আর মিস করে! বাস একটু দূর যেতে না যেতেই আমার ফোনটি আবার বেঁজে উঠল। ফোনটি রিসিভ করে দায়িত্বশীল ভাইদের আরো একবার আমার আসার কথা কনফার্ম করলাম; আমি রওয়ানা হয়েছি। আপনারা কালিগঞ্জ বাজার বাসষ্ট্যান্ডে অপেক্ষা করুন।

বাসে বসে চারপাশের বিভিন্ন নে'মতরাজি আমাকে মুগ্ধ করল; পুলকিত হৃদয়ে তা উপভোগ করলাম। দেখতে দেখতে বাস কালিগঞ্জ বাজার বাসষ্ট্যান্ডে পৌঁছে গেল। দ্বীনী ভাইদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় মনটা বিগলিত হ'ল। আমি বললাম, কোথায় খুৎবা দিতে হবে। ওরা বলল, কালিগঞ্জ বাজারের পশ্চিমে কলেজ ও হাইস্কুল সংলগ্ন জামে মসজিদে। আমি কথা রাখতে পেরেছি দেখে তারা আশ্বস্ত; আলহামদুলিল্লাহ।

বাস থেকে নেমে চা পান করার জন্য একটু বিরতি। শেষ হ'ল চা পান। কালিগঞ্জ বাযার হ'তে সামান্য দূরে মসজিদ। পায়ে হেঁটে যাত্রা করলাম। আমার সাথে কয়েকজন দায়িত্বশীল রয়েছেন। তারা আমার সাথে হাঁটা শুরু করলেন। ডানে-বামে চারিদিকে আলুর সবুজ ক্ষেত। সবুজ আর সবুজ। মনে হ'ল আল্লাহ পাক এই অঞ্চলকে সবুজ দিয়ে সাজিয়েছেন। শীতের হাওয়া গায়ে লাগছে। হালকা শীতে মিষ্টি রৌদ্র বেশ ভাল লাগছে। বাংলাদেশের মানচিত্রে যে অঞ্চলগুলো বরেন্দ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত, তার মধ্যে রাজশাহীর তানোর অন্যতম। বরেন্দ্র এলাকার অন্যতম ফসল আলু। সেই আলুর ক্ষেতের পার্শ্বের রাস্তায় হাটছি আর মহান আল্লাহ্র নিদর্শনগুলো দেখছি। আল্লাহ বলেন, 'আর তাদের জন্য অন্যতম নিদর্শন হ'ল মৃত যমীন। যাকে আমরা জীবিত করি ও সেখান থেকে শস্য উৎপাদন করি। অতঃপর তারা তা থেকে ভক্ষণ করে' *(ইয়াসীন ৩৬/৩৩)*।

এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের নিকট তাওহীদ ও ক্বিয়ামতের প্রমাণ তুলে ধরেছেন। মৃত যমীনকে জীবিত করার মধ্যে মৃত মানুষকে পুনর্জীবিত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তেমনিভাবে জীবন ও মৃত্যুদাতা অতঃপর পুনর্জীবনদানকারী একজন মহা শক্তিধর অদৃশ্য সত্তা আল্লাহ যে আছেন, তারও প্রমাণ রয়েছে। তাঁর হাতেই সকল ক্ষমতা। তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর কাছেই জীবনের হিসাব দিতে হবে। অতঃপর জান্নাত অথবা জাহান্নামই হবে মানুষের চূড়ান্ত ঠিকানা। যেভাবে ভূমিতে উৎপাদিত শস্য চিটা-ভূষি হলে তা মালিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। আর দানাপূর্ণ হ'লে তা গৃহীত হয়।[৭২] বরেন্দ্র এলাকায় বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় পানির কিছুটা অভাব থাকে। তবে বরেন্দ্র প্রকল্পের আওতায় পানির অভাব অনেকটা পূরণ হয়েছে এখন, আলহামদুলিল্লাহ! যাক সে কথা চলে আসলাম জামে মসজিদ সংলগ্ন কলেজ ও হাইস্কুল সামনে বিশাল মাঠ। সুন্দর সবুজ পরিবেশ। মসজিদে ঢুকলাম। মনে হ'ল ভিতর বাহিরে মিলে আনুমানিক ৫০০জন মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন এখানে। এত বড় মসজিদে সবাই আহলেহাদীছ। মনে হ'ল কোন এক মর্দে মুজাহিদের ছোঁয়ায় আল্লাহ এদেরকে আহলেহাদীছ হিসাবে কবুল করেছেন। অনেক আগেই আমীরে জামা'আতের থিসিসে পড়েছি, তানোর এলাকায় দুয়ারীর আকরাম আলী খাঁ, জামিরা কেন্দ্রের কারামাতুল্লাহ, মোহনপুর ধোপঘাটার মেহের আলী তাওহীদের বাণী প্রচার করতে আসতেন।[৭৩]

ওযূ করে মসজিদে প্রবেশ করলাম। দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করে মিম্বারে উঠে বসলাম। আযান শেষ হ'ল। খুৎবা শুরু করলাম। আলোচনার বিষয় ছালাত। ছালাতের সংজ্ঞা ও ছালাতের গুরুত্ব বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করলাম। আলোচনার শেষ দিকে যুবকদের উদ্দেশ্য করে বললাম, বর্তমান যামানায় তোমরাই জাতির হাতিয়ার। তোমাদের কাছে জাতি অনেক কিছু আশা করে। ইসলাম ধর্মে নেই, এমন অনেক বিষয় আজ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কুসংস্কার ইসলামকে চেপে ধরেছে। সমাজ আজ কুরআন ও হাদীছ ছেড়ে কুসংস্কারমুখী হতে ধরেছে। তাই তোমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আলোচনা শুনে যুবকের দল বোধহয় বেশ অবাক হ'ল।

খুৎবা শেষ হ'ল। ছালাত শেষ করে বাইরে এসে দেখতে পেলাম একদল তরুণ ও যুবক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তাদেরকে কাছে এসে সালাম দিয়ে বললাম, তোমরা সব কেমন আছ? তারা বলল জ্বী, আলহামদুলিল্লাহ ভাল আছি। যাক আলহামদুলিল্লাহ। তাদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম তারা কলেজ ও হাইস্কুলে পড়ুয়া ছাত্র। একজন তরুণ জিজ্ঞাসা করল, স্যার! আপনি এখনও ওকালতি করেন? বললাম, হ্যাঁ। স্যার আপনার আলোচনা শুনে খুব ভাল লেগেছে। বললাম, জ্বী, আমারও ভাল লেগেছে। ঐ তরুণ বলল, আপনি যেভাবে যুবকদের উদ্দেশ্যে কথা বললেন, তা অন্যদেরকে বলতে দেখিনি। আমি তাদেরকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তন তথা সমাজ সংস্কারের ময়দানে কাজ করার আহ্বান জানালাম। তারা খুবই আন্তরিক উৎসাহ দেখালো আলহামদুলিল্লাহ।

দীর্ঘদিন দাওয়াতের ময়দানে ঘুরে যেটা উপলব্ধি করি তা হ'ল, একাকী সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তনের জন্য চাই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। আর সে সংগ্রাম করার দায়িত্ব পালন করতে হবে যুবকদেরকেই। একশত যুবকের দু'শত হাত একই মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আহ্বান ছড়িয়ে দিতে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

যদিও ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলমানের, তথাপি বিশেষ একটি দলকে এ দায়িত্ব পালনের

৭২. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, বঙ্গানুবাদ কুরআন (আলোচনা : সূরা ইয়াসীন দ্রষ্টব্য)।

৭৩. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন থিসিস, ৪২০ পৃ.।

নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ। নিঃসন্দেহে তারা হলেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীন, সালাফে ছালেহীন এবং সকল যুগের মুত্তাক্বী আলেমগণ ও আল্লাহ্র পথে সংগ্রামী আপোষহীন নেতৃবৃন্দ। যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠায় রত থাকেন এবং জাতিকে সেই পথে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে এযাবত তাদের মাত্র একটাই নাম রয়েছে, আহলুল হাদীছ।[৭৪] হাদীছে এসেছে, وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. ‘মু‘আবিয়া ইবনু কুররা (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন সিরিয়াবাসীরা খারাপ হয়ে যাবে, তখন তোমাদের আর কোন কল্যাণ থাকবেন না। তবে আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সকল সময়েই সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) থাকবে। যেসব লোকেরা তাদেরকে অপমানিত করতে চায়, তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, সাহায্যপ্রাপ্ত বা বিজয়ী সেই সম্প্রদায়টি হ’ল আছহাবুল হাদীছ তথা আহলেহাদীছ’।[৭৫]

আজকের আলোচনায় তরুণ ও যুবকদের উৎসাহ দেখে সেই অনুভূতিটা আরো গাঢ় হ’ল। মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেলাম মটর সাইকেলযোগে দুপুরের খাবারের জন্য। কালিগঞ্জ বাযার জামে মসজিদে বাদ মাগরিব হ’তে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা আছে। দুপুরের খাবার পর একটু রেস্ট নিয়ে চলে আসলাম মসজিদে। এর আগে আমি এই মসজিদে কোনদিন আসিনি। রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসার সময় দূর থেকে মসজিদটি দেখেছি মাত্র।

মাগরিবের আযান শেষ হ’ল। ছালাত আদায় করে আলোচনা পর্ব শুরু হ’ল। সঞ্চালক ঘোষণা দিলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করবেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা ও রাজশাহী জজ কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট জারজিস আহমাদ। আলোচনা শুরু করলাম। শুরুতেই কিছুক্ষণ ইংরেজী বলতে লাগলাম। প্রায় সকলেই হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের তোড় বুঝতে পেরে ইংরেজী ছেড়ে আঞ্চলিক বাংলায় মানে একদম তানোর মোহনপুর এর গ্রাম-বাংলায় শুরু করলাম। আহলেহাদীছ আন্দোলন কবে ভারতবর্ষে শুরু হয়, তার আগে কোথায় শুরু, তখন কারা কারা নেতৃত্ব দেন প্রভৃতি বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণসহ উপস্থাপন করলাম। বললাম, আহলেহাদীছ আন্দোলন হঠাৎ করে গাজিয়ে উঠা কোন আন্দোলন নয়। পদ্মা নদীতে কচুরীপানার মত ভেসে চলে যাবে এমনটিও নয়। আহলেহাদীছ আন্দোলন ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ’তে চলে আসা একটি নির্ভেজাল তাওহীদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র দ্বীনকে আল্লাহ্র যমীনে প্রতিষ্ঠা করা। এই আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। এর কাজ হ’ল কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। আলোচনার পর শ্রোতাদের মধ্যে কোন কথা না থাকলেও বুঝতে পারলাম যারা এর আগে আমাদেরকে ঐ মসজিদে কোন প্রোগ্রাম করতে বাঁধা দিত, তারা বক্তব্যে সন্তুষ্ট হ’তে পারেনি। তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম, আমরা এখানে কল্প-কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। নিছক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোচনা নিয়ে আসি। আমাদের আলোচনা শোনার বিষয়টা আপনাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু আমরা দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আসব এটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এতে বাঁধা দেয়া আপনাদের ঠিক হবে না। কেননা বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ৪১ অনুচ্ছেদ (ক)-তে বলা হয়েছে, **‘প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং কোন নাগরিককে তার স্বধর্মীয় প্রচারে বাধা প্রদান রাষ্ট্র বিরোধী কর্মের সমতুল্য’।** পরিশেষে সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম। এখানেও একদল যুবক আলোচনা শুনতে এসেছে। তারা আলোচনা শুনে খুশী। তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলল, স্যার! এর আগে কিছু লোক আমাদেরকে এই মসজিদে প্রোগ্রাম করতে দেয়নি। এমন দেখা গেছে আমাদেরকে দেখলে গেটে তালা দিয়ে চলে যায়। আপনি আলোচনা করে আজকে বিষয়টি পরিস্কার করে দিলেন। রাসূলের প্রসিদ্ধ হাদীছটি মনে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَغُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا– ‘আল্লাহ্র পথে একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, সেসব কিছুর চেয়েও উত্তম’।[৭৬] আলহামদুলিল্লাহ!

এরপর হালকা নাশতা সেরে বাস যোগে পরিতৃপ্ত চিত্তে বাড়ীর পথে রওয়ানা হলাম। সত্যিই যুবসমাজের এই সত্যপ্রিয়তা এবং হক্বের পক্ষে দাঁড়াবার সাহস আমাকে দিনে দিনে মুগ্ধ করে চলেছে। জীবন সায়াহ্নে এসে তাদের মুখচ্ছবিতে উজ্জল ভবিষ্যতের হাতছানি খুঁজে পাই। মনে মনে এদের জন্য প্রাণখোলা দো‘আ করি আর এ বিশ্বাস জোরালো করি, একদিন এদেশের সবুজ-শ্যামলিমায় হক্বের পতাকা উড়বেই। শিরক-বিদ‘আতের কলংক-কালিমা বিদূরিত হবেই ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করুন- আমীন!

৭৪. *ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, বঙ্গানুবাদ কুরআন (আলোচনা : সূরা আলে-ইমরান দ্রষ্টব্য)।*

৭৫. *তিরমিযী হা/২১৯২; ছহীহুল জামে‘ হা/৭০২; মিশকাত হা/৬২৮৩।*

৭৬. *বুখারী হা/২৭৯২; মুসলিম হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩৭৯২।*

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠক

গত ১১ ও ১২ জুন ২০২০ ইং রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদ আসর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর-পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে করোনার এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গুগল জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ২৩নং বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং শুক্রবার বাদ ফজর এই প্রথম কেন্দ্র ও যেলার সমন্বিত সফল ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে স্বশরীরে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম এবং দফতর সম্পাদক মুহাঃ আজমাল এবং জুমে সংযুক্ত ছিলেন সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল (ঢাকা), সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট), প্রশিক্ষক সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন (ঝিনাইদহ), ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন (বগুড়া), সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ (সিরাজগঞ্জ), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ (মেহেরপুর)। সারাদেশের যুবসংঘে'র সবকটি যেলার জুম কনফারেন্সে সরব উপস্থিতি ছিল। কথায় রয়েছে, 'প্রতিটি নতুন জিনিসই সুস্বাদু' করোনাকালীন এ সংকট মাড়িয়ে প্রতিটি দায়িত্বশীলই এ ভার্চুয়াল মিটিং-এ নতুন কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যমতার স্বাদ আস্বাদন করেন। মাননীয় সভাপতির বিপদকালীন আত্মরক্ষা ও সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধির দিক নির্দেশনামূল বক্তব্যে হতাশাগ্রস্ত হৃদয়ে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। বহুদিন পর সকলের সাক্ষাৎঘন মুবারকময় পরিবেশে নিজ যেলার তৃণমূল পর্যায়ের সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরেন। আবেগাপ্লুত নেতা-কর্মীরা সকলের সাথে করোনাকালীন নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেন এবং কেন্দ্র নির্দেশিত আর্ত-মানবতার সেবার সর্বশেষ হালচিত্র উপস্থাপন করেন। উক্ত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী নিম্নে তুলে হ'ল-

১নং সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর গত মাসের বৈঠকের সিদ্ধান্ত সমূহ পঠন ও তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

০২নং সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২০ ফেসবুক লাইভ এর মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩নং সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২০ আগামী ১৪ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৪নং সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২০-এ দেশের বাইরের বাংলাভাষী আলোচক এবং বর্হিবিশ্বের ভিন্নভাষী আলোচক রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৫নং সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কর্মী সম্মেলন ২০২০ উপলক্ষে যেলা কোটা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৬নং সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কর্মী পরীক্ষা আগামী ০৩রা জুলাই এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৭নং সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৮নং সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতার ২০২০ উপলক্ষে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই সমূহ পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মানোন্নয়ন পরীক্ষা

গত ৩রা জুলাই ২০২০ ইং রোজ শুক্রবার বেলা ১০টায় দেশব্যাপী বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের নিয়মিত মানোন্নয়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রথমবারের মত অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১০ই জুলাই ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৭ই জুলাই লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৪৮ জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যপ্রার্থীদেরকে জুম ও মেসেঞ্জার এ্যাপসের মাধ্যমে ভাইভা গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ২৪শে জুলাই জুম এ্যাপসের মাধ্যমে কর্মী এবং চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ ১৫ জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের শপথ গ্রহণ করা হয়। কর্মী শপথ পড়ান কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের বায়'আত গ্রহণ করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এ সময় তিনি তাদেরকে সর্বাবস্থায় দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্য নছীহত করেন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রসেনানী হিসাবে সমাজ সংস্কারে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানান। তিনি উপস্থিত সকলের জন্য আন্তরিক দো'আ করেন। উত্তীর্ণ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ হ'লেন আব্দুন নূর (রংপুর), আব্দুল কাদের (দিনাজপুর পূর্ব), আশরাফ আলী (নিলফামারী), আব্দুর রঊফ (রাজশাহী), মুহাম্মাদ ফারূক হোসাইন (সাতক্ষীরা), সাইফুল্লাহ বিন শামসুর (সাতক্ষীরা), ডা. হাসানুযযামান (সাতক্ষীরা), আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী), আব্দুল্লাহ আল-মোছাদ্দেক (কুমিল্লা), কাসিদুল হক কুতুব (কুমিল্লা), মোহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ (কুমিল্লা), জসীমুদ্দীন (চট্টগ্রাম), মফীযুল ইসলাম (ঝিনাইদহ), মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (ঝিনাইদহ), মুহাম্মাদ হোসাইন (ঝিনাইদহ)।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি? উত্তর : ১০৬টি।

২. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে কতটি সরকারী কলেজ রয়েছে?
উত্তর : ৬২৯টি; এর মধ্যে ৩০২টি নতুন জাতীয়করণকৃত।

৩. প্রশ্ন : ২০১৯ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন। দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য।

৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত সংক্রামক ব্যাধি কতটি?
উত্তর : ২৪টি।

৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশ পুলিশের নবনিযুক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শকের (IGP) নাম কী?
উত্তর : ড. বেনজীর আহমেদ।

৬. প্রশ্ন : RAB-এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালকের নাম কী?
উত্তর : চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

৭. প্রশ্ন : জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ কত ছিল?
উত্তর : ৫০তম।

৮. প্রশ্ন : সাধারণ করমুক্ত আয়সীমা কত?
উত্তর : ৩ লাখ টাকা।

৯. প্রশ্ন : ধান উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : ময়মনসিংহ।

১০. প্রশ্ন : গম উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : ঠাকুরগাঁও।

১১. প্রশ্ন : চা উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : মৌলভীবাজার।

১২. প্রশ্ন : পাট ও মসুর উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : ফরিদপুর।

১৩. প্রশ্ন : আলু উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : বগুড়া।

১৪. প্রশ্ন : আম উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : রাজশাহী।

১৫. প্রশ্ন : ভুট্টা ও লিচু উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : দিনাজপুর।

১৬. প্রশ্ন : কলা ও কাঁঠাল উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : নরসিংদী।

১৭. প্রশ্ন : পেঁয়াজ উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : পাবনা।

১৮. প্রশ্ন : আদা ও কমলা উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : রাঙ্গামাটি।

১৯. প্রশ্ন : নারিকেল ও তরমুজ উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : ভোলা।

২০. প্রশ্ন : ২০২০ সালে মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : ১৫১তম।

২১. প্রশ্ন : ২০২০ সালে বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : ৯৭তম।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : Black Lives Matter (BLM) কি?
উত্তর : বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন।

২. প্রশ্ন : কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে নৃশংস হত্যা করা হয় কবে?
উত্তর : ২৫শে মে ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে।

৩. প্রশ্ন : সাম্প্রতিক সময়ে বহুল ব্যবহৃত জুম (Zoom MIGA) কী?
উত্তর : ভিডিও কনফারেন্সের জনপ্রিয় অ্যাপ।

৪. প্রশ্ন : কোন দেশ AIIB'র ৮১তম সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : বেনিন।

৫. প্রশ্ন : বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থার (WIPO) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি? উত্তর : ১৯৩টি।

৬. প্রশ্ন : আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক (AFDB) বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? উত্তর : ৮১টি।

৭. প্রশ্ন : ২৭শে মার্চ ২০২০ কোন দেশ NATO'র ৩০তম সদস্যপদ লাভ করে? উত্তর : উত্তর মেসিডোনিয়া।

৮. প্রশ্ন : ২০২০ সালের হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : সিঙ্গাপুর।

৯. প্রশ্ন : বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

১০. প্রশ্ন : ২০২০ সালের মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : নরওয়ে।

১১. প্রশ্ন : ২০২০ সালে বৈশ্বিক শান্তি সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : আইসল্যান্ড।

১২. প্রশ্ন : মাছ রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

১৩. প্রশ্ন : মাছ আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

১৪. প্রশ্ন : বিখ্যাত ম্যাগাজিন Forbds-এর তালিকায় শ্রেষ্ঠ ধনী?
উত্তর : জেফ বেজোস (সম্পদ : ১১৩ বিলিয়ন ডলার)।

১৫. প্রশ্ন : বিশ্বে শীর্ষ ব্যয়বহুল শহর কোনটি?
উত্তর : হংকং (চীন)।

১৬. প্রশ্ন : বিশ্বে সর্বনিম্ন ব্যয়বহুল শহর কোনটি?
উত্তর : তিউনিশ (তিউনিশিয়া)।

১৭. প্রশ্ন : জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (UNHCR)-প্রতিবেদনে শীর্ষ বাস্তুচ্যুত শরণার্থীর দেশ কোনটি?
উত্তর : সিরিয়া (৬.৬ মিলিয়ন)।

১৮. প্রশ্ন : শরণার্থী গ্রহণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : তুরস্ক (৩.৬ মিলিয়ন)।

১৯. প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ১লা আগস্ট থেকে কোন দেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি শুরু হবে।
উত্তর : ভিয়েতনাম।

২০. প্রশ্ন : ঘূর্ণিঝড় আম্পান (Amphan) নামকরণ করে কোন দেশ? উত্তর : থাইল্যান্ড।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ	চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪। সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।	শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬ বিকাল ৫.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা পর্যন্ত।	লক্ষীপুর, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬। সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।
উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com

ছালাতের সময় নির্ধারণী স্থায়ী ক্যালেণ্ডার

(সাহারী ও ইফতার সহ)

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলির প্রদত্ত ঢাকাসহ সকল যেলাসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।
- প্রত্যেক যেলার জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রণীত। ফলে ঢাকার সময়ের সাথে যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না এবং সময়সূচী আরও সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে জানা যাবে।
- সারা বছরের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী জানা যাবে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak জুলাই-আগস্ট ২০২০ মূল্য : ২৫ টাকা

LIVE

Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

Bangladesh.Ahlehadeeth.Juboshangho

Monthly.At.tahreek

কর্মী সম্মেলন ২০২০

১৪ই আগস্ট, শুক্রবার

সকাল ৯টা-রাত ৯টা

সভাপতি : ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

প্রধান অতিথি :

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বক্তব্য রাখবেন :

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২